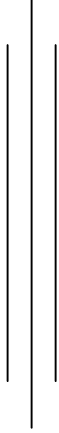


ৰামায়ান
ও ছিয়াম

লিলবৰ আল-বাব্দী

রামাযান ও ছিয়াম



এম.এম (হাদীছ); বি.এ (অনার্স),
এম.এ (আরবী); রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়



আল-মাহমুদ প্রকাশনী

রামাযান ও ছিয়াম

লিলবর আল-বারাদী

প্রকাশক

আল-মাহমুদ প্রকাশনী

নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।

মোবাইল : ০১৭৮৮-৬২৫৮৭৮

সর্বস্বত্ব : লেখকের।

প্রকাশকাল (অনলাইন)

মার্চ ২০২৪

চৈত্র ১৪৩০

রামাযান ১৪৪৫

প্রচ্ছদ

আল-মাহমুদ প্রকাশনী

নওদাপাড়া, রাজশাহী।

নির্ধারিত মূল্য :

১৬০.০০ (একশত ষাট) টাকা।

RAMAZAN O SIAM by **Lilbar Al-Barady**. Pubished by **Al-Mahmud Prokashoni**. Nawdapara, Sopura, Rajshahi. Mobile : 01788-625878, 01556-515575.

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং		
❖ ভূমিকা :	৯	৯.	বিবাহে অসামর্থ্য যুবকের ছিয়াম ৩৩
❖ ইসলামের ইতিহাসে ছিয়াম	১১	❖	প্রশিক্ষণের মাস : রামায়ান ৩৫
◆ যুগে যুগে ছিয়ামের ভ্রমধারা :	১১	◆	রামায়ান মাসের পরিচয় ৩৫
১. আদম (আঃ)-এর ছিয়াম	১৩	ক.	রামায়ান মাসের তাৎপর্য ৩৬
২. নূহ (আঃ)-এর ছিয়াম	১৪	১.	জান্নাতের দরজা উন্মুক্ত ও জাহান্নামের দরজা বন্ধ এবং শয়তানকে শৃঙ্খলিত করা হয় ৩৭
৩. মুসা (আঃ)-এর উম্মতের ছিয়াম	১৫	২.	জাহান্নামের দরজা বন্ধ থাকে ও জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ করে ৩৮
৪. দাউদ (আঃ)-এর ছিয়াম	১৬	৩.	আল্লাহর ক্ষমা অর্জন ৩৯
৫. ঈসা (আঃ)-এর ছিয়াম	১৭	৪.	নির্দিষ্ট জান্নাত ও দু'টি খুশির মূহর্ত অর্জন ৪০
◆ মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উম্মতের ছিয়াম	২০	৫.	লাইলাতুল কুদরে কল্যাণ প্রাপ্ত ৪১
ক. রামায়ান মাসের ফরয ছিয়াম	২০	৬.	ভ্রাতৃত্ববোধ দৃঢ় করণ ৪২
খ. নফল ছিয়াম সমূহ	২২	খ.	রামায়ান মাসে প্রশিক্ষণের গুরুত্ব ৪৪
১. শাওয়ালের ছয়টি ছিয়াম	২৩	১.	তাক্বওয়া অর্জন ও ইবাদতের মাধ্যমে তা সুদৃঢ় করণ ৪৫
২. জিলহজ্জ মাসের প্রথম দশকের ছিয়াম	২৪	২.	কুরআন-সুন্নাহর আনুগত্য ও মর্যাদা রক্ষা করার শপথ ৪৭
৩. আরাফাহ দিবসের ছিয়াম	২৫	৩.	মুমিনের গুণাবলী অর্জন ও প্রতিপালনের শিক্ষাগ্রহণ ৪৮
৪. মুহাররম মাসের ও আশুরার ছিয়াম	২৮	৪.	মিথ্যা ও পাপের পথ থেকে বিরত থাকার শিক্ষা ৫০
৫. শা'বান মাসের ছিয়াম	৩০	❖	রামায়ানের ছিয়াম ও ক্রিয়ামের বিধান ৫৩
৬. সোমবার ও বৃহস্পতিবার ছিয়াম	৩১	◆	ছিয়ামের সংজ্ঞা ৫৩
৭. আইয়ামে বীযের ছিয়াম	৩১	◆	ছিয়ামের ফযীলত ৫৩
৮. একদিন পর পর ছিয়াম	৩২	◆	যাদের জন্য ছিয়াম ফরয ৫৫
		◆	যাদের জন্য ছিয়াম ফরয নয় ৫৬
		১.	কাফের ব্যক্তি ৫৬

৫	রামায়ান ও ছিয়াম	5
২.	ইচ্ছাকৃত ছালাত ত্যাগকারী	৫৭
৩.	মিথ্যাবাদী ব্যক্তি	৬০
৪.	শিশু ও পাগল	৬২
৫.	ছিয়াম পালনে অক্ষম ও পীড়িত ব্যক্তি	৬৩
৬.	মুসাফির ব্যক্তি	৬৪
৭.	ঋতুবতী ও নিফাসি মহিলা	৬৪
৮.	গর্ভবতী ও দুগ্ধ দানকারী মহিলা	৬৫
◆	ছিয়ামের বিধি-বিধান	৬৭
১.	ছিয়ামের নিয়ত করা	৬৮
২.	সাহারীর পরিচয়	৬৮
	ক. সাহারীর জন্য আযান দেয়া	৬৯
	খ. বরকত মণ্ডিত সাহারী খাওয়া ও এর সময়সীমা	৬৯
৩.	ছিয়াম ভঙ্গের কারণ	৭১
	ক. ইচ্ছাকৃত ভাবে খানাপিনা করলে	৭১
	খ. ইচ্ছাকৃত ভাবে স্ত্রীমিলন হ'লে	৭২
	গ. ইচ্ছাকৃত ভাবে বমি করলে	৭৩
	ঘ. অসুস্থ ও অক্ষম অবস্থায়	৭৩
	ঙ. মৃত ব্যক্তির ক্বাযা আদায়	৭৪
৪.	ইফতারের পরিচয়	৭৪
	ক. ইফতারে দো'আ পাঠ করা	৭৪
	খ. দ্রুত ইফতার করার ফযীলত	৭৫
◆	কিয়ামের বিধি-বিধান	৭৫

6	রামায়ান ও ছিয়াম	৬
১.	তারাবীহর ছালাতের বিধান ও ফযীলত	৭৬
	ক. তারাবীহ ছালাতের পরিচয়	৭৬
	খ. তারাবীহর ছালাতের রাকা'আত সংখ্যা	৭৬
	গ. তারাবীহর ছালাতের ফযীলত	৭৮
২.	রামায়ানের শেষ দশকের ফযীলত	৭৯
	ক. ই'তিকাফ করা	৭৯
	খ. লাইলাতুল ক্বদর তালাশ করা	৮০
	১. লাইলাতুল ক্বদরের নামকরণ	৮০
	২. লাইলাতুল ক্বদরের তারিখ	৮১
	৩. ক্বদরের রাতে বিশেষ আলামত	৮৩
	৪. লাইলাতুল ক্বদরের ফযীলত	৮৫
	৫. ক্বদরের রাতে পঠিতব্য দো'আ	৮৭
	৩. ফিত্রা আদায় করা	৮৮
❖	চিকিৎসা বিজ্ঞানের আলোকে ছিয়াম	৯০
◆	মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্রের ওপর প্রভাব ফেলে	৯১
◆	হৃদপিণ্ড ও ধমনীতন্ত্র সবল ও সচল করে	৯২
◆	লিভার ও কিডনীর কার্যক্ষমতা বর্ধিত করে	৯৩
◆	পাকস্থলী ও অন্ত্রগুলো সজিবতা ফিরে পায়	৯৪
◆	অগ্নাশয় ও কোষ নিয়ন্ত্রণে রাখে	৯৬
◆	জিহ্বা ও লালগ্রন্থি বিশ্রামে সজিব হয়	৯৭
◆	মনের পশুত্ব নিমূর্ল করে	৯৮
❖	ইসলাম ও বিজ্ঞানের আলোকে স্বল্প সাহারী ও ইফতারে খেজুর	১০০

◆ সাহারীর পরিচয়	১০০
◆ সাহারীতে স্বল্প এবং আঁশযুক্ত খাবার হিতকর	১০২
◆ ইফতারের পরিচয়	১০৪
◆ সাহারী ও ইফতারে খেজুরের গুরুত্ব	১০৫
◆ নাবীয পানীয়	১১০
১. নাবীয পানীয় প্রস্তুত প্রণালী	১১০
২. নাবীয পানীয় পানের উপকারিতা	১১৪
◆ ইফতারে পানির গুরুত্ব	১১৫
❖ ছাদাক্বাতুল ফিতরের বিধান	১১৬
◆ ছাদাক্বাতুল ফিতর কাদের উপর ফরয	১১৭
◆ ছাদাক্বাতুল ফিতরের পরিমাণ	১১৮
◆ ছাদাক্বাতুল ফিতর আদায় ও বণ্টনের সময়কাল	১১৯
◆ ফিতরা পাওয়ার হকদারগণ	১২১
◆ ছাদাক্বাতুল ফিতর কোন বস্তু দ্বারা আদায় করা ওয়াজিব	১২৩
◆ খাদ্যশস্যের মূল্য দ্বারা ফিতরা আদায় করার বিধান	১২৪
❖ সুন্নাত উপেক্ষার পরিণাম	১২৯
◆ সুন্নাহর পরিচিতি	১২৯
◆ সুন্নাহর গুরুত্ব	১৩০
১. কুরআনের মত সুন্নাহও অহী	১৩১
২. রাসূল (ছাঃ) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা অপরিহার্য	১৩৫
৩. সুন্নাহ, কুরআনের ব্যাখ্যা স্বরূপ	১৩৬

৪. সুন্নাহ হালাল-হারাম নির্ধারণকারী	১৩৭
৫. কুরআন, সুন্নাহর প্রত্যয়নকারী	১৩৮
◆ সুন্নাহ উপেক্ষার পরিণতি	১৪০
১. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের পরিপন্থী	১৪০
২. আমলে ছলেহ বিনষ্ট হওয়া	১৪৪
৩. গোমরাহীর পথে পরিচালিত হওয়া	১৪৫
৪. অবশেষে জাহান্নামী হওয়া	১৫২
❖ রামায়ান পরবর্তী করণীয়	১৫৬
◆ তাক্বওয়া, ইবাদতের মাধ্যমে সুদৃঢ় রাখা	১৫৭
◆ রামায়ানে অর্জিত মুমিনের গুণাবলী প্রতিপালন করা	১৫৯
◆ পাপের পথ থেকে সর্বদা বিরত থাকা	১৬১
◆ নেক কাজগুলো চলমান রাখা	১৬২
◆ ক্বাযা ছিয়াম আদায় করা	১৬৪
◆ শাওয়ালের ছয়টি ছিয়াম পালন করা	১৬৫
❖ শেষ কথা	১৬৬

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد .

ভূমিকা

আল্লাহ তা'আলা এই মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন একমাত্র তাঁর ইবাদত করার জন্য। তিনি বলেন, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ 'আমি মানব ও জিন জাতি সৃষ্টি করেছি একমাত্র আমার ইবাদত করার জন্যই' (আয-যারিয়াত ৫১/৫৬)। তাঁর ইবাদত সমূহের মধ্যে অন্যতম ইবাদত ছিয়াম। ছিয়ামকে আধ্যাত্মিক ও শারীরিক ইবাদত বলা হয়।

রামাযান মাস হ'ল ইবাদতের মাধ্যমে তাকুওয়া অর্জন, আল্লাহর রহমত, মাগফিরাৎ ও নৈকট্য হাছিল এবং জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ ও জান্নাত লাভের সুযোগ। মানব জীবনে দু'টি ধারা প্রবাহিত- এক. সুপ্রবৃত্তি : আমাদের সমাজ জীবনে সম্প্রীতি-মৈত্রী, ঐক্য-সংহতি, নৈতিক সংস্কৃতি দৃঢ় করণের মাধ্যমে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পথে অবিচল থাকতে বিশেষ ভূমিকা রাখে সুপ্রবৃত্তি। দুই. কুপ্রবৃত্তি : অপরদিকে আমাদের সুষ্ঠু সুশীল সমাজ ব্যবস্থা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে অনৈক্য-সহিংসতা, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, অনৈতিক সংস্কৃতি তথা পাপের পথে আহ্বান করে কুপ্রবৃত্তি।

পক্ষান্তরে মানুষ সাধারণত পরস্পর দু'টি বিরোধী স্বভাব পশুত্ব ও মানবিক গুণাবলী দ্বারা পরিচালিত হয়। কোন ব্যক্তির উপর যদি পশুত্ব গুণাবলীর প্রভাব বেশী পড়ে, তবে মানুষ পশু সুলভ আচরণ করে। অপরদিকে কোন ব্যক্তির উপর যদি মানবিক গুণাবলীর প্রভাব বেশী প্রাধান্য পায়, তবে সে আদর্শবান, নিষ্ঠাবান, সৎ, ধার্মিক ব্যক্তিতে গড়ে উঠে।

রামাযানের এক মাস ছিয়াম সাধনা মানুষের মনের সকল প্রকার পশুত্বকে ভস্মীভূত করে এবং মানবিক গুণাবলী সমূহ উন্মোচিত করে। যার কারণে মানুষ আল্লাহর দিকে ধাবিত হয় এবং আদর্শবান মানুষ হিসাবে গড়ে উঠে।

রামাযান মাসকে প্রশিক্ষণের মাসও বলা হয়। এমাসের প্রশিক্ষণের ধরন হ'ল আধ্যাত্মিক, শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক সমন্বয়ে পরিচালিত হয়।

'রামাযান ও ছিয়াম' বইটিতে ছিয়ামের ইতিহাস, বিধি-বিধান, প্রশিক্ষণের ধরণ, চিকিৎসা বিজ্ঞানের আলোকে ছিয়ামের উপকারিতা এবং ছাদাকাতুল ফিতরের বিধান ও সুনাত উপেক্ষার পরিণাম বিষয়ে মোট আটটি প্রবন্ধ সম্বিবেশিত করা হয়েছে। যা ইতিপূর্বে আত-তাহরীক, তাওহীদের ডাক ও সোনামণি প্রতিভাতে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রবন্ধ সমূহ একত্রিত করে বই আকারে প্রকাশের নিমিত্তে তাতে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করা হয়েছে। বইটি পাঠে মানুষ রামাযান ও ছিয়াম বিষয়ে অনেক অজানা বিষয় জানতে পারবেন, ইনশাআল্লাহ।

মানুষ যেহেতু ভুলের উর্ধ্বে নয় সেহেতু এ ক্ষেত্রে আমিও এর ব্যতিক্রম নই। তদুপরি জ্ঞানের ঘাটতি তো রয়েছে। বইটি অনলাইনে প্রকাশ করায় আপনাদের জ্ঞান ভাণ্ডারে সামান্যতম উপকার হলে তা আমার জন্য কল্যাণকর। তাছাড়া ভুল-ত্রুটি থাকা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। তবে বিজ্ঞজনের জন্য ভুল শুধরে দেয়ার দ্বার উন্মুক্ত রইল। আশা করি তারা এ কাজে সহযোগিতা করে ছাদাকাতুল ফিতরের কাজে অংশগ্রহণ করবেন।

বইটি প্রণয়ণ, প্রকাশ ও পরিবেশনার ক্ষেত্রে যে যতটুকু সহযোগিতা করেছেন আল্লাহ তা'আলা তাদের সকলকে ইহকালীন ও পরকালীন জীবনে সর্বোত্তম পুরস্কার দান করুন। আল্লাহ সকলকে জাঝায় খায়ির দান করুন।

পরিশেষে, হে আল্লাহ! তুমি ত্রুটিগুলো ক্ষমা করো এবং দ্বীনের পথে এই খিদমত কবুল করো। যত মুমিন মুসলমান এ বইটি পড়ে আমল করবে এবং অন্যকে আমল করতে সাহায্য করবে, তোমার রাসূল (ছাঃ)-এর ওয়াদা মোতাবেক এ গুনাহগার বান্দার আমলনামায় তার ছওয়াব পূর্ণরূপে যুক্ত করে দাও। এই বইটির অসীলায় আমাকে, আমার আবা-আম্মা ও পরিবারবর্গ এবং আত্মীয়-স্বজনসহ সকল শুভাকাংখী যারা আমাকে এই দ্বীনের পথে পথ চলতে সহযোগিতা করেছেন, তাদের সকলকে কবরে ও হাশরে মুক্তি দান করো এবং ক্ষমা করে জান্নাতুল ফিরদাউস দান করো, আমীন!! সুবহা-নাল্লা-হি ওয়া বিহামদিহী, সুবহা-নাল্লা-হিল 'আযীম।

বিনীত লেখক

ইসলামের ইতিহাসে ছিয়াম

মুমিন বান্দা চাতক পাখির মত অতিব আত্মহের সাথে চেয়ে থাকে রামায়ান মাসের দিকে। বাকী এগারো মাসে প্রস্তুতিগ্রহণ করে ফযীলতপূর্ণ রামায়ান মাসের জন্য। কারণ এই মাস অতিব গুরুত্বপূর্ণ মাস। এই মাসে মুমিন বান্দা ছিয়াম ও কিয়ামের মাধ্যমে মহান আল্লাহকে স্মরণ করে তাঁর নিকটে নাজাত কামনা, রহমতের আকাংখা, জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও জান্নাতে প্রবেশের বাসনা হৃদয়ে লালিত করে। ছিয়াম হ'ল আত্মিক, শারীরিক ও আর্থিক ইবাদত।

যুগে যুগে ছিয়ামের ক্রমধারা :

দুনিয়াতে প্রেরিত নবী-রাসূলগণের উপর ছিয়ামের বিধি-বিধান চালু ছিল। যদিও ছিয়ামের প্রকৃতি-পদ্ধতি আলাদা আলাদা ছিল। আর সেদিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ** 'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর ছিয়াম ফরয করা হয়েছে, যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপরও ফরয করা হয়েছিল, যাতে তোমরা তাকুওয়া অবলম্বন করতে পার' (বাক্বারাহ ২/১৮৩)।

মুফাসসিরগণ এ বিষয়ে একমত যে, আদম (আঃ) থেকে মুহাম্মাদ (ছাঃ) পর্যন্ত সকল নবীর উপর ছিয়ামের বিধান ছিল। তবে ছিয়াম পালনের পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন ছিল। উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় আধুনিক যুগের অন্যতম আলেমেদ্বীন মুহাম্মাদ ছালেহ আল-উছায়মীন (মৃত ১৪২১ হিঃ) বলেন, **عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ** أي من الأمم السابقة يعم اليهود والنصارى ومن قبلهم كلهم كتب عليهم الصيام ولكنه لا يلزم أن يكون كصيامنا في الوقت والمدة. 'তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরয করা হয়েছিল এর অর্থ হল- ইহুদী-খ্রিষ্টান ও তাদের পূর্ববর্তী সকল উম্মাতের উপর ফরয করা হয়েছিল। তবে সময় ও সংখ্যার

দিক দিয়ে আমাদের ছিয়ামের ন্যায় হওয়া আবশ্যিক নয়'।^১ তিনি আরো বলেন, 'পূর্ববর্তী উম্মতদের উপর ছিয়াম ফরয করতে দু'টি অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বিদ্যমান। যথা : (১) উম্মাতে মুহাম্মাদীকে যেন মনে না করে যে, শুধু তাদেরই উপর ছিয়ামের ন্যায় এমন কঠিন ইবাদতের বিধান দেওয়া হয়েছে। এবং (২) উম্মাতে মুহাম্মাদীকে ফযীলাতপূর্ণ ইবাদতের বিধান দেওয়ার মাধ্যমে সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মতের মর্যাদায় আসীন করা।^২ এছাড়াও তাফসীরে কুরতুবীতে উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে,

المعنى: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ أَي فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ، كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَهُمْ الْيَهُودُ- فِي قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ- ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ. ثُمَّ نُسِخَ هَذَا فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ بِشَهْرِ رَمَضَانَ. وَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ: نَسِخَ ذَلِكَ بِأَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ ثُمَّ نُسِخَتِ الْأَيَّامُ بِرَمَضَانَ.

'আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রাঃ)-এর মতে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে প্রত্যেক মাসে তিন দিন ও আশুরার দিনে ছিয়াম ফরয ছিল, যেমনিভাবে তোমাদের পূর্ববর্তী ইয়াহুদী সম্প্রদায়ের ওপর মাসে তিন দিন ও 'আশুরার দিনে ছিয়াম ফরয ছিল। পরবর্তীতে রামায়ান মাসের দ্বারা এ ছিয়াম রহিত হয়। মু'আয ইবন জাবাল (রাঃ) বলেন, উক্ত তিন দিনের ছিয়াম নির্দিষ্ট কয়েক দিনের ছিয়ামের দ্বারা রহিত হয়। অতঃপর উক্ত কয়েক দিনের ছিয়াম আবার রামায়ানের ছিয়াম দ্বারা রহিত হয়।^৩ অন্যত্র, হাফেয ইবনু জারীর আত-তাবারী উপরোক্ত বর্ণনার সমন্বয় করে বলেন, ইবরাহীম (আঃ)-এর পরবর্তী সকল নবী ও তাদের অনুসারীদের প্রতি একমাস ছিয়াম পালন ফরয ছিল। আর এরও পূর্ববর্তী যারা ছিল তাদের উপর আইয়ামে বীযের তিনটি ছিয়াম ফরয ছিল।^৪ সুতরাং ছিয়ামের সিলসিলা আদিকাল থেকেই ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে প্রতিপালিত হয়ে আসছে।

১. মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন, তাফসীরুল কুরআন লিল উছায়মীন ৪/২৫৭ পৃঃ।

২. তদেব ৪/২৫৮ পৃঃ।

৩. তাফসীরে কুরতুবী ২/২৭৫ পৃঃ।

৪. তাফসীরে তাবারী ৩/৪১২।

১. আদম (আঃ)-এর ছিয়াম :

ছিয়াম মুসলমানদের জন্য পালনীয় একটি ফরয ইবাদত। আমাদের শেষ নবী মুহাম্মদ (ছাঃ)-এর উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে যেমন ছিয়ামের বিধান দেওয়া হয়েছে, তেমনি পূর্ববর্তী নবী-রাসূলদের উপরও ছিয়ামের বিধান ছিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন, *كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ*, 'যে রূপ ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের ওপর' (বাক্বারাহ ২/১৮৩)। এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পূর্ববর্তী প্রত্যেক নবী-রাসূল এবং প্রত্যেক জাতির মধ্যেই ছিয়ামের প্রচলন ছিল।

আবু হায়ইয়ান আন্দালুসী স্বীয় তাফসীর 'আল-বাহরুল মুহীত'-এ উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, *الَّذِينَ مِنْ قَبْلَنَا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَأَمَمِهِمْ مِنْ آدَمَ إِلَى* 'আদম (আঃ) থেকে আমাদের যুগ পর্যন্ত পূর্ববর্তী সকল নবী ও রাসূলের উপর ছিয়ামের বিধান ছিল'। অতঃপর আলী (রাঃ) বলেন, *أولهم آدم*

فلم يفترضها عليكم 'তোমাদের উপর নয় বরং সর্বপ্রথম আদম (আঃ)-এর উপর ছিয়াম ফরয হয়'।^৫ এছাড়াও ইবনু কাছীর (মৃত ৭৭৪ হিঃ) বলেন, *عن معاذ، وابن مسعود، وابن عباس، وعطاء، وقتادة، والضحاك بن مزاحم. وزاد: لم يزل هذا مشروعاً من زمان نوح إلى أن نسخ الله ذلك بصيام شهر رمضان.*

'ইসলামের প্রাথমিক যুগে (আদম থেকে) প্রতি মাসে তিনদিন ছিয়াম পালনের বিধান ছিল, যেভাবে পূর্ববর্তী উম্মাতের উপর ফরজ ছিল। মু'আয, ইবনু মাসউদ, ইবনু আব্বাস, আত্বা, ক্বাতাদা, যাহহাক (রাঃ) বলেন, এ তিন দিন ছিয়াম রাখার বিধান নূহ (আঃ) এর যুগ থেকে রামায়ানের ছিয়াম ফরয হওয়া পর্যন্ত বলবৎ ছিল'।^৬

৫. মুহাম্মাদ ইবনু ইউসুফ আশ-শাহীর বি আবী হায়ইয়ান আল-আন্দালুসী, বাহরুল মুহীত (বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, ১ম সংস্করণ, ১৪২২ হিঃ/২০০১ খ্রিঃ) ২/৩৬ পৃঃ।

৬. তাফসীরে ইবনে কাছীর ১/৪৯৭ পৃঃ।

২. নূহ (আঃ)-এর ছিয়াম :

ছিয়ামের সিলসিলা হিসেবে নূহ (আঃ)-এর ছিয়াম ছিল প্রতি মাসের আইয়ামে বীয়ের ছিয়াম। আর প্রত্যেক নবীর যুগেই প্রতি মাসে তিনটি করে ছিয়ামের বিধান ছিল। এসম্পর্কে তাফসীরে ইবন কাছীরে এসেছে,

قَدْ كَانَ هَذَا فِي ابْتِدَاءِ الْإِسْلَامِ يَصُومُونَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ بِصَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ، كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ. وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ الصِّيَامَ كَانَ أَوْلًا كَمَا كَانَ عَلَيْهِ الْأَمَمُ قَبْلَنَا، مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ - عَنْ مُعَاذٍ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَطَاءٍ، وَقَتَادَةَ، وَالضَّحَّاكَ بْنِ مَزَاهِمٍ. وَزَادَ: لَمْ يَزَلْ هَذَا مَشْرُوعًا مِنْ زَمَانِ نُوحٍ إِلَى أَنْ نَسَخَ اللَّهُ ذَلِكَ بِصِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ.

প্রসিদ্ধ তাফসীরবিদ মু'য়ায, আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ, 'আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রাঃ), 'আতা, কাতাদা ও দাহহাক রহ. বর্ণনা করেন, নূহ (আঃ) হ'তে শেষ নবী মুহাম্মদ (ছাঃ) পর্যন্ত প্রত্যেক নবীর যুগেই প্রতি মাসে তিনটি করে ছিয়ামের বিধান ছিল। পরবর্তীতে ইহা রামায়ানের ছিয়াম দ্বারা রহিত হয়।^৭

এছাড়াও নূহ (আঃ) সারা বছর ছিয়াম পালন করতেন। আব্দুল্লাহ ইবন আমর (রাঃ) বলেন, *سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: صَامَ* 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, নূহ (আঃ) ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন বাদে সারা বছর ছিয়াম পালন করতেন'।^৮

৭. তাফসীরে ইবনে কাছীর ১/৪৯৭; তাফসীরে কুরতুবী ২/২৭৫; তাফসীরে ত্বাবারী ৩/৪১১; তাফসীরে মানার ২/১১৬।

৮. ইবনু মাজাহ হা/১৭১৪, আলবানী হাদীসটি যঈফ বলেছেন। কেননা সনদে ইবনু লাহী'আহ রয়েছেন, যিনি যঈফ। উক্ত হাদীছের রাবী সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তার হাদীছের ব্যাপারে কোন সমস্যা নেই। আমর বিন ফাল্লাস বলেন, তার

অন্যত্র এসেছে, মু'আযা 'আদাবিয়্যা (রহঃ) হ'তে বর্ণিত,

أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ قَالَتْ نَعَمْ. فَقُلْتُ لَهَا مِنْ أَيِّ أَيَّامِ الشَّهْرِ كَانَ يَصُومُ قَالَتْ لَمْ يَكُنْ يُبَالِي مِنْ أَيِّ أَيَّامِ الشَّهْرِ يَصُومُ.

'আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কি প্রতি মাসে তিনটি করে নফল ছিয়াম রাখতেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তারপর আবারও জিজ্ঞেস করলাম, মাসের কোন দিনগুলোতে তিনি ছিয়াম রাখতেন? তিনি বললেন, মাসের বিশেষ কোন দিনের ছিয়ামের প্রতি লক্ষ্য করতেন না'।^৯

৩. মুসা (আঃ)-এর উম্মতের ছিয়াম :

প্রত্যেক নবী-রাসূলের উম্মতের উপর বিভিন্ন ছিয়াম পালনের নির্দেশ ছিল। মুসা (আঃ) যখন ফেরাউনের কবল থেকে রক্ষা পান, তারপর থেকে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় স্বরূপ আশুরার ছিয়াম পালন করেন। রাসূল (ছাঃ) মদীনায হিজরত করে আসার পরে আশুরার ছিয়াম পালন সম্পর্কে অবগত হ'লে ছাহাবীদেরকেও তা পালনের নির্দেশ দেন। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَوَجَدَ الْيَهُودَ صِيَامًا يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هَذَا الْيَوْمَ الَّذِي تَصُومُونَهُ. فَقَالُوا هَذَا يَوْمٌ عَظِيمٌ أَنْجَى اللَّهُ فِيهِ مُوسَى وَقَوْمَهُ وَغَرَّقَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ فَصَامَهُ مُوسَى شُكْرًا فَنَحْنُ نَصُومُهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ. فَصَامَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ.

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায এসে ইহুদীদেরকে ছিয়াম পালন করতে দেখলেন। তিনি তাদের বললেন, এটা কিসের ছিয়াম? তারা বলল, এটা সেই দিন যে দিন আল্লাহ মুসা (আঃ)-কে (ফেরাউনের কবল থেকে) মুক্তি দিয়েছিলেন আর ফেরাউন কে ডুবে মেরেছিলেন। অতঃপর মুসা (আঃ) শুকরিয়া স্বরূপ এদিন ছিয়াম রাখেন। তাই আমরাও রাখি। তখন রাসূল (ছাঃ) দ্বীনের ব্যাপারে আমরা তোমাদের থেকে মুসা (আঃ)-এর উপর বেশি অধিকার রাখি। অতঃপর তিনি ছিয়াম রাখলেন এবং ছিয়াম পালনের নির্দেশ দিলেন।^{১০} অতঃপর ২য় হিজরীতে রামায়ানের ছিয়াম ফরয হ'লে তিনি বলেন, 'এখন তোমরা আশুরার ছিয়াম রাখতেও পার, ছাড়তেও পার। তবে আমি ছিয়াম রেখেছি'।^{১১}

৪. দাউদ (আঃ)-এর ছিয়াম :

দাউদ (আঃ)-এর ছিয়াম পালন ছিল সর্বোত্তম ছিয়াম। তিনি একদিন পরপর ছিয়াম পালন করতেন। এসম্পর্কে হাদীছে এসেছে, আবু কাতাদাহ (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি (ছাঃ)-এর খিদমতে হাযির হয়ে জিজ্ঞেস করল,

كَيْفَ تَصُومُ فَعَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَأَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ غَضِبَهُ قَالَ رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ غَضَبِ اللَّهِ وَغَضَبِ رَسُولِهِ. فَجَعَلَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُرَدُّ هَذَا الْكَلَامَ حَتَّى سَكَنَ غَضِبُهُ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ بَمَنْ يَصُومُ الدَّهْرَ كُلَّهُ قَالَ لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ أَوْ قَالَهُمْ يَصُمُ وَلَمْ يُفْطِرْ. قَالَ كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمَيْنِ وَيُفْطِرُ يَوْمًا قَالُوا يُطِيقُ ذَلِكَ أَحَدٌ. قَالَ كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا قَالَ ذَاكَ صَوْمٌ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

আপনি কিভাবে ছিয়াম রাখেন? তার কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রাগান্বিত হলেন। 'ওমর (রাঃ) তাঁর রাগ দেখে বলে উঠলেন, رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ

কিতাব সমূহ পুড়ে যাওয়ায় হাদীছ বর্ণনায় সখমিশ্রণ করেন, কিতাব সমূহ পুড়ে যাওয়ার ফলে যে হাদীছ বর্ণনা করেছেন তা দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার কিতাব সমূহ পুড়ে যাওয়ার পর হাদীছ বর্ণনায় সখমিশ্রণ করেন।

৯. মুসলিম হা/১১৬০; মিশকাত হা/২০৪৬।

১০. মুসলিম হা/১১৩০; মিশকাত হা/২০৬৭।

১১. মুসলিম হা/১১২৯; বুখারী হা/২০০২।

অর্থাৎ, আমরা রব হিসেবে আল্লাহর ওপর সন্তুষ্ট। দ্বীন হিসেবে ইসলামের ওপর সন্তুষ্ট। আর নবী হিসেবে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর ওপর সন্তুষ্ট। আমরা আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের গযব হ'তে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। 'ওমর এ বাক্যগুলো বার বার আওড়াতে থাকেন। এমনকি এ সময় রাসূল (ছাঃ)-এর রাগ প্রশমিত হ'ল। এরপর 'ওমর জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! যে ব্যক্তি একাধারে ছিয়াম রাখে তার হুকুম কী? তিনি বললেন, সে ব্যক্তি না ছিয়াম রেখেছে, আর না ছেড়েছে। অথবা তিনি বললেন, না ছিয়াম রেখেছে আর না ছিয়াম ছেড়ে দিয়েছে।

তারপর 'ওমর (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, ওই ব্যক্তির ব্যাপারে কি হুকুম, যে দু'দিন ছিয়াম পালন করে আর একদিন ছেড়ে দেয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কেউ কী এমন শক্তি রাখে? তারপর 'ওমর বললেন, ওই ব্যক্তির ব্যাপারে কি হুকুম, যে একদিন রাখে আর একদিন রাখে না? এবার তিনি বললেন, এটা হ'ল দাউদ (আঃ)-এর ছিয়াম।^{১২} অন্যত্র, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দাউদ (আঃ)-এর ছিয়ামকে সর্বোত্তম আখ্যায়িত করে বলেন, لَا صَوْمَ فَوْقَ صَوْمِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ 'দাউদ (আঃ)-এর ছিয়াম সর্বোত্তম। তা হচ্ছে অর্ধেক বছর। (সুতরাং) একদিন ছিয়াম পালন করো ও একদিন ছেড়ে দাও'^{১৩}

অপর বর্ণনায় আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ ، كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ ، 'আল্লাহ তা'আলার নিকটে সর্বাধিক পসন্দনীয় ছালাত হ'ল দাউদ (আঃ)-এর ছালাত এবং সর্বাধিক পছন্দনীয় ছিয়াম ছিল দাউদ (আঃ)-এর ছিয়াম। তিনি অর্ধরাত্রি পর্যন্ত ঘুমাতে। অতঃপর এক তৃতীয়াংশ ছালাতে কাটাতেন এবং শেষ ষষ্ঠাংশে নিদ্রা

১২. মুসলিম হা/১১৬২; মিশকাত হা/২০৪৪।

১৩. বুখারী হা/১৯৮০।

যেতেন। তিনি একদিন অন্তর একদিন ছিয়াম রাখতেন। শত্রুর মোকাবিলায় তিনি কখনো পশ্চাদপসরণ করতেন না'^{১৪}

৫. ঈসা (আঃ)-এর ছিয়াম :

ঈসা (আঃ)-এর জন্মের পূর্বে মাতা মারিয়াম (আঃ)-এর ছিয়াম পালনের যে বর্ণনা পাওয়া যায়। তা এমন ছিল, তৎকালীন ছিয়াম পালন অবস্থায় মানুষের সাথে কথা বলার উপর নিষেধাজ্ঞা ছিল। আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলা বলেন, فَأِمَّا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أَكَلِمَ. (হে মারিয়াম) আর যদি তুমি কোন লোক দেখতে পাও, তবে তুমি বলে দাও, আমি দয়াময় আল্লাহর জন্য ছিয়াম মানত করেছি। অতএব আমি কোন মানুষের সাথে কথা বলব না' (মারিয়াম ১৯/২৬)। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনু কাছীর (মৃত ৭৭৪ হিঃ) বলেন, المراد أنهم كانوا إذا صاموا 'উক্ত আয়াতের দ্বারা উদ্দেশ্য হ'ল, তারা যখন ছিয়াম রাখত তাদের শরী'আত মোতাবেক তাদের উপর খানা-পিনা ও কথাবার্তা হারাম হয়ে যেত'^{১৫} তবে আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) বলেন, এখানে صوم দ্বারা কথাবার্তা না বলা উদ্দেশ্য ছিল। ছিয়াম উদ্দেশ্য নয়।^{১৬} কারণ আলী ইবনে আবি তালিব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لَا يُتَمَّ بَعْدَ

احتلام ولا صمات يوم إلى الليل. 'সন্তান সাবালক হওয়ার পর পিতা মারা গেলে তাকে ইয়াতীম বলা হবে না এবং সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মৌনতা অবলম্বন করা কোন ইবাদত নয়'^{১৭} এটা মারিয়াম (আঃ)-এর মৌনতা অবলম্বনে ছিয়াম ছিল। পক্ষান্তরে নিঃসন্তান যাকারিয়া (আঃ)-কে সন্তান দানের নিদর্শন হিসাবে আল্লাহ তাকে বলেন, آيُتِكَ الْأُنْكَلَمُ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا 'তোমার জন্য

১৪. মুত্তাফাকু আলাইহ, মিশকাত হা/১২২৫।

১৫. তাফসীর ইবনু কাছীর ৫/২২৫ পৃঃ।

১৬. তদেব।

১৭. আবু দাউদ হা/২৮৭৩।

নিদর্শন এই যে, তুমি লোকদের সাথে একটানা তিন দিন কথা বলবে না' (মোরিয়াম ১৯/১০)। এতে বুঝা যায় যে, বিগত যুগে চুপ থেকে বা কথা না বলে মৌনতা অবলম্বনে বিরত থাকার নাম ছিল ছিয়াম পালন।

বিগত নবী-রাসূলগণের উম্মতের উপর ছিয়াম বিধান চালু ছিল। কিন্তু তাদের ছিয়াম পালনের প্রকৃতি ও পদ্ধতিতে ভিন্নতা ছিল। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ 'যেমন ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপরে (বাক্বারাহ ২/১৮৩)

উপরোক্ত আয়াতের তাফসীরে ইমাম কুরতুবি (মৃত ৬৭১ হিঃ) খ্রীষ্টানদের ছিয়াম সম্পর্কে বলেন, عن دغفل بن حنظلة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان على النصارى صوم شهر فمرض رجل منهم فقالوا : لئن شفاه الله لتريدن عشرة، ثم كان آخر فأكل لحما فأوجع فاه ، فقالوا : لئن شفاه الله لتريدن سبعة، ثم كان ملك آخر فقالوا : لنتمن هذه السبعة الأيام ونجعل صومنا في الربيع ، فصار خمسين.

'দাগফাল ইবনু হানযালা রাসূল (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, খ্রীষ্টানদের উপর উপর একমাস ছিয়াম ফরয ছিল। তাদের বাদশাহ অসুস্থ হ'লে তারা বলল, যদি আল্লাহ তাকে সুস্থতা দান করেন তাহলে আমরা দশদিন বেশি ছিয়াম পালন করব। অতঃপর আরেকজন বাদশাহ আসন গ্রহণ করল। গোশত খাওয়ার কারণে তার মুখে একপ্রকার রোগ হ'ল। আবার তারা বলল, যদি আল্লাহ তাকে সুস্থতা দান করেন, তাহলে আমরা আরও সাতদিন বেশি ছিয়াম রাখব। আরেকজন বাদশাহ সিংহাসনে বসে বললেন, আমরা আর তিনদিন ছাড়ব কেন? আমরা উক্ত ছিয়ামগুলো বসন্তে পালন করব। এভাবে খ্রীষ্টানদের ছিয়ামের সংখ্যা পঞ্চাশের কোঠায় পৌঁছায়'।^{১৮}

অন্যত্র উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় আধুনিক যুগের অন্যতম আলেমেদ্বীন মুহাম্মাদ ছালেহ আল-উছায়মীন (মৃত ১৪২১ হিঃ) বলেন, عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَيُّ مَنْ

الأمم السابقة يعم اليهود والنصارى ومن قبلهم كلهم كتب عليهم الصيام. 'তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরয করা হয়েছিল এর অর্থ হ'ল, ইহুদী-খ্রীষ্টান ও তাদের পূর্ববর্তী সকল উম্মতের উপর ফরয করা হয়েছিল। তবে সময় ও সংখ্যার দিক দিয়ে আমাদের ছিয়ামের ন্যায় হওয়া আবশ্যিক নয়'।^{১৯}

ছাহাবী ও তাবেঈদের পক্ষ থেকে কিছু আছার এসেছে। যেমন মু'আয বিন জাবাল (রাঃ) বলেন, ইহুদী-খ্রীষ্টানদের উপর প্রতি মাসে তিনটি করে ও আশুরার ছিয়াম ফরয ছিল। আর ছিয়ামগুলো মুসলমানেরা মদীনা আসার পূর্ব পর্যন্ত বরং মদীনাতে গিয়েও ১৭ বা ১৯ মাস পালন করেছেন। রাসূল (ছাঃ) মদীনায় হিজরত করলে ঐগুলো নফল হিসাবে থেকে যায় এবং রামাযানের ছিয়াম ফরয করা হয়।^{২০} সুতরাং আত্মসংযমী ইবাদত ছিয়াম মানব জাতির জন্য যুগে যুগে ভিন্ন পদ্ধতিতে পালন করার বিধান চালু ছিল।

৬. মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উম্মতের ছিয়াম :

ইসলামে ছিয়াম ফরয হওয়ার পূর্ব থেকেই ইহুদী, নাহারা ও মক্কার কুরায়েশরা এদিন ছিয়াম রাখায় অভ্যস্ত ছিল। আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) নিজে ও তাঁর হুকুম মতে সকল মুসলমান আশুরার একদিন ছিয়াম রাখতেন (শরহ নব্বী)। দ্বিতীয় হিজরীতে উম্মাতে মুহাম্মাদীর ছিয়াম ফরয হয় এবং বিগত ছিয়াম নফল হিসেবে পরিগণিত হয়।

ক. রামাযান মাসের ফরয ছিয়াম :

রামাযানের ছিয়াম আল্লাহর পক্ষ হ'তে তাঁর বান্দাদের জন্য একটি বিশেষ নে'মত। ছিয়াম আমাদের ওপর ফরয হওয়া সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ 'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর ছিয়াম ফরয করা হয়েছে,

১৯. মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন, তাফসীরুল কুরআন লিল উছায়মীন ৪/২৫৭ পৃঃ।

২০. হাকেম হা/৩০৮৫; আহমাদ হা/২২১৭৭; ইরওয়া।

১৮. তাফসীরে কুরতুবি ২/২৭৪ পৃঃ।

যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপরও ফরয করা হয়েছিল, যাতে তোমরা তাকুওয়া অবলম্বন করতে পার' (বাক্বারাহ ২/১৮৩)।

একজন ব্যক্তির জন্য কতটুকু ছিয়াম ফরয সে সম্পর্কে জনৈক বেদুঈন এসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, شَهْرٌ مِنَ الصَّيَّامِ فَقَالَ : شَهْرٌ مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنَ الصَّيَّامِ فَقَالَ : شَهْرٌ 'আমার উপরে আল্লাহ ছিয়ামের কতটুকু ফরয করেছেন? জবাবে তিনি বললেন, রামায়ান মাসের ছিয়াম'।^{২১}

ফরয ছিয়াম পালনের অফুরন্ত প্রতিদানও মহান আল্লাহর নিকটে রয়েছে। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, হাদীছে কুদসীতে আল্লাহ কَلُّ عَمَلٍ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصَّيَّامَ ، فَإِنَّهُ لِي ، وَأَنَا أُجْزَى بِهِ . 'আলা বলেছেন, وَالصَّيَّامُ جَنَّةٌ ، وَإِذَا كَانَ يَوْمٌ صَوْمٍ أَحَدِكُمْ ، فَلَا يَرُفْتُ وَلَا يَصْحَبُ ، فَإِنَّ سَأْبَهُ أَحَدٌ ، أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيُقْلُ إِنِّي أَمْرٌ صَائِمٌ . وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفٌ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ ، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا إِذَا أَفْطَرَ فَرَحَ ، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرَحَ بِصَوْمِهِ .

'ছিয়াম ব্যতীত আদম সন্তানের প্রতিটি কাজই তার নিজের জন্য, কিন্তু ছিয়াম একমাত্র আমার জন্য। সুতরাং আমি এর প্রতিদান দেব। ছিয়াম ঢাল স্বরূপ। তোমাদের কেউ যেন ছিয়াম পালনের দিন অশ্লীলতায় লিপ্ত না হয় এবং ঝগড়া-বিবাদ না করে। যদি কেউ তাকে গালি দেয় অথবা তার সঙ্গে ঝগড়া করে, তাহলে সে যেন বলে, আমি ছায়িম। যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ, তাঁর শপথ! অবশ্যই ছায়িমের মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট মিস্কের গন্ধের চাইতেও সুগন্ধি। ছায়িমের জন্য রয়েছে দু'টি খুশী যা তাকে খুশী করে। যখন সে ইফতার করে, সে খুশী হয় এবং যখন সে তার রবের সাথে সাক্ষাৎ করবে, তখন ছিয়ামের বিনিময়ে আনন্দিত হবে'।^{২২}

২১. বুখারী হা/১৮৯১।

২২. বুখারী হা/১৯০৪; মুসলিম হা/১১৫১।

আর রামায়ান মাস রহমত, বরকত ও মাগফিরাতে পরিপূর্ণ এ মাস। মহান আল্লাহ কর্তৃক বান্দার উপর যে সমস্ত ইবাদত ফরয করা হয়েছে সেগুলি যথাযথভাবে আদায় করা জাহান্নাম থেকে মুক্তির অন্যতম উপায়।

ছালাত, ছিয়াম, যাকাত ও হজ্জ প্রভৃতি। তন্মধ্যে ফরয ছিয়াম আল্লাহর আযাবের ঢালস্বরূপ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, الصَّيَّامُ جَنَّةٌ مِنَ النَّارِ كَجَنَّةٍ 'ছিয়াম আল্লাহর আযাব হ'তে পরিত্রাণের

ঢালস্বরূপ, তোমাদের কারো যুদ্ধে ব্যবহৃত ঢালের ন্যায়'।^{২৩} ফরয ছিয়াম পালনের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ করা যায়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য একদিন ছিয়াম পালন করবে, আল্লাহ জাহান্নামকে তার নিকট হ'তে সত্তর বছরের পথ দূরে করে দিবেন'।^{২৪} তিনি আরো বলেন,

'যে ব্যক্তি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে একদিন ছিয়াম পালন করবে, আল্লাহ তার নিকট হ'তে জাহান্নামকে একশত বছরের পথ দূরে করে দিবেন'।^{২৫}

অন্যত্র তিনি বলেন, مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ جَعَلَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ خَنْدَقًا 'যে ব্যক্তি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে একদিন ছিয়াম পালন করবে, আল্লাহ তার মাঝে এবং জাহান্নামের মাঝে একটি গর্ত খনন করবেন, যার ব্যবধান হবে আসমান-যমীনের ব্যবধানের সমান'।^{২৬}

খ. নফল ছিয়াম সমূহ :

নফল ছিয়াম সারা বছর ধরেই পালন করা যায়। নফল ছিয়াম পালনে ঈমানের দীপ্ততা ও তীক্ষ্ণতা বৃদ্ধি পায়। আল্লাহর নৈকট্য হাছিলের জন্য ফরয ইবাদত সমূহ প্রতিপালন করার পাশাপাশি সুন্নাত ও নফল ইবাদত সমূহও একজন

২৩. ইবনু মাজাহ হা/১৬৩৯; নাসাঈ হা/২২৩০-২২৩১; ছহীছল জামে' হা/৩৮-৭৯; সনদ হাসান।

২৪. বুখারী হা/২৮৪০; মিশকাত হা/২০৫৩; ছহীছল জামি' হা/৬৩৩২।

২৫. নাসাঈ হা/২২৫৪; ছহীছল জামি' হা/৬৩৩০; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৫৬৫; হাসান ছহীহ।

২৬. তিরমিযী হা/১৬২৪; মিশকাত হা/২০৬৪; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৫৬৩; হাসান ছহীহ।

মুসলিমকে আল্লাহর অধিক নৈকট্যশীল বান্দায় পরিণত করে। তাছাড়া ক্রিয়ামতের দিন যখন আমলনামা হালকা হবে তখন নফল ইবাদত দিয়ে তা পূর্ণ করা হবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَىَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لِأَعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لِأُعِيذَنَّهُ وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدَّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ.

‘আমি যেসব বিষয় ফরয করেছি, তার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অনুসন্ধানের চাইতে প্রিয়তর আমার নিকটে আর কিছু নেই। বান্দা নফল ইবাদত সমূহের মাধ্যমে সর্বদা আমার নৈকট্য হাছিলের চেষ্টায় থাকে, যতক্ষণ না আমি তাকে ভালবাসি। অতঃপর যখন আমি তাকে ভালবাসি, তখন আমিই তার কান হয়ে যাই যা দিয়ে সে শ্রবণ করে, চোখ হয়ে যাই যা দিয়ে সে দেখে, হাত হয়ে যাই যা দিয়ে সে ধরে, পা হয়ে যাই যা দিয়ে সে চলাফেরা করে। তখন সে যদি আমার কাছে কিছু চায় তখন অবশ্যই আমি তাকে দান করে থাকি। যদি সে আমার নিকট আশ্রয় ভিক্ষা করে, আমি তাকে অবশ্যই আশ্রয় দিয়ে থাকি। আমি কোন কাজ করতে চাইলে তা করতে কোন দ্বিধা করি না, যতটা দ্বিধা করি মুমিন বান্দার প্রাণ নিতে। সে মৃত্যুকে অপসন্দ করে আর আমি তার বেঁচে থাকাকে অপসন্দ করি’।^{২৭}

বান্দা মৃত্যুকে অপসন্দ করে অথচ আল্লাহ তা‘আলা বলেন, يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ، ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً - فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ، وَادْخُلِي فِي جَنَّاتِي . ‘হে প্রশান্ত আত্মা! তুমি চলে এসো তোমার প্রতিপালকের সন্তুষ্টির দিকে সন্তুষ্ট চিত্তে। অতঃপর আমার সৎকর্মশীল বান্দাদের মধ্যে প্রবেশ করো এবং প্রবেশ করো জান্নাতে’ (ফজর ৮৯/২৭-৩০)। ‘নফল ছিয়াম পালনকারী ইচ্ছা করলে সে ছিয়াম রাখতে পারে, ইচ্ছা করলে ছেড়ে দিতে পারে’।^{২৮}

১. শাওয়ালের ছয়টি ছিয়াম :

২৭. বুখারী হা/৬৫০২; মিশকাত হা/২২৬৬।

২৮. তিরমিযী হা/৭৩২; হাকেম হা/১৫৯৯; মিশকাত হা/২০৭৮।

রামায়ানের ফরয ছিয়াম পালনের পরে শাওয়াল মাসের ছয়টি নফল ছিয়াম পালন করা সুন্নাত। কারণ এই ছয়টি ছিয়াম সারা বছরের ছিয়াম পালনের ছওয়াব হয় মর্মে আবু আউযুব আল-আনছারী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ . ‘যে ব্যক্তি রামায়ানের ছিয়াম পালন করতঃ শাওয়াল মাসের ছয়টি ছিয়াম পালন করল, সে যেন সারা বছর ছিয়াম পালন করল’।^{২৯}

অন্য হাদীছে এক বছরের হিসাব রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এভাবে বলেন, مَنْ صَامَ مِنْ صِيَامِ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ بِعَدِّ الْفِطْرِ كَانَ تَمَامَ السَّنَةِ ‘যে ব্যক্তি ঈদুল ফিতরের পর ছয় দিন ছিয়াম পালন করল, তার পূর্ণ বছর ছিয়াম পালনের সমতুল্য’। কেননা, আল্লাহ তা‘আলা বলেন, مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَثْمَالِهَا , ‘কেহ ভাল কাজ করলে, সে তার দশ গুণ প্রতিদান পাবে’ (আনআম ৬/১৬০)।^{৩০} অর্থাৎ, রামায়ানের একমাস ছিয়াম (১০ গুণ নেকী ধরলে) ১০ মাসের সমান এবং (শাওয়ালের) ছয়টি ছিয়াম দু’মাসের সমান’।^{৩১}

ছিয়াম পালনের ফযীলত সম্পর্কে হাদীছে এসেছে, আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَعَدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا . ‘যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে একটি ছিয়াম পালন করবে, আল্লাহ তার চেহারাকে জাহান্নামের আগুন হ'তে ৭০ বছরের পথ দূরে রাখবেন’।^{৩২} অন্য বর্ণনায় ১০০ বছরের পথ দূরে রাখবেন বলা হয়েছে।^{৩৩}

২. জিলহজ্জ মাসের প্রথম দশকের ছিয়াম :

২৯. মুসলিম হা/১১৬৪; মিশকাত হা/২০৪৭; তিরমিযী হা/৭৫৯; হাসান ছহীহ।

৩০. ইবনু মাজাহ হা/১৭১৫; ছহীছল জামি‘ হা/৬৩২৮।

৩১. ইবনু মাজাহ হা/১৭১৫; ইরওয়া ৪/১০৭ পৃঃ হা/৯৫০-এর আলোচনা।

৩২. মুত্তাফাকু আলাইহ, মিশকাত হা/২০৫৩; ছহীছল জামি‘ হা/৬৩৩২।

৩৩. সিলসিলা ছহীহাহ হা/২২৬৭, ২৫৬৫।

নফল ছিয়ামের মধ্যে যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশক ছিয়ামের মর্যাদা সবচেয়ে বেশী। যিলহজ্জের প্রথম দশকের আমলের ফযীলত সম্পর্কে আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرَةِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ. 'যিলহজ্জ মাসের ১ম দশকের সৎকর্মের চাইতে প্রিয়তর কোন সৎকর্ম আল্লাহর নিকটে নেই। ছাহাবায়ে কেবলম বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর রাস্তায় জিহাদও কি নয়? তিনি বললেন, জিহাদও নয়। তবে ঐ ব্যক্তি, যে তার জান ও মাল নিয়ে বেরিয়েছে, আর ফিরে আসেনি (শাহাদাত বরণ করেছে)'।^{৩৪}

যিলহজ্জের প্রথম দশকের আমলের গুরুত্ব সম্পর্কে ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, 'যিলহজ্জের প্রথম দশক এত তাৎপর্যমণ্ডিত হওয়ার কারণ হ'ল, ছালাত, ছিয়াম, ছাদাক্বাহ, হজ্জসহ শরী'আতের মূল ইবাদতগুলোর সমাবেশ ঘটে এই দশকে'।^{৩৫} অন্যত্র, যিলহজ্জের প্রথম দশক উত্তম নাকি রামায়ানের শেষ দশকের আমল উত্তম' এমন প্রশ্নের জওয়াবে ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, 'রামায়ানের শেষ দশ দিনের চেয়ে যিলহজ্জের প্রথম দশ দিনের আমল শ্রেষ্ঠ। আর যিলহজ্জের দশ রাতের চেয়ে রামায়ানের শেষ দশ রাতের ইবাদত শ্রেষ্ঠ'।^{৩৬}

উল্লেখ্য যে, মা আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত ছহীহ মুসলিমের হাদীছে এসেছে যে, 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে যিলহজ্জের ১ম দশকে কোন ছিয়াম পালন করতে দেখিনি'।^{৩৭} এই হাদীছের ব্যাখ্যায় বিদ্বানগণ বলেন, বর্ণনাকারী আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট থাকাকালীন হয়ত তিনি ছিয়াম পালন করেননি।^{৩৮} ইমাম

৩৪. বুখারী হা/৯৬৯; মিশকাত হা/১৪৬০; আব্দাউদ হা/২৪৩৮; তিরমিযী হা/৭৫৭।

৩৫. ফাৎহুল বারী ২/৫৩৪।

৩৬. মাজমু' ফাতাওয়া ইবনে তায়মিয়াহ ২৫/১৫৪।

৩৭. মুসলিম হা/২৭৮১-৮২।

৩৮. মিরকাত ৪/১৪১৩; মির'আত ৫/৮৯।

নববী বলেন, সফর বা অন্য কোন কারণে হয়ত আয়েশা (রাঃ) এটা দেখেননি। তবে এর দ্বারা এ সময় ছিয়াম পালন অসিদ্ধ প্রমাণিত হয় না।^{৩৯}

৩. আরাফাহ দিবসের ছিয়াম :

নফল ছিয়ামের মধ্যে আরাফার দিবসের ছিয়ামের মর্যাদা সবচেয়ে বেশী। ফযীলতপূর্ণ হাদীছগুলো নিম্নে তুলে ধরা হলো-

(১) আবু কাতাদাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, كُلُّهُ صِيَامٌ يَوْمٌ. 'যে ব্যক্তি আরাফার দিনের ছিয়াম পালন করবে আল্লাহ তা'আলা তার এক বছর আগের এবং এক বছর পরের গুণাহ মাফ করে দিবেন'।^{৪০}

(২) আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْهُ عَرَفَةَ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ. 'আরাফার দিন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর বান্দাদের এত অধিক সংখ্যক জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন, যা অন্য দিনে দেন না। তিনি এ দিনে বান্দাদের নিকটবর্তী হন ও তাদের নিয়ে ফেরেশতাদের কাছে গর্ব করে বলেন, তোমরা কি বলতে পার আমার এ বান্দারা আমার কাছে কি চায়?'^{৪১}

(৩) আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলে কারীম (ছাঃ) বলেন, إِذَا كَانَ يَوْمٌ عَرَفَةَ، إِنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَيُباهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ، فَيَقُولُ : انظُرُوا إِلَى عِبَادِي أَتَوْنِي شُعْنًا غُبْرًا. 'যখন আরাফার দিন হয়, তখন আল্লাহ দুনিয়ার আসমানে নেমে আসেন। অতঃপর তিনি আরাফায় অবস্থানকারীদের নিয়ে ফেরেশতাদের নিকটে গর্ব করেন। আল্লাহ বলেন, আমার এ সকল

৩৯. তদেব।

৪০. মুসলিম হা/১১৬২; মিশকাত হা/২০৪৪।

৪১. মুসলিম হা/১৩৪৮; মিশকাত হা/২৫৯৪; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৫৫১।

বান্দাদের দিকে চেয়ে দেখ। তারা এলোমেলো কেশ ও ধূলায় ধূসরিত হয়ে আমার কাছে এসেছে।^{৪২}

(৪) আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘সবচেয়ে উত্তম দো‘আ হ’ল আরাফাহ দিবসের দো‘আ। আর সর্বশ্রেষ্ঠ কথা যা আমি বলি ও আমার পূর্ববর্তী নবীগণ বলেছেন তা হ’ল- لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ - وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.’^{৪৩} ‘আল্লাহ ব্যতীত সত্যিকার কোন মা‘বুদ নেই, রাজত্ব তাঁরই, সকল প্রশংসা তাঁরই প্রাপ্য এবং তিনি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান’^{৪৪}

উপরোক্ত হাদীছগুলোতে আরাফাত দিবসের ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে। ৯ জিলহজ্জ তারিখের কথা বলা হয় নাই। যুক্তির খাতিরে ধরে নিলাম আরাফাতের দিন ৯ জিলহজ্জ, কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বার বার আরাফাতের দিনের কথা বলেন ৯ জিলহজ্জের কথা বলেন নাই। তাছাড়া আরাফাতের দিন ব্যতীত উক্ত ফযীলত বান্দা পাবেন না। কারণ আরাফাত দিবস তাকে বলে যে দিন হাজীগণ আরাফাতের মাঠে উপস্থিত থাকেন এবং হজ্জ সম্পন্ন করে থাকেন। রাসূল (ছাঃ) বারংবার দিবসের কথা উল্লেখ করেছেন, তারিখের কথা বলেন নাই।

যারা এই হাদীছ দিয়ে বলছেন যে, ছিয়াম চাঁদের সাথে সম্পর্কিত তা ঠিক। কারণ ছিয়াম ও ঈদের বিধান চাঁদ দেখার সাথে সম্পর্কিত, স্থানের সাথে নয়।^{৪৫} কিন্তু যেখানে স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে রাসূল (ছাঃ) বার বার আরাফাতের দিবসের কথা বলছেন সেখানে তারিখ নয় স্থান যুক্ত একটি বিশেষ দিবসের কথা উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া এই হাদীছ থেকে বর্ণনা করি যে, আবু উমামাহ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, يَوْمَ عَرَفَةَ وَيَوْمَ النَّحْرِ وَيَوْمَ التَّشْرِيقِ. ‘আরাফাহ দিবস, কুরবানীর দিন ও আইয়ামে তাশরীক (কুরবানী পরবর্তী তিন দিন) আমাদের ইসলামের অনুসারীদের ঈদের দিন। আর এ দিনগুলো খাওয়া-দাওয়ার দিন’^{৪৬}

৪২. আহমাদ, ইবনু মাজাহ হা/৮১; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৬৬১; মিশকাত হা/২৬০১।

৪৩. তিরমিযী হা/২৮৩৭; মিশকাত হা/২৫৯৮; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৫৩৬।

৪৪. বুখারী হা/১৯০৯; মুসলিম হা/১০৮০; মিশকাত হা/১৯৭০।

৪৫. আব্দাউদ হা/২৪১৯; তিরমিযী হা/৭৭৩; নাসাঈ হা/৩০০৪; সনদ ছহীহ।

এই হাদীছের ভাষ্যমতে আরাফাতের দিনে ছিয়াম রাখা কি নিষেধ (?) হাদীছটি তাদের জন্য ‘যারা আরাফাতের বাইরে থাকেন তাদের জন্য। কেননা হজ্জের দিন হাজী ছাহেবদের জন্য ছিয়াম রাখা নিষিদ্ধ’।^{৪৭} হাদীছে ছিয়াম পালনের জন্য যেমন কোন তারিখ উল্লেখ করা হয়নি, তেমন দেশ অনুপাতে চাঁদ দেখারও হিসাব করা হয়নি। বরং বলা হয়েছে ‘আরাফাতের দিন’ ছিয়াম রাখতে। সেকারণ মক্কায় যেদিন আরাফাতের দিন হবে, সেদিন আরাফাতের দিনে ছিয়াম পালন করতে হবে। অর্থাৎ আরাফাতের দিবস সউদী আরবে ৯ তারিখে হ’লে অন্যান্য দেশে তা ৯ তারিখে হবে, এই ধারণা সঠিক নয়। বরং পৃথিবীর অন্যান্য প্রান্তে তারিখের ভিন্নতা হওয়াই স্বাভাবিক। তবে সউদী আরবে যেদিন আরাফাত হবে সেদিনই ছিয়াম পালন করতে হবে, অন্য দেশের তারিখ যাই হোক না কেন। আর রাসূল (ছাঃ) দিবসের সাথে সম্পর্কিত ছিয়ামের কথাও বলেছেন। যেমন সোমবার ও বৃহস্পতিবারের ছিয়াম। এরপরেও যদি কেউ সন্দেহমুক্ত থাকতে চান, তিনি যিলহজ্জ মাসের ১ থেকে ৯ তারিখ পর্যন্ত ৯টি ছিয়াম রাখবেন। মূলকথা, আরাফাতের ছিয়াম দিনের সাথে সম্পৃক্ত, তারিখের সাথে নয়।

৪. মুহাররম মাসের ও আশুরার ছিয়াম :

মুহাররম মাসের ছিয়ামের ফযীলতের বিষয়ে আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمِ وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ. রামায়ান মাসের পর সর্বোত্তম ছিয়াম হ’ল আল্লাহর মাস মুহাররমের ছিয়াম। আর ফরয ছালাতের পর সর্বোত্তম ছালাত হ’ল রাতের ছালাত।^{৪৮}

আশুরায় মুহাররমের ছিয়াম পালন করা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘আল্লাহ আশুরার ছিয়াম পালনকারীর পূর্বের এক বছরের পাপ মোচন করে দিবেন।^{৪৯}

এছাড়াও তিনি বলেন, مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَعَدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ.

৪৬. মির‘আত ৭/৬১।

৪৭. মুসলিম হা/১১৬৩; মিশকাত হা/২০৩৯।

৪৮. আব্দাউদ হা/২৪২৫।

‘যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে একটি ছিয়াম রাখবে, তাকে জাহান্নাম থেকে আল্লাহ সত্ত্বর বছরের পথ দূরে রাখবেন’।^{৪৯}

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায়ে এসে ইহুদীদেরকে আশুরার ছিয়াম পালন করতে দেখে এর কারণ জানতে চাইলে তারা বলল, هَذَا يَوْمٌ صَلَّحَ هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللَّهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ فَصَامَهُ، ‘এই দিন উত্তম দিন। এই দিনে আল্লাহ তা’আলা বনী ইসরাঈলকে

তাদের শত্রুদের কবল থেকে মুক্তি দান করেছিলেন, ফলে মূসা (আঃ) এই দিনে ছিয়াম পালন করেছেন’। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى .

‘আমি তোমাদের চেয়ে মূসা (আঃ)-এর (আদর্শের) অধিক হক্কদার। অতঃপর তিনি এ দিনে ছিয়াম পালন করেন এবং ছিয়াম পালনের নির্দেশ দেন’।^{৫০} অন্যত্র, ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, ‘আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে আশুরার ছিয়ামের ন্যায় অন্য কোন ছিয়ামকে এবং এই মাস অর্থাৎ রামায়ান মাসের ন্যায় অন্য কোন মাসকে প্রাধান্য দিতে দেখিনি’।^{৫১}

২য় হিজরী সনে রামায়ান মাসের ছিয়াম ফরয করা হ’লে রাসূল (ছাঃ) এই নির্দেশ শিথিল করে দেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) প্রথমে আশুরার ছিয়াম পালনের নির্দেশ দেন। পরে যখন রামায়ান মাসের ছিয়াম ফরয করা হয় তখন আশুরার ছিয়াম ছেড়ে দেয়া হ’ল। যার ইচ্ছা সে পালন করত, যার ইচ্ছা সে ছেড়ে দিত।^{৫২}

আশুরার ছিয়াম একদিন ছিল। কিন্তু রাসূল (ছাঃ) ইহুদীদের বিরোধীতা করে বলেন, صَوْمُوا يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَخَالِفُوا الْيَهُودَ وَصَوْمُوا قَبْلَهُ يَوْمًا أَوْ بَعْدَهُ يَوْمًا. ‘তোমরা আশুরার ছিয়াম রাখ এবং ইহুদীদের বিপরীত করো। তোমরা আশুরার সাথে তার

৪৯. বুখারী হা/২৮৪০; মুসলিম হা/১১৫৩; মিশকাত হা/২০৫৩; ছহীছল জামি’ হা/৬৩৩২।

৫০. বুখারী হা/২০০৪।

৫১. বুখারী হা/২০০৬।

৫২. বুখারী হা/২০০২, ২/৩৭৬ পৃঃ।

পূর্বে একদিন অথবা পরে একদিন ছিয়াম পালন কর’।^{৫৩} অন্যত্র, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, ‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন আশুরার দিন ছিয়াম পালন করেন এবং লোকদেরকে ছিয়াম পালনের নির্দেশ দেন, তখন ছাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ইহুদী-নাছারা এ দিনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে থাকে। এ কথা শুনে রাসূল (ছাঃ) বলেন, ইনশাআল্লাহ আগামী বছর আমরা নবম তারিখেও ছিয়াম পালন করব। বর্ণনাকারী বলেন, আগামী বছর আসার পূর্বেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মৃত্যুবরণ করেন’।^{৫৪} সুতরাং আশুরার ছিয়াম মুহাররমের ৯, ১০ অথবা ১০, ১১ তারিখে রাখা যায়। তবে ৯, ১০ তারিখে রাখাই সর্বোত্তম।^{৫৫} এ ছিয়ামের ফযীলত প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْسَبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ. ‘আশুরার ছিয়াম সম্পর্কে আমি আল্লাহর নিকটে আশা রাখি যে, উহা বিগত এক বছরের পাপ মোচন করে দিবে’।^{৫৬}

৫. শা’বান মাসের ছিয়াম :

শা’বানের ছিয়াম রামায়ান মাসের ফরয ছিয়ামের প্রস্তুতিমূলক ছিয়ামও বলা হয়। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রামায়ানের ফরয ছিয়ামের পর শা’বান মাসেই একটানা নফল ছিয়াম পালন করতেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন, فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرِ إِلَّا رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ. ‘আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে রামায়ান মাস ব্যতীত অন্য কোন মাসে পুরো মাস ছিয়াম রাখতে দেখিনি। আর শা’বান মাসের চেয়ে অন্য কোন মাসে এত অধিক ছিয়াম রাখতে দেখিনি’।^{৫৭} তিনি আরো বলেন, لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ شَهْرًا أَكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ

৫৩. বায়হাক্বী হা/১৪১৬, ৪/২৮৭ পৃঃ।

৫৪. মুসলিম হা/১১৩৪, আবু দাউদ হা/২৪৪৫; ছহীহ হাদীছ।

৫৫. আশুরায়ে মুহাররম ও আমাদের করণীয় (হা.ফা.বা.), পৃঃ ৩, টীকা-৮ দ্রঃ।

৫৬. মুসলিম হা/১১৬২; মিশকাত হা/২০৪৪।

৫৭. বুখারী হা/১৯৬৯; নাসাঈ হা/২৩৫১; বঙ্গনুবাদ মিশকাত হা/১৯৩৮।

شَعْبَانَ كُلَّهُ. ‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) শা‘বান মাসের চেয়ে অধিক ছিয়াম কোন মাসে পালন করতেন না। তিনি পুরো শা‘বান মাসই ছিয়াম পালন করতেন’।^{৫৮} তিনি আরো বলেন, مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ كَانَ يَصُومُهُ إِلَّا قَلِيلًا بَلْ كَانَ يَصُومُهُ كُلَّهُ. ‘শা‘বান মাসের মত আর কোন মাসে এত অধিক নফল ছিয়াম রাখতে আমি রাসূল (ছাঃ)-কে দেখিনি। এ মাসের কিছু ব্যতীত বরং পুরো মাসই তিনি ছিয়াম রাখতেন’।^{৫৯} অন্যত্র, উম্মু সালামা (রাঃ) বলেন, مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ إِلَّا شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ. ‘নবী করীম (ছাঃ)-কে শা‘বান ও রামায়ান ব্যতীত একাধারে দুই মাস ছিয়াম পালন করতে দেখিনি’।^{৬০}

শা‘বান মাসের কয়েকদিন ব্যতীত ছিয়াম পালন করা রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য খাছ ছিল। উম্মতের জন্য তিনি প্রথম অর্ধাংশ পসন্দ করেছেন। তিনি বলেন, إِذَا كَانَ النَّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَلَا صَوْمَ حَتَّى يَحِيَّ رَمَضَانَ. ‘শা‘বান মাসের অর্ধেক অতিবাহিত হওয়ার পর থেকে রামায়ান না আসা পর্যন্ত আর কোন ছিয়াম নেই’।^{৬১} তবে কেউ ছিয়াম রাখতে অভ্যস্ত হ’লে সে রাখতে পারে।

৬. সোমবার ও বৃহস্পতিবার ছিয়াম :

নফল ছিয়ামের মধ্যে প্রতি সপ্তাহে সোমবার ও বৃহস্পতিবার ছিয়াম পালন করা অন্যতম। নবী করীম (ছাঃ) নিয়মিতভাবে সোমবার ও বৃহস্পতিবার ছিয়াম পালন করতেন। এসম্পর্কে আয়েশা (রাঃ) বলেন, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَحَرَّى صِيَامَ الْإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ. ‘নবী (ছাঃ) সোমবার ও

৫৮. বুখারী হা/১৯৭০।

৫৯. তিরমিযী হা/৬৩৭, সনদ হাসান ছহীহ।

৬০. তিরমিযী হা/৬৩৬; সনদ ছহীহ।

৬১. তিরমিযী হা/৭৩৮; ইবনু মাজাহ হা/১৬৫১; সনদ ছহীহ।

বৃহস্পতিবার সিয়াম পালনের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করতেন’।^{৬২} অন্য হাদীছে এসেছে, আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘সোমবার ও বৃহস্পতিবার আমল সমূহ পেশ করা হয়। তাই আমি পছন্দ করি ছিয়াম অবস্থায় আমার আমল পেশ করা হোক’।^{৬৩} অন্যত্র, আবু কাতাদাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে সোমবারের ছিয়াম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ’লে জওয়াবে তিনি বলেন, فِيهِ وُلِدْتُ وَفِيهِ أُزِلَّ عَلَيَّ. ‘এ দিনে আমার জন্ম হয়েছে এবং এ দিনে আমাকে নবুওয়াত দেয়া হয়েছে বা আমার উপর কুরআন নাযিল শুরু হয়েছে’।^{৬৪}

৭. আইয়ামে বীযের ছিয়াম :

শারঈ পরিভাষায় ‘আইয়ামুল বীয’ অর্থ সাদা বা আলোকিত দিনসমূহ। কারণ এই তিন দিনের রজনীগুলো ফুটফুটে চাঁদের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে থাকে। আর প্রতি চন্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে ছিয়াম পালন করাকে আইয়ামে বীয বলা হয়। আবু যার (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, يَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا صُمَّتْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةٌ أَيَّامٍ فَصُمُّ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَةَ عَشْرَةَ. ‘হে আবু যার! তুমি যখন কোন মাসে তিনদিন ছিয়াম পালন করতে চাও, তাহ’লে তেরো, চৌদ্দ ও পনের তারিখে তা পালন করবে’।^{৬৫} অন্যত্র, আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, ‘আমার বন্ধু রাসূল (ছাঃ) আমাকে তিনটি বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন। আর তা হ’ল- (১) প্রতি মাসে তিনটি ছিয়াম পালন করা, (২) দু’রাক‘আত ‘ছালাতুয যোহা’ এবং (৩) ঘুমানোর পূর্বে বিতর ছালাত আদায় করা’।^{৬৬}

আইয়ামে বীযের ছিয়াম পালনের ফযীলত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, . ‘صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ. صُمْ كُلَّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ. প্রতি চন্দ্র মাসে তিনটি করে ছিয়াম, সারা বছর ধরে ছিয়াম পালনের শামিল।

৬২. ইবনু মাজাহ হা/১৭৩৯; নাসাঈ হা/২৩৬০; ছহীহ হাদীছ।

৬৩. তিরমিযী হা/২৪৭; সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/২০৫৬।

৬৪. মুসলিম হা/১১৬২; মিশকাত হা/২০৪৫; আবু দাউদ হা/২৪২৬; আহমাদ হা/২২৬০৩।

৬৫. তিরমিযী হা/৭৬১; মিশকাত হা/২০৫৭; হাসান ছহীহ।

৬৬. মুত্তাফাকু ‘আলাইহ, মিশকাত হা/২০৫৩; ছহীছল জামি’ হা/৬৩৩২।

অতএব, প্রতিমাসে তিনটি ছিয়াম পালন করো’।^{৬৭} অন্যত্র, আবু কাতাদাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ. ‘এক রামায়ান থেকে আর এক রামায়ান পর্যন্ত প্রতি মাসের তিনটি ছিয়াম একাধারে ছিয়াম পালনের সমান।’^{৬৮}

হাফেয ইবনু জারীর আত-তাবারী উপরোক্ত বর্ণনার সমন্বয় করে বলেন, ইবরাহীম (আঃ)-এর পরবর্তী সকল নবী ও তাদের অনুসারীদের প্রতি একমাস ছিয়াম পালন ফরয ছিল। আর এরও পূর্ববর্তী যারা ছিল তাদের উপর আইয়ামে বীযের তিনটি ছিয়াম ফরয ছিল’।^{৬৯}

৮. একদিন পর পর ছিয়াম :

হযরত দাউদ (আঃ) একদিন পর পর ছিয়াম পালন করতেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দাউদ (আঃ)-এর ছিয়ামকে সর্বোত্তম আখ্যায়িত করে বলেন, لَا صَوْمَ فَوْقَ. ‘দাউদ (আঃ)-এর ছিয়াম সর্বোত্তম। তা হচ্ছে অর্ধেক বছর। (সুতরাং) একদিন ছিয়াম পালন করো ও একদিন ছেড়ে দাও’।^{৭০}

অপর বর্ণনায় আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘আল্লাহ তা’আলার নিকটে সর্বাধিক পসন্দনীয় ছালাত হ’ল দাউদ (আঃ)-এর ছালাত এবং সর্বাধিক পছন্দনীয় ছিয়াম ছিল দাউদ (আঃ)-এর ছিয়াম। তিনি অর্ধরাত্রি পর্যন্ত ঘুমাতে। অতঃপর এক তৃতীয়াংশ ছালাতে কাটাতেন এবং শেষ ষষ্ঠাংশে নিদ্রা যেতেন। তিনি একদিন অন্তর একদিন ছিয়াম রাখতেন। শত্রুর মোকাবিলায় তিনি কখনো পশ্চাদপসরণ করতেন না’।^{৭১}

৬৭. বুখারী হা/১১৭৮; মুসলিম হা/১১৫৯; মিশকাত হা/২০৫৪।

৬৮. মুসলিম হা/১১৬২; মিশকাত হা/২০৪৪।

৬৯. তাফসীরে তাবারী ৩/৪১২।

৭০. বুখারী হা/১৯৮০।

৭১. মুত্তাফাকু আলাইহ, মিশকাত হা/১২২৫।

৯. বিবাহে অসামর্থ্য যুবকের ছিয়াম :

যে সকল যুবক অভাবের কারণে বিবাহ করে না। কেননা, আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা’আলা বলেন, إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ, ‘তারা অভাবগ্রস্ত হলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দিবেন; আল্লাহতো প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ’ (নূর ২৪/৩২)। উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা আব্দুল্লাহ ইবনু মাস্’উদ (রাঃ) বলেন, ‘তোমরা যদি ধনী হতে চাও, তবে বিবাহ করো’।^{৭২}

এ সম্পর্কে হাদীছে এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবনু মাস্’উদ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘হে যুবক সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যে বিবাহের সামর্থ্য রাখে সে যেন অবশ্যই বিবাহ করে। কেননা বিবাহ দৃষ্টি অবনত করে ও লজ্জাস্থানের অধিক হিফাযাত করে। আর যার সামর্থ্য নেই, সে যেন ছিয়াম রাখে। কেননা, ছিয়াম তার জন্য (যৌনচাহিদার) ঢালস্বরূপ’।^{৭৩}

‘যদি বিয়ের সামর্থ্য না থাকে তবে ছিয়াম পালন করো’-এ চিরন্তন বাণী রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এ জন্য দিয়েছেন যে, ছিয়াম পালন করলে পানাহার কমে গিয়ে যৌন প্রবৃত্তি দমিত হয়।^{৭৪} তাছাড়া অস্বাভাবিক যৌন ক্ষুধা নিয়ন্ত্রণ করে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতে, নারী-পুরুষের যৌন প্রেষণা (Sexual Motivation) নিয়ন্ত্রণ করে। অর্থাৎ রক্ত স্রোতে বেশী বেশী যৌন হরমনের উপস্থিতি নিয়ন্ত্রণ রাখে।^{৭৫}

পরিশেষে, ছিয়ামের ইতিহাস বহু পুরাতন। ছিয়াম পালনের মাধ্যমে একজন মুসলিম আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা’আলার প্রিয় বান্দা হতে পারে। আর তা রামায়ান মাস প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। যে যেমন এই মাসের প্রতি যত যত্নশীল, পরবর্তী এগারো মাস সে তেমনি সফল হবে ইন্’শা আল্লাহ।

৭২. তাফসীর মা’রেফুল কুরআন, পৃঃ ৯৩১।

৭৩. মুত্তাফাকু ‘আলাইহ, মিশকাত হা/৩০৮০; আবু দাউদ হা/২০৪৬; ইবনু মাজাহ হা/১৮৪৫; নাসাঈ হা/২২৪২; আহমাদ হা/৩৫৯২।

৭৪. মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, পরিবার ও পারিবারিক জীবন, পৃঃ ৯৪।

৭৫. মনোবিজ্ঞান- প্রেষণা অধ্যায়, পৃঃ-৬৮।

প্রশিক্ষণের মাস : রামাযান

(প্রবন্ধটি দ্বিমাসিক ‘তাওহীদের ডাক’ পত্রিকায়
৪৫তম সংখ্যা মে-জুন ২০১৮ইং-তে প্রকাশিত)

পৃথিবীতে মহান আল্লাহ মানব জাতিকে তাঁর দাসত্ব করার জন্য সৃষ্টি করেছেন। আর সঠিক পথ ও পদ্ধতিতে তাঁর ইবাদত করার জন্য মানব জাতীর প্রতি প্রেরণ করেছেন ঐশী সংবিধান পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ। এই ঐশী সংবিধান জেনে বুঝে তা পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র তথা সকল মানবজাতি পালন ও প্রতিষ্ঠা করার জন্য মহান আল্লাহ প্রশিক্ষণের যে ব্যবস্থা করেছেন তা হ'ল রামাযান মাসের ছিয়াম সাধনা। রামাযান মাসে ছিয়াম পালনের মধ্য দিয়ে মুসলিম সমাজ তার সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা মহান আল্লাহরকে সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে যে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে তা বাঁকী এগার মাস ব্যক্তিগত কর্মজীবনে তার প্রতিফলন ঘটে।

রামাযান মাসের পরিচয় ও তাৎপর্য :

‘রামাযান’ رَمَضَانَ হ'ল আরবী মাসের নবমতম মাস। ‘রামাযান’ رَمَضَانَ এর মূল শব্দ رَمَضَ হতে নির্গত। যার অর্থ হ'ল পুড়ে যাওয়া, দহন হওয়া, দক্ষকরণ, ভস্মভূত, জ্বালিয়ে দেয়া, প্রখর, তীক্ষ্ণ, আগুনে বালসানো ইত্যাদি। অধিক জ্বলে পুড়ে থাক হওয়াকে رَمَضَانَ বলা হয়। কেননা ‘একটানা একমাস ছিয়াম সাধনার ফলে মুমিনের জৈব প্রবৃত্তিকে ক্ষুৎ-পিপাসার আগুনে জ্বালিয়ে দুর্বল করে ফেলা হয় বলে এ মাসটিকে রামাযান মাস বলা হয়েছে’।^{৭৬}

পারিভাষিক অর্থে رَمَضَانَ হ'ল, ‘ছুবহে ছাদিক হ'তে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ছিয়াম রাখার নিয়তে পানাহার সমস্ত খাদদ্রব্য ও স্ত্রী সঙ্গোগ এবং সকল প্রকার মন্দ ও মিথ্যা কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকার নাম ছিয়াম’।^{৭৭}

৭৬. মাসিক আত-তাহরীক, জানুয়ারী/৯৮, ১ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, পৃঃ ৪, ঐ ৩য় বর্ষ, ডিসেম্বর ১৯৯৯, ৩য় সংখ্যা, পৃঃ ১৫।

৭৭. কিতাবুল ফিকুহুল মুওয়াস্সার, পৃঃ ১৪৯ ‘ছিয়াম’ অধ্যায়-৪।

ক. রামাযান মাসের তাৎপর্য :

এমাস হ'ল ইবাদতের মাধ্যমে তাকুওয়া অর্জন, আল্লাহর রহমত, মাগফিরাত ও নৈকট্য হাছিল এবং জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ ও জান্নাত লাভের সুযোগ। মানব জীবনে দু'টি ধারা প্রবাহিত হয় এক. সুপ্রবৃত্তি দুই. কুপ্রবৃত্তি। আমাদের সমাজ জীবনে সম্প্রীতি-মৈত্রী, ঐক্য-সংহতি, নৈতিক সংস্কৃতি দৃঢ় করণের মাধ্যমে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পথে অবিচল থাকতে বিশেষ ভূমিকা রাখে সুপ্রবৃত্তি। অপরদিকে আমাদের সৃষ্ট সুশীল সমাজ ব্যবস্থা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে অনৈক্য-সহিংসতা, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, অনৈতিক সংস্কৃতি তথা পাপের পথে আহ্বান করে কুপ্রবৃত্তি। আর কুপ্রবৃত্তি ভস্মভূত করার জন্যই এ দুনিয়ায় মহান আল্লাহ রামাযানের বিশেষ প্রশিক্ষণের প্রবর্তন করেছেন, যাতে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে একজন মুসলমান এ বিশ্বে তার প্রকৃত স্থান নির্দিষ্ট করতে পারে এবং আল্লাহর প্রতিনিধি হিসাবে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারে। রামাযান মাস পেল কিন্তু গুণাহ ক্ষমা করে নিতে পারল না, সে দুর্ভাগা। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘লাঞ্জিত হোক সেই ব্যক্তি, যার নিকট আমার নাম উচ্চারিত হয় কিন্তু সে আমার প্রতি দরুদ পাঠ করে না। লাজিত হোক সেই ব্যক্তি, যার কাছে রামাযান মাস আসে আবার তার গুণাহ ক্ষমার আগে সে মাস চলে যায়। লাজিত হোক সেই ব্যক্তি, যার নিকট তার বৃদ্ধ পিতা-মাতা অথবা দু'জনের একজন বেঁচে থাকে অথচ তারা তাকে জান্নাতে পৌঁছায় না।’^{৭৮} অন্যত্র রয়েছে, হযরত মালেক ইবনুল হুওয়াইরিছ (রাঃ) বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মিসরে আরোহণ করলেন। অতঃপর ১ম সিঁড়িতে পা দিয়ে বললেন, আমীন! ২য় সিঁড়িতে পা দিয়ে বললেন, আমীন! এরপর ৩য় সিঁড়িতে পা দিয়ে বললেন, আমীন! লোকেরা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আপনাকে তিন সিঁড়িতে তিন বার ‘আমীন’ বলতে শুনলাম। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

قَالَ أَنَانِي جِبْرِيلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ مَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ قُلْتُ آمِينَ
قَالَ وَمَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا فَدَخَلَ النَّارَ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ قُلْتُ آمِينَ فَقَالَ وَمَنْ
ذُكِرَتْ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ قُلْتُ آمِينَ فَقُلْتُ آمِينَ.

৭৮. তিরমিযী হা/৩৫৪৫; মিশকাত হা/৯২৭; হাসান ছহীহ।

‘আমি যখন ১ম সিঁড়িতে উঠলাম, তখন জিব্রীল আমাকে এসে বললেন, হে মুহাম্মাদ! যে ব্যক্তি রামায়ান মাস পেল। অতঃপর মাস শেষ হয়ে গেল। কিন্তু তাকে ক্ষমা করা হ’ল না, সে জাহান্নামে প্রবেশ করল। আল্লাহ তাকে স্বীয় রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দিলেন। আমি বললাম, আমীন!’ ২য় সিঁড়িতে উঠলে জিব্রীল বললেন, যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে বা তাদের একজনকে পেল। অথচ সে তাদের সাথে সদ্যবহার করল না, সে জাহান্নামে প্রবেশ করল। আল্লাহ তাকে স্বীয় রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দিলেন। আমি বললাম, আমীন! অতঃপর ৩য় সিঁড়িতে পা দিলে তিনি বললেন, যার নিকটে তোমার কথা বলা হ’ল, অথচ সে তোমার উপরে দরুদ পাঠ করল না। অতঃপর সে মারা গেল, সে জাহান্নামে প্রবেশ করল। আল্লাহ তাকে স্বীয় রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দিলেন। তুমি বল, আমীন। আমি বললাম, আমীন!’^{৯৯}

১. জান্নাতের দরজা উন্মুক্ত ও জাহান্নামের দরজা বন্ধ এবং শয়তান শৃঙ্খলিত হয় :

রামায়ান মাসে বান্দার জন্য মহান আল্লাহর তাঁর রহমতের ও জান্নাতের দ্বার উন্মুক্ত করেন এবং তাঁর বান্দাকে কুমন্ত্রণা প্রদানকারী শয়তানকে বেঁধে রাখেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فَتُحْتَأَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، وَسُلِّسِلَتِ الشَّيَاطِينُ.

‘যখন রামায়ান মাস আগমন করে তখন আসমানের দরজা সমূহ খুলে দেয়া হয়। অন্য বর্ণনায় আছে, জান্নাতের দরজা সমূহ খুলে দেয়া হয়, জাহান্নামের দরজা সমূহ বন্ধ করা হয় এবং শয়তানদেরকে শৃঙ্খলিত করা হয়।^{১০০}

অন্যত্র তিনি বলেন, إِذَا جَاءَ رَمَضَانَ فَتُحْتَأَبْوَابُ الْجَنَّةِ. ‘যখন রামায়ান মাস আসে, তখন জান্নাতের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করে দেয়া হয়।^{১০১} অন্যত্র আরো বলেন, رَمَضَانَ فَتُحْتَأَبْوَابُ الرَّحْمَةِ ‘রহমতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়’^{১০২}

৯৯. ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৪০৯; ছহীহ লেগায়রিহী।

১০০. বুখারী হা/১৮৯৯, মুত্তাফাকু আলাইহ, মিশকাত হা/১৯৫৬ ‘ছওম’ অধ্যায়।

২. জাহান্নামের দরজা বন্ধ থাকে ও জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ করে :

রামায়ান মাসে জাহান্নামের দরজা বন্ধ রাখা হয় এবং বহু ব্যক্তিকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেয়া হয়। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِّنْ شَهْرِ رَمَضَانَ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ وَمَرَدَةُ الْجِنِّ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ وَيُنَادِي مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، وَلِلَّهِ عِتْقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ -

‘যখন রামায়ান মাসের প্রথম রাত্রি আসে, তখন শয়তান ও অবাধ্য জিনগুলোকে শৃঙ্খলিত করা হয়। জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করা হয়, অতঃপর উহার কোন দরজাই খোলা হয় না এবং জান্নাতের দরজাসমূহ খোলা হয়, অতঃপর উহার কোন দরজাই আর বন্ধ করা হয় না। এ মাসে এক আহ্বানকারী আহ্বান করতে থাকেন, হে কল্যাণের অভিযাত্রীরা! অগ্রসর হও। হে অকল্যাণের অভিসারীরা! বিরত হও। আল্লাহ তা‘আলা এই মাসে বহু ব্যক্তিকে জাহান্নাম হ’তে মুক্তি দেন। আর তা (মুক্তি দেয়া) প্রত্যেক রাত্রিতেই হয়ে থাকে।^{১০৩}

যে সকল আমলের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ করা যায়, ছিয়াম তন্মধ্যে সর্বোত্তম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, الصِّيَامُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ كَجُنَّةِ الصِّيَامِ مِنْ الْقِتَالِ. ‘ছিয়াম আল্লাহর আযাব হ’তে পরিত্রাণের ঢালস্বরূপ, তোমাদের কারো যুদ্ধে ব্যবহৃত ঢালের ন্যায়।^{১০৪} ফরয ছিয়াম পালনের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ করা যায়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ صَامَ

১০১. বুখারী হা/১৮৯৮; মুসলিম হা/১০৮৯; মিশকাত হা/১৯৫৬; নাসাঈ হা/২০৯৭।

১০২. মুসলিম হা/১০৮৯; নাসাঈ হা/২১০০; আহমাদ হা/৭৭৬৭; মিশকাত হা/১৯৫৬।

১০৩. তিরমিযী হা/৬৮২; ইবনে হিব্বান হা/৩৪৩৫; ছহীছুল জামি‘ হা/৭৬৯; মিশকাত হা/১৯৬০।

১০৪. ইবনু মাজাহ হা/১৬৩৯; নাসাঈ হা/২২৩০-২২৩১; ছহীছুল জামি‘ হা/৩৮৭৯; সনদ হাসান।

‘যে ব্যক্তি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য একদিন ছিয়াম পালন করবে, আল্লাহ জাহান্নামকে তার নিকট হ’তে সত্তর বছরের পথ দূরে করে দিবেন’।^{৮৫} তিনি আরো বলেন, مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بَاعَدَ اللَّهُ مِنْهُ جَهَنَّمَ مَسِيرَةَ مِائَةِ عَامٍ ‘যে ব্যক্তি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে একদিন ছিয়াম পালন করবে, আল্লাহ তার নিকট হ’তে জাহান্নামকে একশত বছরের পথ দূরে করে দিবেন’।^{৮৬} অন্যত্র তিনি বলেন, مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ جَعَلَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ خَنْدَقًا ‘যে ব্যক্তি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে একদিন ছিয়াম পালন করবে, আল্লাহ তার মাঝে এবং জাহান্নামের মাঝে একটি গর্ত খনন করবেন, যার ব্যবধান হবে আসমান-যমীনের ব্যবধানের সমান’।^{৮৭}

ছিয়াম বান্দার জন্য জাহান্নাম থেকে রক্ষার মাধ্যম। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘ছিয়াম হচ্ছে ঢাল স্বরূপ এবং জাহান্নাম থেকে বাঁচার একটি স্থায়ী দুর্গ’।^{৮৮}

৩. আল্লাহর ক্ষমা অর্জন :

মুসলমান হ’ল আত্মসমর্পনকারী জাতি। এ জাতি মহান আল্লাহর নিকটে জান-মালসহ যাবতীয় কিছু সপে দেয়। একজন মুসলমান সর্বদা সচেষ্টি তার গুণাহসমূহ থেকে মহান আল্লাহর নিকটে ক্ষমা পেতে। আর কোন ব্যক্তি যদি ঈমানের সাথে সওয়াবের আশায় রামায়ান মাসে ছিয়াম পালন করে তবে তার পিছনের সকল ছোট ছোট গুণাহ মহান আল্লাহ ক্ষমা করে দেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ

৮৫. বুখারী হা/২৮৪০; মিশকাত হা/২০৫৩; ছহীহুল জামি’ হা/৬৩৩২।

৮৬. নাসাঈ হা/২২৫৪; ছহীহুল জামি’ হা/৬৩৩০; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৫৬৫; হাসান ছহীহ।

৮৭. তিরমিযী হা/১৬২৪; মিশকাত হা/২০৬৪; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৫৬৩; হাসান ছহীহ।

৮৮. আহমাদ হা/৯২১৪; ছহীহ ও সনদ হাসান।

لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ‘যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও ছওয়াবের আশায় রামায়ান মাসে ছিয়াম পালন করলো, তার পূর্বের ছগীরা গুণাহসমূহ ক্ষমা করা হলো’।^{৮৯}

৪. নির্দিষ্ট জান্নাত ও দু’টি খুশির মূল্য অর্জন :

ছিয়াম পালনকারীর জন্য জান্নাতে বিশেষ দরজা থাকবে। সাহল ইবনু সা’দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, فِي الْجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ مِنْهَا ‘জান্নাতের আটটি দরজা রয়েছে। তার একটি দরজার নাম ‘রাইয়্যান’। ছিয়ামপালনকারী ব্যতীত ঐ দরজা দিয়ে আর কেউ প্রবেশ করতে পারবে না’।^{৯০} তিনি আরো বলেন, إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ، وَزَادَ وَمَنْ دَخَلَهُ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا.

‘জান্নাতে এমন একটি দরজা রয়েছে, যাকে ‘রাইয়্যান’ বলা হয়। ক্বিয়ামতের দিন ছিয়াম পালনকারীগণ সেই দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে। অন্য কেউ তাতে প্রবেশ করবে না। ছিয়াম পালনকারীগণ প্রবেশ করলে, ঐ দরজা বন্ধ করা হবে। অন্য কেউ ঐ দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে না। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, ‘যে ব্যক্তি সেখানে প্রবেশ করবে, সে কখনো পিপাসিত হবে না’।^{৯১}

এমাসে প্রত্যেক নেক আমলের দশগুণ হ’তে সাতশত গুণ ছওয়াব লেখা হয় কিন্তু ছিয়াম ব্যতীত। কারণ আল্লাহ তা’আলা নিজেই এর প্রতিদান দিবেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, كُلُّ عَمَلٍ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشْرًا أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةٍ ضِعْفٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزَى بِهِ يَدْعُ شَهْوَتَهُ

৮৯. বুখারী হা/৩৮, ২০১৪; মুসলিম হা/৭৬০; মিশকাত হা/১৯৫৮; আবুদাউদ হা/১৩৭২।

৯০. মুত্তাফাকু ‘আলাইহ, মিশকাত হা/১৯৫৭।

৯১. ছহীহ আত-তারগীব হা/১৩৮০।

وَطَعَامُهُ مِنْ أَجْلِي لِلصَّائِمِ فَرِحَتَانِ فَرِحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرِحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ. وَلِخُلُوفٍ فِيهِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ.

‘আদম সন্তানের প্রত্যেক নেক আমলের দশগুণ হ’তে সাতশত গুণ ছওয়াব প্রদান করা হয়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, কিন্তু ছিয়াম ব্যতীত, কেননা ছিয়াম কেবল আমার জন্যই এবং আমিই তার পুরস্কার প্রদান করব। সে তার যৌনাকাঙ্খা ও পানাহার কেবল আমার জন্যই পরিত্যাগ করে। ছিয়াম পালনকারীর জন্য দু’টি আনন্দের মূহূর্ত রয়েছে। একটি ইফতারকালে, অন্যটি তার প্রভুর সাথে সাক্ষাতকালে। ছায়িমের মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকটে মিশ্কে আশ্বরের খোশবুর চেয়েও সুগন্ধিময়। ছিয়াম হ’ল ঢাল স্বরূপ। অতএব যখন তোমরা ছিয়াম পালন করবে, তখন মন্দ কথা বলবে না ও বাজে বকবে না। যদি কেউ গালি দেয় বা লড়াই করতে আসে তখন বলবে, আমি ছায়িম’।^{৯২}

৫. লাইলাতুল কুদরে কল্যাণ প্রাপ্ত :

কুদরের রাত হ’ল মহিমান্বিত রাত্রী। আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা‘আলা পবিত্র কুরআনে একটি সূরা নাযিল করেন। তিনি বলেন,

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ . وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ . لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ . تَنْزِيلُ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ . سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ .

‘আমরা একে নাযিল করেছি কুদরের রাত্রিতে। তুমি কি জানো কুদরের রাত্রি কি? কুদরের রাত্রি হাযার মাস অপেক্ষা উত্তম। এ রাতে অবতরণ করে ফেরেশতাগণ এবং রুহ, তাদের প্রভুর অনুমতিক্রমে বিভিন্ন নির্দেশনা সহকারে। এ রাতে কেবলই শান্তি বর্ষণ হয়। যা চলতে থাকে ফজর উদয় হওয়া পর্যন্ত’ (কুদর ৯৭/১-৫)।

সূরা কুদর থেকে যে ফযীলত জানা যায় তা হ’ল- হাযার রাত্রির চাইতেও উত্তম (কুদর ৯৭/৩)। জিবরীল (আঃ) এবং ফেরেশতারা নেমে আসেন (কুদর ৯৭/৪)।

৯২. মুত্তাফাকু আলাইহ, মিশকাত হা/১৯৫৯; ইবনু মাজাহ হা/১৬৩৮; আহমাদ হা/৯৭১২।

ফজর পর্যন্ত সালাম বা শান্তি বর্ষিত হয় (কুদর ৯৭/৫)। এটি একটি বরকতময় রাত (দুখান ৪৪/৩)। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لا يخرج شيطانها حتى يخرج فجرها, ‘এ রাতে ফজর পর্যন্ত শয়তান বের হয় না’।^{৯৩}

ছিয়াম পালন করলে মানুষের কৃত গুণাহ সমূহ মাফ হয়ে যায়। অনুরূপভাবে লাইলাতুল কুদরের রাতেও ক্ষমার সৌভাগ্য অর্জন করে। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন,

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

‘যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও ছওয়াবের আশায় রামায়ানের ছিয়াম পালন করে, তার পূর্বের গুণাহ সমূহ মাফ করে দেয়া হয়। যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও ছওয়াবের আশায় রামায়ানের রাত্রি ইবাদতে কাটায় তার পূর্বের গুণাহ সমূহ মাফ করে দেয়া হয়। আর যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও ছওয়াবের আশায় কুদরের রাত্রি ইবাদতে কাটায় তার পূর্ববর্তী গুণাহ সমূহ মাফ করে দেয়া হয়’।^{৯৪}

রামায়ান মাস শুরু হ’লে রাসূল (ছাঃ) কুদরের কল্যাণময় রাত্রী সম্পর্কে বলতেন। আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

إِنَّ هَذَا الشَّهْرَ قَدْ حَضَرَكُمْ وَفِيهِ لَيْلَةُ خَيْرٍ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَهَا فَقَدْ حُرِمَ الْخَيْرَ كُلَّهُ وَلَا يُحْرَمُ خَيْرَهَا إِلَّا مَحْرُومٌ .

‘তোমাদের নিকট এ মাস সমুপস্থিত। এতে রয়েছে এমন এক রাত, যা হাযার মাস অপেক্ষা উত্তম। এ থেকে যে ব্যক্তি বঞ্চিত হ’ল সে সমস্ত কল্যাণ থেকেই বঞ্চিত হ’ল। কেবল বঞ্চিত ব্যক্তিরাই তা থেকে বঞ্চিত হয়’।^{৯৫} শুধু লাইলাতুল কুদরের রাতে নয়, প্রত্যেক রাতেই আল্লাহ তা‘আলা নিম্ন আসমানে নেমে আসেন এবং অনেক বান্দাকে ক্ষমা করেন।^{৯৬}

৯৩. ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৩৬৮৮; শু‘আইব আরনাউত্ (রহঃ) বলেন, ‘ছহীহ হাদীছ’।

৯৪. বুখারী হা/২০১৪; মুসলিম হা/৭৬০; মিশকাত হা/১৯৫৮; আবূদাউদ হা/১৩৭২।

৯৫. ইবনু মাজাহ হা/১৬৪৪; ছহীহ আত-তারগীব হা/৯৮৯, ৯৯০; হাসান ছহীহ।

৯৬. বুখারী হা/১১৪৫; মুসলিম হা/৭৫৮; মিশকাত হা/১২২৩।

৬. ভ্রাতৃত্ববোধ দৃঢ় করণ :

রামাযান আগমন করে আমাদের জীবনের পরিশুদ্ধির জন্য। এ মাস আমাদেরকে ধনী ও গরীবের মাঝে সমতা শিক্ষা দেয়। আমরা সকলে যে একই আদমের সন্তান তা এ মাসে আমরা উপলব্ধি করতে পারি। এ মাসে আমরা সকলে একে অপরের মধ্যকার ভেদাভেদ ভুলে ভাই ভাই হয়ে যাই এবং অভাবী দরিদ্র মানুষের পাশে দাঁড়ায় ও তাদের সুখ-দুঃখ ভাগ করে নেয়। এ মাসে ধনী ব্যক্তি অনুভব করে গরীবের অভুক্ত থাকার কেমন জ্বালা। তাই সকল মুসলমান এই রামাযান মাসে যথা সাধ্য দান খয়রাত করা প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণ করে। কেননা এমাসে দান করলে অন্য মাসের চেয়ে সত্তর গুণ সওয়াব বেশী হয়। সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব ইসলামের ছিয়ামে রয়েছে এক অভাবনীয় শিক্ষা।

The Cultural History of Islam গ্রন্থে রয়েছে, 'The fasting of Islam has a wonderful teaching for establishing social unity, brotherhood and equity. It has also an excellent teaching for building a good moral character'. অর্থাৎ 'সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও সামাজিক ঐক্য প্রতিষ্ঠায় ইসলামের ছিয়ামে রয়েছে এক অভাবনীয় শিক্ষা। রয়েছে উত্তম নৈতিক চরিত্র গঠনের এক চমৎকার শিক্ষা'^{৯৭}। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا .

'হে মানবমণ্ডলী! তোমরা তোমাদের পতিপালককে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে একই ব্যক্তি হ'তে সৃষ্টি করেছেন ও তা হ'তে তদীয় সহধর্মিণী সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের উভয় হ'তে বহু নর ও নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন। আর সেই আল্লাহকে ভয় করো, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের যাঞ্ছা করে

৯৭. মাহে রামাযানের গুরুত্ব ও তাৎপৰ্য- ড. মুহাম্মাদ আলী, আত-তাহরীক (১৩তম বর্ষ, ১১তম সংখ্যা, আগস্ট-২০১০)।

থাক এবং আত্মীয়-জ্ঞাতীদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা। নিশ্চয়ই আল্লাহই তোমাদের তত্ত্বাবধানকারী' (নিসা ৪/১)।

সকল মানুষ এক আত্মা থেকে জন্ম নিয়েছে ফলে তারা একে অপরের ভাই ভাই এবং এই ভ্রাতৃত্বের বহিঃপ্রকাশের জন্য দীর্ঘ এক বছর পর আমাদের সামনে আগমন করে রামাযান মাস। এই মাসে হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে সবাই ভ্রাতৃত্ব বজায় রেখে চলে। কোন ভাই বিবাদে লিপ্ত হতে চাইলে বলতে হবে আমি ছায়েম। এমর্মে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'إِنِّي صَائِمٌ، إِنِّي صَائِمٌ' 'নিশ্চয় আমি ছায়েম, নিশ্চয় আমি ছায়েম'^{৯৮}।

খ. রামাযান মাসে প্রশিক্ষণের গুরুত্ব :

রামাযান হ'ল সকল মুসলিম উম্মাহর জন্য প্রশিক্ষণ স্বরূপ। এক মাস প্রশিক্ষণ নিয়ে বাঁকী এগার মাস ইসলামী শারঈ বিধি-বিধান মোতাবেক পরিচালিত হয়। এ মাসে ছালাত, ছিয়ামসহ সকল ইবাদতের মধ্য দিয়ে তাকুওয়া অর্জিত হয়। আর এই তাকুওয়ার তীখ ঈমান নিয়ে একজন মুসলিম তার জীবন সুগঠিতভাবে পরিচালিত করে। যেমন একটি ছুরি সবাচ যত্ন করেও রেখে দিলে এগারো মাসে তা অবশ্যই মরিচা ধরে যাবে, যার ফলে সেই ছুরি তার তীখ লাভণ্যতা হারিয়ে ফেলবে। একজন মুসলিমের ঈমানের প্রখরতা ধরে রাখার পূর্ব শর্ত হলো তাকুওয়া অর্জন করা। আর তা অর্জিত হয় এই রামাযানে। একজন মানুষের সুন্দর ও স্বচ্ছভাবে জীবন যাপনের জন্য যে ধরনের বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার, রামাযানের ছিয়াম তার মধ্যে সেই ধরনের গুণ-বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করে থাকে।

পৃথিবীতে যত উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা রয়েছে, প্রত্যেকেরই রয়েছে যথেষ্ট প্রশিক্ষণ। কেননা কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রশিক্ষিত করে তার নিজ দায়িত্ব পালনে সহজতর করতে সহযোগীতা করা হয়। একজন সৈনিক যখন সেনাবাহিনীতে চাকুরী গ্রহণ করে, তখন তাকে তার নিজ দায়িত্বে সচেতন, কর্তব্যপরায়ন, নিষ্ঠাবান ও একাগ্রচিত্তে সহজভাবে দায়িত্ব পালন করার জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। আবার যে কোন ইঞ্জিনিয়ারকে প্রাতিষ্ঠানিক উচ্চ

৯৮. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৫৯।

শিক্ষা অর্জনের পাশাপাশি হাতে কলমে ব্যবহারিক বা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হয়। মোদ্দা কথা প্রশিক্ষণ ব্যতীত কোন দায়িত্বে কর্মরত থেকে সফল হওয়া অসম্ভব। সুতরাং মহান আল্লাহ মুসলিম উম্মাহর জন্য প্রতি বছর এই রামায়ান মাসে ছিয়াম পালনের মাধ্যমে সুস্পষ্ট প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে রেখেছেন।

একজন মুসলিম কি ভাবে মহান আল্লাহর প্রিয় বান্দা হবে। কি ভাবে কখন কেমন করে ছালাত, ছিয়াম, যাকাত আদায় করবে সকল বিষয়ের উপর এই রামায়ান মাস প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। যে যেমন এই মাসের প্রতি যত যত্নশীল, পরবর্তী এগারো মাস সে তেমনি সফল হবে ইন্'শা আল্লাহ। এই প্রশিক্ষণের ধরন হ'ল আত্মিক, শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক সমন্বয়ে পরিচালিত হয়। রামায়ান মাসের ছিয়ামের মাধ্যমে মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক, মানসিক ও শারীরিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রভাবগুলো অতিশয় প্রভাব বিস্তার করে। বাদশা-ফকির, আমীর-প্রজা, ধনী-দরিদ্র, সকলের সুখ-দুঃখের মিলন মেলা এই রামায়ান মাস। নিম্নে কয়েকটি বিষয়ের উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হ'ল-

১. তাকুওয়া অর্জন ও ইবাদতের মাধ্যমে তা সুদৃঢ় করণ :

মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে সার্বিক তাকুওয়া বা আল্লাহ ভীতি অর্জন, বাহ্যিক ভাবে প্রতিফলন ঘটে। রামায়ানের ছিয়াম পালন প্রকৃতপক্ষে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের সাধনা। তাকুওয়া লাভের জন্য ছিয়ামের কোন বিকল্প নেই। পাপাচার ও ভীতিপ্রদ মন্দ বিষয় থেকে আত্মরক্ষা করার নাম তাকুওয়া। রামায়ান মাসে ছিয়ামের মাধ্যমে তাকুওয়ার অনুশীলন বেশী হয়। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন-
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ
 عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
 'হে মুমিনগণ! তোমাদের জন্য ছিয়াম ফরয করা হয়েছে, যেমন ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপরে। অবশ্যই তোমরা মুত্তাকী হ'তে পারবে' (বাক্বারাহ ২/১৮৩)।

তাছাড়া আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ছিয়াম পালন করার মাধ্যমেই বান্দা তার কাঙ্ক্ষিত পুরস্কার লাভ করতে পারে। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,
 'যে আল্লাহকে

সন্তুষ্ট করার জন্য একদিন ছিয়াম পালন করবে, আল্লাহ জাহান্নামকে তার নিকট হ'তে একশত বছরের পথ দূরে সরিয়ে দিবেন'।^{৯৯}

আল্লাহ তা'আলার যাবতীয় আদেশ বিষয় সমূহ যথাযথ পালন ও নিষিদ্ধ বিষয় সমূহ সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করার মাধ্যমে তাকুওয়া অর্জিত সম্ভব। আর এ মাসে সকল মুসলমান তা যথাযথ পালন করার সঠিক পথ ও পদ্ধতির প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। আর এই তাকুওয়ার খুটি সুদৃঢ়ভাবে মজবুত রাখার জন্য প্রয়োজন ইবাদত। শিরক মুক্ত খালেছ নিয়তে সকল ইবাদত করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দার উপর যে সমস্ত ইবাদত ফরয করেছেন, একজন ছায়েমের জন্য সেসমস্ত ইবাদত পালন করা আবশ্যিক। আর ঈমান আনয়নের পরে যেসমস্ত ইবাদত ফরয তন্মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হ'ল ছালাত।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, **أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ فَإِنْ**
صَلَحَتْ صَلَحَ لَهُ سَائِرُ عَمَلِهِ وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ
 'কিয়ামতের দিন বান্দার সর্বপ্রথম হিসাব হবে ছালাতের। যার ছালাত ঠিক হবে তার সব আমল সঠিক হবে। আর যার ছালাত বিনষ্ট হবে, তার সব আমল বিনষ্ট হবে'।^{১০০}
 এমাসে ছালাতের রুকন, শর্তাবলী ও ওয়াজিব সহ সময়মত মসজিদে জামা'আতে ছালাত আদায় করার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে ছায়েম বাঁকী এগার মাস তা সেই মোতাবেক পালন করে। মহান আল্লাহ যুদ্ধরত অবস্থায় ও ভীতির সময়ও জামা'আতে ছালাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন (নিসা ৪/১০২)। জামা'আতে ছালাত আদায়ের ছওয়াব বহুগুণ হয়। এসম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,
صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ عَلَى صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً
 'জামা'আতে ছালাত আদায় করার ছওয়াব একাকী আদায় করার চেয়ে ২৭ গুণ বেশী'।^{১০১} অন্যদিকে জামা'আত পরিত্যাগ করার পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, **إِنَّ أُنْفَلَ**
صَلَاةٍ عَلَى الْمُتَأَنِّفِينَ صَلَاةَ الْعِشَاءِ وَصَلَاةَ الْفَجْرِ وَكَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لِأَتْوَهُمَا

৯৯. সিলসিলা ছহীহাহ হা/২২৬৭/২৫৬৫।

১০০. তাবারানী, আল-আওসাতু, সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৩৫৮।

১০১. নাসাঈ হা/৮৩৭; ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/৭৮৬।

وَلَوْ حَيًّا وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَمُرَّ بِالصَّلَاةِ فَتَقَامُ ثُمَّ أَمُرَّ رَجُلًا فَيَصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِيَ بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزْمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأُحْرَقَ عَلَيْهِمْ يَوْمَئِذٍ نَارًا. 'এশা ও ফজরের ছালাত আদায় করা মুনাফিকদের জন্য সর্বাপেক্ষা কঠিন। তারা যদি জানতো এ দুই ছালাতের মধ্যে কি (ছওয়াব) আছে, তাহলে তারা এ দুই ছালাতের জামা'আতে হাযির হ'ত হামাণ্ডি দিয়ে হ'লেও। আমার ইচ্ছা হয় ছালাত আদায় করার নির্দেশ দিয়ে কাউকে ইমামতি করতে বলি। আর আমি কিছু লোককে নিয়ে জ্বালানী কাঠের বোঝাসহ বের হয়ে তাদের কাছে যাই, যারা ছালাতে (জামা'আতে) উপস্থিত হয় না এবং তাদের ঘর-বাড়ীগুলি আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেই'।^{১০২}

এছাড়াও এ মাসে কিয়াম করা তথা তারাবীহর ছালাত আদায়ের মাধ্যমে পরবর্তী এগার মাসের তাহাজ্জুতের ছালাত আদায়ের প্রশিক্ষণ পেয়ে থাকে। রামাযান মাসের চাঁদ দেখার পর সর্বপ্রথম যে ইবাদত পালন করা হয়, তা হচ্ছে তারাবীহর ছালাত। প্রত্যেক ছায়িমের জন্য তারাবীহর ছালাত আদায় করা কর্তব্য। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর উম্মতকে তারাবীহর ছালাত আদায় করার জন্য গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি বলেন, مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ 'যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও নেকীর আশায় রামাযান মাসে কিয়াম করবে (তারাবীহ পড়বে) তার পূর্বকার পাপ সমূহ মাফ করে দেয়া হবে'।^{১০৩}

২. কুরআন-সুন্নাহর আনুগত্য ও মর্যাদা রক্ষা করার শপথ :

কুরআন ও সুন্নাহর রামাযান মাসে একজন মুসলিম পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও ছহীহ সুন্নাহ পঠন করে মর্যাদা অনুধাবন করে তা ব্যক্তিগত জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টায় থাকে। বিশেষ করে রামাযান মাস কুরআন নাযিলের জন্যই এত মহিমাম্বিত। রামাযান মাসে কুরআন নাযিল হওয়ার জন্যই এই মাসের তাৎপর্য এত বেশী। এ মাসের গুরুত্বারোপ করে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

১০২. মুসলিম হা/৬৫১; আব্দাউদ হা/৫৪৮; ইবনু মাজাহ হা/৭৯১; ইবনে হিব্বান হা/২০৯৮; ইবনে খুযায়মা হা/১৪৮৪; ছহীছুল জামি' হা/১৩৩; সনদ ছহীহ।

১০৩. বুখারী হা/৩৭,২০০৯; মুসলিম হা/৭৫৯; মিশকাত হা/১২৯৬; আব্দাউদ হা/১৩৭১।

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.

'রামাযান মাসই হ'ল সেই মাস, যাতে নাযিল করা হয়েছে কুরআন, যা মানুষের জন্য হেদায়েত এবং সত্যপথ যাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট পথ নির্দেশ আর ন্যায় ও অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য বিধানকারী। কাজেই তোমাদের মধ্যে যে লোক এ মাসটি পাবে, সে এ মাসের রোযা রাখবে। আর যে লোক অসুস্থ কিংবা মুসাফির অবস্থায় থাকবে সে অন্য দিনে গণনা পূরণ করবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান; তোমাদের জন্য জটিলতা কামনা করেন না যাতে তোমরা গণনা পূরণ করো এবং তোমাদের হেদায়েত দান করার দরুন আল্লাহ তা'আলার মহত্ত্ব বর্ণনা করো, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করো' (বাকারাহ-২/১৮৫)।

এমাসে কুরআন অনুধাবন করা যায় বেশী বেশী। অনেকে অন্য মাসের চেয়ে এমাসে হিফযুল কুরআন পাঠ করে এবং হৃদয়ঙ্গম করে অধিক বেশী। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেন,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ ، وَأَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لِأَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ يَعْزِضُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرْآنَ ، فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ .

'কল্যাণকর কাজের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছিলেন মানুষের মধ্যে সবচেয়ে প্রশস্ত হৃদয়ের অধিকারী। আর তাঁর হৃদয়ের এ প্রশস্ততা রামাযান মাসে বেড়ে যেত সবচেয়ে বেশী। রামাযান মাসে প্রতি রাতে জিব্রীল আমীন তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন। রাসূল (ছাঃ) তাঁকে কুরআন শুনাতেন। জিব্রীল আমীনের সাক্ষাতের সময় তাঁর দান প্রবাহিত বাতাসের বেগের চেয়েও বেশী বেড়ে যেত'।^{১০৪} এমাসে বেশী বেশী দানও করা উচিত।

১০৪. বুখারী হা/৪৯৯৭; মুসলিম হা/২৩০৮; মিশকাত হা/২০৯৮।

৩. মুমিনের গুণাবলী অর্জন ও প্রতিপালনের শিক্ষাগ্রহণ :

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহর আলোকে মুমিনের ১৬টি গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে। তন্মধ্যে কুরআনে ১০টি মুমিনের গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে। প্রকৃত মুমিন হতে গেলে যে দু'টি গুণাবলী অপরিহার্য সেই সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

১. যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে। অতঃপর তাতে কোনরূপ সন্দেহ পোষণ করে না এবং ২. তাদের মাল ও জান দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে। বস্তুতঃপক্ষে তা'রাই হ'ল সত্যনিষ্ঠ' (হুজুরাত ৪৯/১৫)।

আর সফলকাম মুমিন হতে গেলে নিচের গুণাবলীগুলো প্রত্যেক মানুষের মধ্যে থাকতে হবে এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন, 'সফলকাম হ'ল ঐসব মুমিন' ৩. 'যারা তাদের ছালাতে গভীরভাবে মনোযোগী' ৪. 'যারা অনর্থক ক্রিয়া-কর্ম এড়িয়ে চলে' ৫. 'যারা সঠিকভাবে যাকাত আদায় করে' ৬. 'যারা নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফযত করে' ৭. 'নিজেদের স্ত্রী ও অধিকারভুক্ত দাসী ব্যতীত। কেননা এসবে তারা নিন্দিত হবে না। অতঃপর এদের ব্যতীত যারা অন্যকে কামনা করে, তারা হ'ল সীমা লংঘনকারী' ৮. 'আর যারা তাদের আমানত ও অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ করে' ৯. 'যারা তাদের ছালাত সমূহের হেফযত করে'। 'তা'রাই হ'ল উত্তরাধিকারী'। 'যারা উত্তরাধিকারী হবে ফেরদৌসের। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে' (মুমিনুন ২৩/১-১১)। অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা বলেন, كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ 'তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি। তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে মানুষের কল্যাণের জন্য। ১০. তোমরা ন্যায়ের আদেশ করবে ও অন্যায় কাজে নিষেধ করবে এবং সর্বাবস্থায় আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখবে' (আলে ইমরান ৩/১১০)।

অতঃপর মুমিনের গুরুত্বপূর্ণ ৬টি গুণ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتٍ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ . 'এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। (১) সে তার উপর যুলুম করবে না (২) তাকে লজ্জিত করবে না। (৩) আর যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের সাহায্যে থাকবে, আল্লাহ তার সাহায্যে থাকবেন। (৪) যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের কষ্ট দূর করবে, আল্লাহ তাকে কিয়ামতের দিনের বিপদ সমূহের একটি বড় বিপদ দূর করে দিবেন। (৫) যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন'।^{১০৫}

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِهِ . 'আল্লাহ বান্দার সাহায্যে অতক্ষণ থাকেন, যতক্ষণ বান্দা তার ভাইয়ের সাহায্যে থাকে'^{১০৬} (৬) যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদের স্নেহ করে না ও বড়দের মর্যাদা বুঝে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়'।^{১০৭}

ইমাম আব্দুদৌদ (রহঃ) বলেন, 'মানুষের দ্বীনের জন্য চারটি হাদীছ যথেষ্ট : (১) সকল কাজ নিয়তের উপর নির্ভরশীল।^{১০৮} (২) সুন্দর ইসলামের অন্যতম নিদর্শন হ'ল অনর্থক বিষয়সমূহ পরিহার করা'^{১০৯} (৩) কেউ প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য ঐ বস্তু ভালবাসে যা সে নিজের জন্য ভালবাসে'^{১১০} এবং (৪) হালাল স্পষ্ট ও হারাম স্পষ্ট। এ দু'য়ের মধ্যে বহু বস্তু রয়েছে অস্পষ্ট। অধিকাংশ মানুষ তা জানে না। অতএব যে ব্যক্তি সন্দিক্ত বিষয়ে পতিত হ'ল সে হারামে পতিত হ'ল'।^{১১১} ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, 'আমাদের নিকট দ্বীনের উত্তম বস্তু হ'ল চারটি কথা। যা বলেছেন সৃষ্টির সেরা ব্যক্তি (অর্থাৎ রাসূল (ছাঃ)) : (১) মন্দ থেকে বেঁচে থাক (২) দুনিয়াত্যাগী হও (৩) অনর্থক বিষয় পরিহার কর এবং (৪) সংকল্পের সাথে কাজ কর'।^{১১২}

১০৫. বুখারী, মিশকাত হা/৪৯৫৮ 'শিষ্টাচার' অধ্যায়, 'সৃষ্টির প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ' অনুচ্ছেদ।

১০৬. মুসলিম, মিশকাত হা/২০৪।

১০৭. তিরমিযী হা/১৯২০; আবু দাউদ হা/৪৯৪৩।

১০৮. বুখারী হা/৬৯৫৩।

১০৯. ইবনু মাজাহ হা/৩৯৭৬।

১১০. বুখারী হা/১৩।

১১১. বুখারী হা/৫২ (দ্রঃ ভূমিকা), আওনুল মা'বুদ শরহ সুনানে আব্দুদৌদ।

১১২. মিরক্বাত ভূমিকা অংশ ২৪ পৃঃ।

৪. মিথ্যা ও পাপের পথ থেকে বিরত থাকার শিক্ষা :

ছায়েমের জন্য আবশ্যিক হ'ল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কথা ও কর্মের মধ্যে যেসব বিষয় হারাম করেছেন তা পরিত্যাগের মাধ্যমে পাপমুক্ত করার প্রশিক্ষণগ্রহণ করা। তন্মধ্যে মিথ্যা বলা, গালমন্দ করা, ঝগড়া বিবাদ করা, গীবত করা, গান বাজনা শোনা, চোগলখরী করা, প্রতারণা করা ইত্যাদি পাপ কর্ম থেকে বেঁচে থাকা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপরিহার্য। আর তা একজন ছায়েম এই রামায়ান মাসে ওগুলো থেকে বিরত থাকার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। মিথ্যা হ'ল সবচেয়ে বড় মহাপাপ। সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য বলা জঘন্যতম পাপ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِنَفْتُرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتُرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ، مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ .

‘তোমাদের জিহ্বা মিথ্যা আরোপ করে বলে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করার জন্য তোমরা বলো না, এটা হালাল এবং ওটা হারাম। নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ সন্মুখে মিথ্যা উদ্ভাবন করবে তারা সফলকাম হবে না। তাদের সুখ-সম্ভোগ সামান্যই এবং তাদের জন্য রয়েছে মর্মভঙ্গদ শাস্তি’ (নাহল ১৬/১১৬-১১৭)। হাদীছে এসেছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلَيْتَبَّوْا مَقْعَدُهُ مِنْ النَّارِ ‘যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপরে মিথ্যারোপ করল, সে যেন জাহান্নামে নিজের স্থান নির্ধারণ করে নিল’।^{১১০} অন্যত্র, তিনি আরো বলেন, الْفُجُورُ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ إِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ . وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا মিথ্যাচার পরিহার করে। কেননা মিথ্যাচার পাপের দিকে ধাবিত করে এবং পাপ জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। কোন লোক অনবরত মিথ্যা বলতে থাকে এবং মিথ্যাচারকে স্বভাবে পরিণত করে। অবশেষে আল্লাহর নিকটে তার নাম

১১০. বুখারী হা/১২৯১; মুসলিম হা/৪ ‘মিথ্যা হ’তে সতর্কতা’ অনুচ্ছেদ।

মিথ্যাবাদী হিসাবে লিখিত হয়’।^{১১৪} আর একজন ছায়েমের জন্য মিথ্যা ও ঝগড়া বিবাদ পরিহার করতে হবে নচেৎ তার ছিয়াম সঠিক হবে না। এসম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘যখন তোমাদের কারো ছায়েমের দিন হবে সে যেন অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ না করে ও হৈ-হট্টগোল না করে। আর যদি কেউ গালিগালাজ করে অথবা তার সাথে ঝগড়া করে তাহলে সে যেন বলে, আমি ছায়িম’।^{১১৫}

রামায়ান মাসে মিথ্যাচার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ ‘যদি কোন ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলা ও তার উপর আমল করা পরিহার করতে পারল না, তার পানাহার ত্যাগ করায় আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই’।^{১১৬} হযরত আলী (রাঃ) বলেন, إن الصيام ليس من الطعام والشراب ولكن من الكذب والباطل . والالغو . ‘খাদ্য-পানীয় থেকে বিরত থাকার নামই ছিয়াম নয়; বরং মিথ্যা, মন্দ কাজ ও কথা থেকে বিরত থাকার নামই ছিয়াম’।^{১১৭}

পরিশেষে, সাধারণতঃ মানুষের পরস্পর দু’টি বিরোধী স্বভাব পশুত্ব ও মানবিক দিক দ্বারা পরিচালিত হয়। কোন ব্যক্তির উপর যদি পশুত্বের প্রভাব বেশী পড়ে, তবে মানুষ পশু সুলভ হয়। পক্ষান্তরে মানবিক দিকের প্রভাব বেশী প্রাধান্য পেলে সে আদর্শবান, নিষ্ঠাবান, সৎ, ধার্মিক হয়। রামায়ানে এক মাস ছিয়াম সাধনা মানুষের মনের সকল প্রকার পশুত্বকে ভস্মীভূত করে এবং মানবিক দিক সমূহ উন্মোচিত করে। যার কারণে মানুষ আল্লাহর দিকে ধাবিত হয় এবং আদর্শবান, সৎ ও ধার্মিক মানুষ হিসাবে গড়ে উঠে। তাই আসুন! আমরা পবিত্র রামায়ান মাসে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি এবং তদানুযায়ী সার্বিক জীবন পরিচালনা করি। মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে সেই তাওফিক দান করুন আমীন।

১১৪. মুসলিম হা/২৬০৭ (১০৫); আবু দাউদ হা/৪৯৮৯; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৭৯৩।

১১৫. মুসলিম হা/৩০৩; তিরমিযী হা/৯৮১; মিশকাত হা/৪৮২৩।

১১৬. বুখারী হা/২১১; নাসাঈ হা/২০৪২; আবু দাউদ হা/১৯।

১১৭. শু’আবুল ঈমান ৩/৩১৭, হা/৩৬৪৮।

রামাযানের ছিয়াম ও ক্বিয়ামের বিধান

ছিয়ামের সংজ্ঞা :

ছিয়াম আরবী শব্দ الصَّوْمُ বা الصِّيَامُ। যার অর্থ বিরত থাকা, চুপ থাকা, সংযত থাকা ইত্যাদি। শরী'আতের পরিভাষায় আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ছুবহে ছাদিক হ'তে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও যৌন সন্তোগ হ'তে বিরত থাকাকে 'ছাওম' বা 'ছিয়াম' বলা হয়। ছিয়ামের সারকথা হ'ল, الْإِمْسَاكُ الْإِمْسَاكُ 'আল্লাহর সন্তুষ্টির নিয়তে ছিয়াম ভঙ্গের কারণ বা ছিয়ামে ত্রুটি হবে, এমন সকল ক্রিয়া কর্ম হ'তে নিজেকে বিরত রাখা'।^{১১৮}

ছিয়ামের ফযীলত :

ছিয়াম তিন ধরনের ইবাদতের সমন্বয়। যথা আত্মীক, দৈহিক ও আর্থিক। রামাযানের ফরয ছিয়াম ২য় হিজরী সন মোতাবেক সোমবারে ফরয করা হয়। আর দুনিয়ার সকল মানুষের প্রতি ছিয়াম ফরয ছিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنِّي، 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের উপর ছিয়াম ফরয করা হ'ল, যেমন তা ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর। যাতে তোমরা আল্লাহভীরু হ'তে পার' (বাক্বারাহ ২/১৮৩)।

ইসলামে যে পাঁচটি স্তম্ব রয়েছে তার মধ্যে ফরয ছিয়াম অন্যতম। রাবী আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ 'ইসলাম দণ্ডায়মান রয়েছে পাঁচটি স্তম্বের উপরে। এক. সাক্ষ্য দেওয়া এই মর্মে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য

১১৮. ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৪০০।

নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল দুই. ছালাত কায়েম করা তিন. যাকাত প্রদান করা চার. (সামর্থ হ'লে) হজ্জ গমন করা ও পাঁচ. রামাযান মাসে ছিয়াম পালন করা'।^{১১৯}

ছিয়াম বিগত পাপগুলো মিটিয়ে দেয়। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ 'যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ছাওয়াব লাভের আশায় রামাযান মাসে ছিয়াম পালন করে, তার বিগত সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ وَامَّنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ 'আর যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ছাওয়াব লাভের আশায় 'ইবাদতে রাত কাটায়, তার বিগত সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ 'আর যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ছাওয়াব লাভের আশায় লায়লাতুল কদরে 'ইবাদাতে কাটাতে তারও পূর্বের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়'।^{১২০}

সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ছিয়াম পালন করার মাধ্যমেই বান্দা তার কাঙ্ক্ষিত পুরস্কার লাভ করতে পারে। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَاعَدَ اللَّهُ مِنْهُ جَهَنَّمَ مَسِيرَةَ مِائَةِ عَامٍ 'যে আল্লাহকে সন্তুষ্টি করার জন্য একদিন ছিয়াম পালন করবে, আল্লাহ জাহান্নামকে তার নিকট হ'তে একশত বছরের পথ দূরে সরিয়ে দিবেন'।^{১২১}

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ বলেন, قَالَ اللَّهُ كُلُّ عَمَلٍ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ، فَإِنَّهُ لِي، وَأَنَا أَجْزَى بِهِ. وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، وَإِذَا كَانَ يَوْمٌ صَوْمٍ أَحَدِكُمْ، فَلَا يَرُفُثْ وَلَا يَصْحَبْ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ، أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقْلُ إِنِّي أَمْرُؤٌ صَائِمٌ. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ.

১১৯. বুখারী হা/৮; মুসলিম হা/১৬; মিশকাত হা/৪।

১২০. বুখারী হা/৩৮; মুসলিম হা/৭৬০; মিশকাত হা/১৯৫৮।

১২১. সিলসিলা ছহীহাহ হা/২২৬৭/২৫৬৫।

‘আদম সন্তানের প্রত্যেক নেক আমলের ছাওয়াব দশগুণ হ’তে সাতশত গুণ পর্যন্ত প্রদান করা হয়। কিন্তু ছিয়াম ব্যতীত। কেননা ছিয়াম কেবল আমার জন্যই (রাখা হয়) এবং আমিই তার পুরস্কার প্রদান করব। সে তার যৌনাকাঙ্খা ও পানাহার কেবল আমার জন্যই পরিত্যাগ করে। ছিয়াম পালনকারীর জন্য দু’টি আনন্দের মুহূর্ত রয়েছে। একটি ইফতারকালে, অন্যটি তার প্রভুর সাথে দীদারকালে। তার মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকটে মিশকের খোশবুর চেয়েও সুগন্ধিময়। ছিয়াম (অন্যায় অপকর্মের বিরুদ্ধে) ঢাল স্বরূপ। অতএব যখন তোমরা ছিয়াম পালন করবে, তখন মন্দ কথা বলবে না ও বাজে বকবে না। যদি কেউ গালি দেয় বা লড়াই করতে আসে তখন বলবে, আমি ছায়েম’।^{১২২}

ক. যাদের জন্য ছিয়াম ফরয :

সকল ব্যক্তির জন্য রামায়ানে ছিয়াম ফরয নয়। ছিয়াম ফরয হওয়ার জন্য কিছু শর্ত রয়েছে। রামায়ানের ছিয়াম প্রত্যেক মুসলিম, সাবালক, জ্ঞানসম্পন্ন, সামর্থ্যবান, গৃহে অবস্থানকারী (মুছাফির নয়), সুস্থ ও সকল বাধা থেকে মুক্ত মুসলিম নর-নারীর উপর ফরয। ছিয়াম ফরয হওয়ার উপরোক্ত ছয়টি শর্ত -

(ক) মুসলিম হওয়া : কাফের ব্যক্তির উপর ছিয়াম ফরয নয়, করলেও তা প্রত্যাখ্যাত হবে। ইচ্ছাকৃত ছালাত ত্যাগকারী ব্যক্তির উপর ছিয়াম নেই।

(খ) বালেগ বা প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া : নাবালেগের উপর ছিয়াম ফরয নয়। পুরুষের স্বপ্নদোষ এবং মহিলাদের হায়েয হওয়ার পরে বালেগ ধরা হয়।

(গ) সুস্থ মস্তিষ্ক বা আকুল (জ্ঞান) সম্পন্ন ব্যক্তি : সুস্থ মেধা সম্পন্ন ব্যক্তির উপর ছিয়াম পালন ফরয। কিন্তু পাগল বেহুশ ব্যক্তির উপর ছিয়াম ফরয নয়।

(ঘ) মুকীম বা গৃহে অবস্থানকারী : মুকীম ব্যক্তির উপর ছিয়াম পালন ফরয। কিন্তু মুছাফিরের জন্য তা ফরয নয়। তবে সফরে ছিয়াম ভঙ্গ করলে পরবর্তীতে তা কাযা আদায় করতে হবে।

(ঙ) দৈহিক ভাবে সুস্থ ও সক্ষম : ছিয়াম পালন করতে অক্ষম বা অসুস্থ পীড়িত ব্যক্তির উপর ছিয়াম ফরয নয়। সুতরাং সুস্থ ও সক্ষম হওয়া শর্ত।

(চ) শরীয়তের বাঁধামুক্ত হওয়া : নারীর ক্ষেত্রে সে যদি হায়েযী বা নেফাসী মহিলাদের উপর ছিয়াম পালন রাখা ফরয নয়। তবে তারা পরবর্তীতে ঐ ছিয়ামগুলোর কাযা আদায় করবে। বিধায় শরীয়তের বাঁধামুক্ত হওয়া জরুরী।

খ. যাদের জন্য ছিয়াম ফরয নয় :

যাদের জন্য ছিয়াম ফরয নয় তাদের সম্পর্কে নিম্নে তুলে ধরা হ’ল-

১. কাফের ব্যক্তি : কাফের সেই ব্যক্তি যে ঈমানের ছয়টি শাখার একটিকে অস্বীকার করে ও বিশ্বাস রাখে না। ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, **أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ** ‘আমি বিশ্বাস স্থাপন করলাম (১) আল্লাহর উপরে

(২) তাঁর ফেরেশতাগণের উপরে (৩) তাঁর প্রেরিত কিতাব সমূহের উপরে (৪) তাঁর রাসূলগণের উপরে (৫) ক্বিয়ামত দিবসের উপরে এবং (৬) আল্লাহর পক্ষ হ’তে নির্ধারিত তাক্বদীরের ভাল-মন্দের উপরে’।^{১২৩} এই হাদীছের ওপর একজন কাফের ব্যক্তি পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস রাখে না। যেমন আবু জাহেল আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা হিসেবে মেনে নিলেও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে নবী হিসেবে মেনে নেয়নি। আবার জন্ম-মৃত্যু চিরন্তন সত্য জেনেও আখিরাতকে বিশ্বাস করেনি।

কাফের ও মুমিন যে আলাদা সেই সম্পর্কে আল্লাহ তা’আলা বলেন, **هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ** ‘তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউ কাফের ও কেউ মুমিন। আর তোমরা যা কিছু করো, আল্লাহ সবই দেখেন’ (তাগাবুন ৬৪/২)।

অন্যত্র তিনি বলেন, **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا** ‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর ও আনুগত্য তার রাসূলের। আর তোমরা তোমাদের আমলগুলিকে বিনষ্ট করো না’ (মুহাম্মাদ ৪৭/৩৩)। এর দ্বারা বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ ও রাসূলের অবাধ্যতামূলক কোন কাজই আল্লাহর নিকট কবুল হবে না। সর্বোপরি কুফরী

সকল সৎকর্ম বিনষ্ট করে দেয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ، 'তুমি বলো, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো। যদি তারা এ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহ'লে (তারা জেনে রাখুক যে) আল্লাহ কাফিরদের ভালবাসেন না' (আলে ইমরান ৩/৩২)। অর্থাৎ আল্লাহ ও রাসূল থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়াটা কাফিরদের স্বভাব। যাদেরকে আল্লাহ ভালবাসেন না। অন্যত্র বলেন, مَنْ عَمِلَ صَالِحًا، 'যে ব্যক্তি সৎকর্ম করে, সে তার নিজের জন্যই সেটা করে। আর যে অসৎ কর্ম করে তার প্রতিফল তার উপরেই বর্তাবে। বস্তুতঃ তোমার প্রতিপালক তার বান্দাদের প্রতি যুলুমকারী নন' (হা-মীম সাজদাহ ৪১/৪৬)।

পরিশেষে, কাফির বা অমুসলিমের জন্য ছিয়াম এ দুনিয়ায় আদায়যোগ্য ওয়াজেব নয়। কেননা, সে ছিয়াম পালন করলেও তা শুদ্ধ হবে না এবং আল্লাহর নিকট কবুলও হবে না। যেহেতু ইবাদতে ইখলাছ ও আকীদাহ পরিশুদ্ধ হওয়া অন্যতম প্রধান শর্ত। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهِونَ 'তাদের অর্থ সাহায্য গ্রহণে বাঁধা এই যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অস্বীকার করে, ছালাতে শৈথিল্যেতা প্রদর্শন করে এবং একান্ত অনিচ্ছাকৃতভাবেই দান করে' (তাওবা ৯/৫৪)।

২. ইচ্ছাকৃত ছালাত ত্যাগকারী : শারঈ বিধানে ছালাত সৎকর্মগুলোর মধ্যে অন্যতম। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ 'আর তোমরা ছালাত কয়েম করো, যাকাত প্রদান করো এবং রুকুকারীদের সাথে রুকু করো' (বাক্বারাহ ২/৪৩)। ছালাত হ'ল আল্লাহ তা'আলা নিকট অধিক প্রিয় ইবাদত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنَّهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ

‘বান্দা যে সকল ইবাদত পালনের মাধ্যমে আমার নৈকট্য লাভ করে তন্মধ্যে ফরয ইবাদত আমার নিকট অধিক প্রিয়’।^{১২৪}

আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলা বলেন, مَا سَأَلَكُمْ فِي سَقَرٍ، قَالُوا لَمْ نَكُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، 'কিসে তোমাদেরকে সাকার (জাহান্নামে) নিক্ষেপ করেছে? তারা বলবে, আমরা মুছল্লী ছিলাম না' (মুদাসসির ৭৪/৪২-৪৩)।

কিয়ামতের মাঠে সর্বপ্রথম ছালাতের হিসাব গ্রহণ করা হবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ فَإِنْ أَتَمَّهَا وَإِلَّا قِيلَ انظُرُوا هَلْ لَهُ مِنْ تَطَوُّعٍ فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ أَكْمَلَتِ الْفَرِيضَةَ مِنْ تَطَوُّعِهِ ثُمَّ يُفَعَّلُ بِسَائِرِ الْأَعْمَالِ الْمَفْرُوضَةِ مِثْلُ ذَلِكَ.

‘কিয়ামতের দিন মুসলিম বান্দার সর্বপ্রথম ফরয ছালাতের হিসাব নেয়া হবে। যদি সে তা পূর্ণরূপে আদায় করে থাকে, তবে তা ভালো। অন্যথায় বলা হবে, দেখো তার কোন নফল ছালাত আছে কি না? যদি তার নফল ছালাত থাকে, তবে তা দিয়ে তার ফরয ছালাত পূর্ণ করা হবে। অতঃপর অন্যান্য সব ফরয আমলের ব্যাপারেও অনুরূপ ব্যবস্থা করা হবে’।^{১২৫}

ইসলামে প্রবেশকারী মুসলমান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের স্বীকৃতি প্রদানের পরেই তার ওপর ছালাত ও যাকাতের বিধান অপরিহার্য। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، 'আমি লোকদের সাথে যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি, যে পর্যন্ত না তারা সাক্ষ্য দেয়

১২৪. বুখারী হা/৬৫০২; মিশকাত হা/২২৬৬।

১২৫. ত্বাবারাগী, মু'জামূল আওসাত্ হা/১৮৫৯; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৩৫৮।

যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন (সত্য) উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। আর তারা ছালাত কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে’।^{১২৬}
 ইচ্ছাকৃতভাবে ছালাত তরককারী অথবা ছালাতের ফরযিয়াতকে অস্বীকারকারী ব্যক্তি কাফির ও জাহান্নামী। ঐ ব্যক্তি ইসলাম হ’তে বহিষ্কৃত। মু’আয (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةَ مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ ‘ইচ্ছাকৃত ভাবে কখনও ফরয ছালাত পরিত্যাগ করো না। কেননা ইচ্ছাকৃত ভাবে যে ব্যক্তি ফরয ছালাত ত্যাগ করে, আল্লাহ তা’আলা তার ওপর থেকে দায়িত্ব উঠিয়ে নেন’।^{১২৭} অন্যত্র বলেন, لَا تَتْرُكَ صَلَاةَ مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ ‘ইচ্ছাকৃত ভাবে ফরয ছালাত ত্যাগ করবে না। যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত ভাবে ফরয ছালাত ত্যাগ করবে, তার ওপর থেকে ইসলাম প্রদত্ত নিরাপত্তা উঠে যাবে’।^{১২৮} তবে সাধারণভাবে ছালাত তরক করাকে হাদীছে ‘কুফরী’ হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। জাবির (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ. ‘(মুমিন) বান্দা ও কুফরীর মধ্যে পার্থক্য হ’ল ছালাত পরিত্যাগ করা’।^{১২৯} ছাহাবায়ে কেলামও একে ‘কুফরী’ হিসাবে গণ্য করতেন। আব্দুল্লাহ বিন শাকীক্ব (রহঃ) বলেন, كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرَوْنَ شَيْئًا مِنَ الْأَعْمَالِ تَرَكَهُ كُفْرًا. ‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ ছালাত ছাড়া অন্য কোন ‘আমল পরিত্যাগ করাকে কুফরী বলে মনে করতেন না’।^{১৩০} তারা নিঃসন্দেহে জাহান্নামী। তবে অস্বীকারকারী কাফিরগণের ন্যায় ইসলাম থেকে খারিজ নয়

১২৬. বুখারী হা/২৫; মিশকাত হা/১২; ইবনু হিব্বান হা/২১৯; দারাকুৎনী হা/৯১০।

১২৭. আহমাদ হা/২২১২৮; মিশকাত হা/৬১।

১২৮. ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৫৮০; ছহীহুল জামি’ হা/৭৩৩৯।

১২৯. মুসলিম, মিশকাত হা/৫৬৯; আব্দুদাউদ হা/৪৬৭৮; তিরমিযী হা/২৬২০; ইবনু মাজাহ হা/১০৭৪।

১৩০. তিরমিযী হা/২৬২২; মিশকাত হা/৫৭৯; ছহীহ আত-তারগীব হা/৫৬৪।

বা চিরস্থায়ী জাহান্নামী নয়। কেননা এই প্রকারের মুসলমানেরা কর্মগতভাবে কাফির হ’লেও বিশ্বাসগতভাবে কাফির নয়। বরং খালেছ অন্তরে পাঠ করা কালেমার বরকতে এবং কবীরা গুণাহগারদের জন্য শেযনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর শাফা’আতের ফলে শেষ পর্যায়ে এক সময় তারা জান্নাতে ফিরে আসবে।^{১৩১} তবে তারা সেখানে ‘জাহান্নামী’ (الْجَهَنَّمِيُّونَ) বলেই অভিহিত হবে।^{১৩২}

সুতরাং ছালাতের মত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত ইচ্ছাকৃতভাবে ছেড়ে দিলে ছিয়াম পালনের বিধান তার ওপর বর্তায় না। অতএব, ছালাত আদায়কারী ব্যক্তিই কেবল ছিয়াম পালন করবে। ছিয়াম রেখেছে অথচ ছালাত আদায় করে না তাদের ছিয়াম কোন কাজে আসবে না। কারণ ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে রামায়ানের ছিয়াম অন্যতম এবং ছালাতের সাথে সম্পূরক। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমার (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ. ‘ইসলামের স্তম্ভ হচ্ছে পাঁচটি। ১. আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই এবং নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহর রাসূল-এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করা। ২. ছালাত কায়েম করা। ৩. যাকাত আদায় করা। ৪. হজ্জ সম্পাদন করা এবং ৫. রামায়ানের ছিয়াম পালন করা’।^{১৩৩} কেহ ছিয়াম রেখে ছালাত ছেড়ে দিলে কাফের হিসেবে পরিগণিত হবে যতক্ষণ না তওবা করে ফিরে আসে এবং নিয়মিত ছালাত আদায় করে।

৩. মিথ্যাবাদী ব্যক্তি : আপনি কঠিন ক্ষুধা বা পিপাসায় কাতর হয়েও আল্লাহর ভয়ে ও তাঁর সন্তুষ্টির আশায় নিজেকে খাদ্য ও পানীয় থেকে বিরত রাখেন, অথচ সামান্য রাগের জন্য গাল-মন্দ, ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হলে; মিথ্যা অহংবোধকে সম্মুখ করে পরনিন্দা, গীবত, চোগলখুরী ইত্যাদি ভয়ংকর

১৩১. মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ, মিশকাত হা/৫৫৭৩-৭৪; তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৫৫৯৮-৫৬০০।

১৩২. বুখারী হা/৭৪৮০; মিশকাত হা/৫৫৮৪।

১৩৩. বুখারী হা/৮; মুসলিম হা/১৬; মিশকাত হা/৪।

হারামে লিপ্ত হলে; সামান্য লোভের জন্য মিথ্যা, ফাঁকি, সুদ, ঘুষ, ওজনে কম, মওজুদদারীতে মুনাফা লুটে ও অন্যান্য যাবতীয় হারাম কাজ নির্বিচারে ভক্ষণ করলে; আপনি প্রবৃত্তির অনুসরণে মত্ত এবং আপনার ছিয়াম আত্মপ্রবঞ্চনার মধ্যে লিপ্তও পতিত হয়েছে। ধার্মিকতা ও ধর্ম পালনের মিথ্যা অনুভূতি ছাড়া আপনার কিছুই লাভ হচ্ছে না। কেননা মিথ্যে বলা কাবীরা গুণাহ। তাওবা ব্যতীত এই গুণাহর ক্ষমা নেই। মুমিন হিসাবে সর্বদা সত্যবাদী হওয়া উচিত। সুতরাং যে ব্যক্তি মিথ্যে কথা পরিত্যাগ করতে পারে না, তার ছিয়াম পালনের কোন প্রয়োজন নেই। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ. 'যে ব্যক্তি মিথ্যা বলা ও সে অনুযায়ী আমল বর্জন করেনি, তার এ পানাহার পরিত্যাগ করায় আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই'।^{১৩৪} অন্যত্র তিনি বলেন, إِذَا أَصْبَحَ أَحَدُكُمْ يَوْمًا صَائِمًا فَلَا يَرُفُثُ وَلَا يَجْهَلُ فَإِنَّ امْرُؤًا شَاتَمَهُ أَوْ قَاتَلَهُ 'তোমাদের কেউ ছিয়াম পালন করলে সে যেন পাপাচারে লিপ্ত না হয় এবং মূর্খের ন্যায় আচরণ না করে। কেউ তার সাথে বিবাদে লিপ্ত হয়ে গালমন্দ বা ঝগড়া করে। তবে সে যেন বলে, আমি ছায়িম, আমি ছায়িম'।^{১৩৫}

মিথ্যেবাদী ছিরাতে মুস্তাক্বীম থেকে ছিটকে পড়ে এবং আল্লাহর হিদায়াত থেকে বঞ্চিত হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালংঘনকারী ও মিথ্যেবাদীকে সুপথ প্রদর্শন করেন না' (মুমিন ৪০/২৮)।

মিথ্যা বলার গুণাহ মিথ্যেবাদীকে জাহান্নামে নিষ্ক্ষিপ্ত করে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا.

১৩৪. বুখারী হা/১৯০৩; মিশকাত হা/১৯৯৯; আব্দুদাউদ হা/২৩৬২; তিরমিযী হা/৭০৭।

১৩৫. মুসলিম হা/১১৫১; আব্দুদাউদ হা/২৩৬৩; আহমাদ হা/৭৪৮৪; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৩৪১৬; ইবনু খুযায়মা হা/১৯৯৬; মুয়াত্তা মালেক হা/১০৯৯।

'তোমরা মিথ্যাচার পরিহার করো। কেননা মিথ্যাচার পাপের দিকে ধাবিত করে এবং পাপ জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। কোন লোক অনবরত মিথ্যা বলতে থাকে এবং মিথ্যাচারকে স্বভাবে পরিণত করে। অবশেষে আল্লাহর নিকটে তার নাম মিথ্যেবাদী হিসাবে লিখিত হয়'।^{১৩৬} হযরত আলী (রাঃ) বলেন, إِنَّ الصِّيَامَ لَيْسَ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَلَكِنْ مِنَ الْكُذْبِ وَالْبَاطِلِ وَاللَّغْوِ 'খাদ্য-পানীয় থেকে বিরত থাকার নামই ছিয়াম নয়; বরং মিথ্যা, মন্দ কাজ ও কথা থেকে বিরত থাকার নামই ছিয়াম'।^{১৩৭}

৪. শিশু ও পাগল : অপ্রাপ্ত বয়স্ক বা নাবালেগ, যতক্ষণ না সাবালেগ হয় এবং পাগল যতক্ষণ পর্যন্ত তার জ্ঞান ফিরে না পায়। ততক্ষণ পর্যন্ত তার ওপর শারঈ বিধি-বিধান প্রতিপালন শুদ্ধ হবে না। التَّمْيِيزِ وَالْعَقْلِ অর্থাৎ জ্ঞান সম্পন্ন এবং প্রাপ্ত বয়স্ক হ'তে হবে। কেননা পাগল এবং শিশুর উপর থেকে আল্লাহ তা'আলা কলম উঠিয়ে নিয়েছেন। আলী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ 'তিন শ্রেণীর ব্যক্তির উপর থেকে আল্লাহ তা'আলা কলম উঠিয়ে নিয়েছেন। ঘুমন্ত ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত সে জাগ্রত না হয়, অপ্রাপ্ত বয়স্ক বা নাবালেগ, যতক্ষণ না সাবালেগ হয় এবং পাগল যতক্ষণ পর্যন্ত না তার জ্ঞান ফিরে আসে'।^{১৩৮} যদি অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক শারঈ বিধান প্রতিপালন করে তবে ছওয়াব পিতা-মাতার হবে।^{১৩৯}

বর্তমানে শিশুদের ব্যাপারে আজকের দিনে অনেক অভিভাবক এ বিষয়ে গাফেল ও উদাসীন। তারা নাবালেগ শিশু-সন্তানদের ছিয়াম পালনের নির্দেশ দেন না। এমনকি আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও তাদের প্রতি অনুচিত মায়া দেখিয়ে ছিয়াম পালনে নিষেধ করেন। অথচ বাস্তবতার আলোকে ইসলামের মৌলিক

১৩৬. বুখারী হা/৬০৯৪; মুসলিম হা/২৬০৭; মিশকাত হা/৪৮২৪; আব্দুদাউদ হা/৪৯৮৯;

তিরমিযী হা/১৯৭১; ইবনে হিব্বান হা/২৭২; ছহীছল জামি' হা/৪০৭১।

১৩৭. শু'আবুল ঈমান ৩/৩১৭, হা/৩৬৪৮।

১৩৮. আব্দুদাউদ হা/৪৪০১; মিশকাত হা/৩২৮৭।

১৩৯. মুসলিম হা/১৩৩৬; মিশকাত হা/২৫১০; নাসাঈ হা/২৬৪৭-৪৯।

বিধি-বিধান প্রতিপালন ও তার মূল্যায়ন শিক্ষার ওপর প্রশিক্ষণ দেয়াই সন্তানের প্রতি প্রকৃত ভালোবাসার স্বরূপ। রুবাইয়া বিনতু মু'আব্বিয়া (রাঃ) বলেন, وَنَجْعَلُ لَهُمُ اللَّعْبَةَ مِنَ الْعَهْنِ ، وَنُصَوِّمُ صَبِيَانَنَا ، فَأِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهُ ذَاكَ ، حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الْإِفْطَارِ . 'আমরা ছিয়াম পালন করতাম এবং আমাদের শিশুদের ছিয়াম পালন করতাম। আমরা তাদের জন্য পশমের খেলনা তৈরি করে দিতাম। তাদের কেউ খাবারের জন্য কাঁদলে তাকে ঐ খেলনা দিয়ে ভুলিয়ে রাখতাম। আর এভাবেই ইফতারের সময় হয়ে যেত'।^{১৪০} অতএব প্রশিক্ষণের নিমিত্তে শিশুদেরকে ছিয়াম পালনে উৎসাহিত করুন, যদিও রামায়ানের ছিয়াম তাদের ওপর ফরয নয়।

৫. ছিয়াম পালনে অক্ষম ও পীড়িত ব্যক্তি : সর্বাবস্থায় আল্লাহকে ভয়করা এবং আস্থা রাখা উচিত। কেননা আল্লাহ কাউকে সাধ্যাতীত দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ثُمَّ نَطَعُ فَأَتَقُوا اللَّهَ مَا أَسْ 'যতটুকু পার তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করো' (আত-তাগাবুন ৬৪/১৬)। অন্যত্র বলেন, لَأَيُّكُمْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ سَافِرًا فَاعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ 'আল্লাহ সাধ্যের বাইরে কাউকে দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না' (আল-বাকারাহ ২/২৮৬)।

অক্ষম ব্যক্তির জন্য ফরয ছিয়াম ছেড়ে দেয়ার সুযোগ রয়েছে। আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলা বলেন, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامِ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ .

'অতঃপর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি পীড়িত হবে অথবা সফরে থাকবে, সে যেন এটি অন্য সময় পালন করে নেয়। আর যাদের জন্য এটি খুব কষ্টকর হবে, তারা যেন এর পরিবর্তে একজন করে মিসকীনকে খাদ্য দান করে। যদি

১৪০. বুখারী হা/১৯৬০।

কেউ স্বেচ্ছায় বেশী দেয়, তবে সেটা তার জন্য উত্তম হবে। আর যদি তোমরা ছিয়াম রাখ, তবে সেটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর যদি তোমরা তা অনুধাবন করো' (বাকারাহ ২/১৮৪)। আতা (রহঃ) ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'যারা সওম পালনে সক্ষম নয়। তাদের জন্য একজন মিসকীনকে খানা খাওয়ানোই ফিদ্যা। এ আয়াত রহিত হয়নি। এ হুকুম সেই অতিবৃদ্ধ পুরুষ ও স্ত্রীলোকের জন্য যারা সওম পালনে সমর্থ নয়। এরা প্রত্যেক দিনের সওমের পরিবর্তে একজন মিসকীনকে পেট পুরে আহার করাবে'।^{১৪১} আবু বুরদাহ (রাঃ) বলেন, আমি আবু মূসা (রাঃ)-কে একাধিকবার বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِذَا مَرَضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُفِيمًا صَحِيحًا . 'যখন বান্দা পীড়িত হয় কিংবা সফরে থাকে, তখন তাঁর জন্য তা-ই লেখা হয়, যা সে সুস্থ অবস্থায় আমল করত'।^{১৪২}

৬. মুসাফির ব্যক্তি : মুসাফির ব্যক্তির জন্য সফরে ফরয ছিয়াম ছেড়ে দেওয়ার সুযোগ রয়েছে। আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলা বলেন, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ 'অতঃপর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি পীড়িত হবে অথবা সফরে থাকবে, সে যেন এটি অন্য সময় পালন করে নেয়' (বাকারাহ ২/১৮৪)।

সফররত অবস্থায় ছিয়াম না রাখা ব্যক্তির ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। আনাস (রাঃ) বলেন, ছাহাবীগণ রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে সফরে যেতেন। তাদের কেউ ছিয়াম রাখতেন আবার কেউ রাখতেন না। উভয় দলের কেউ পরস্পরের বিরুদ্ধে আপত্তি উঠাতেন না।^{১৪৩}

৭. ঋতুবতী ও নিফাসি মহিলা : (ক) دم الحيض (হায়েষের রক্ত) : এটা দুর্গন্ধযুক্ত, ঘন ও কালো রঙের হয়, যা নির্দিষ্ট সময়ে প্রাপ্তবয়স্ক নারীদের লজ্জাস্থান হ'তে নির্গত হয়।^{১৪৪} অপর দিকে, বালেগ হওয়ার পর মহিলাদের প্রতিমাসে ৬/৭ দিন বা কমবেশি মেয়াদে শরীর যে রক্তক্ষরণ হয়, তাকে

১৪১. বুখারী হা/৪৫০৫।

১৪২. বুখারী হা/২৯৯৬।

১৪৩. বুখারী হা/১৯৪৭; মুসলিম হা/১১১৬; মিশকাত হা/২০২০।

১৪৪. ছহীহ ফিকুহুস সুন্নাহ, ১/২০৬ পৃঃ।

মাসিক ঋতুস্রাব বা হায়েয বলা হয়। (খ) دم النفاس (নিফাসের রক্ত) : সন্তান প্রসবের পরে নারীদের লজ্জাস্থান হ'তে যে রক্ত নির্গত হয় তাকে নিফাস বলা হয়।^{১৪৫}

উভয় অবস্থায় মহিলারা নাপাক বা অপবিত্র থাকে। তাই ছালাত, ছিয়াম ও স্বামী-স্ত্রীর যৌন মিলন, কুরআন স্পর্শ করা, মাসজিদে যাওয়া ও কা'বা তাওয়াফ করা নিষিদ্ধ। তবে শারঈ বিধান মতে, ছিয়াম কাযা আদায় করতে হবে। মু'আযাহ (রহঃ) বলেন, আমি আয়েশা (রাঃ)-কে প্রশ্ন করলাম, ঋতুবতী মহিলা ছিয়াম কাযা করবে এবং ছালাত কাযা করবে না এটা কেমন কথা? তিনি বললেন, তুমি কি হারুরিয়্যাহ?^{১৪৬} আমি বললাম, আমি হারুরিয়্যাহ নই; বরং আমি (জানার জন্যই কেবল) জিজ্ঞেস করেছি। আয়েশা (রাঃ) বলেন, كَانَ يُسَيِّئُ ذَلِكَ فَنُؤْمِرُ بِقِضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمِرُ بِقِضَاءِ الصَّلَاةِ. 'আমাদের যখন এরূপ হত। তখন আমাদেরকে কেবল ছিয়াম কাযা করার নির্দেশ দেয়া হত, ছালাত কাযা করার নির্দেশ দেয়া হত না'^{১৪৭}

ঋতুস্রাব সাদা রং ধারণ করলে বুঝতে হবে পবিত্র হওয়ার সময় হয়ে গেছে। আয়েশা (রাঃ) বলতেন : لَا تَعَجَّلْنَ حَتَّى تَرِينَ الْقِصَّةَ الْبَيْضَاءَ 'তোমরা তাড়াছড়া করে হায়েয বন্ধ হয়ে গেছে মনে করো না। যতক্ষণ না শুভ্র পানি দেখতে পাও'^{১৪৮} নিফাসের মেয়াদ সম্পর্কে উম্মু সালামা (রাঃ) বলেন, كَانَتْ التُّنْفَسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقْعُدُ بَعْدَ نَفَاسِهَا أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً شَكََّ أَبُو خَيْثَمَةَ وَكُنَّا نَطْلِي عَلَى وُجُوهِنَا الْوَرَسَ مِنَ الْكَلْفِ. 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে নিফাসগ্রস্তা মহিলারা চল্লিশ দিন বা চল্লিশ

১৪৫. তদেব ১/২১৫ পৃঃ।

১৪৬. হারুরা কুফা নগরের নিকটবর্তী একটি গ্রামের নাম। প্রথমে খারিজীরা এ গ্রামে এসে একত্রিত ছিল এজন্য তাদেরকে হারুরী বলা হয়েছে। এ খারিজীরা হযীহ হাদীছ এবং মুসলিমদের ঐকমত্যের বিরোধিতা করে (নববী)।

১৪৭. মুসলিম হা/৩৩৫; মিশকাত হা/২০৩২।

১৪৮. বুখারী হা/৩১৯; মুয়াত্তা মালিক হা/১৮৯।

রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন। আর আমরা আমাদের মুখমন্ডলের দাগ দূর করার জন্য তাতে ওয়ার্স (এক প্রকার সুগন্ধিযুক্ত ঘাস) ঘষে দিতাম'^{১৪৯}

৮. গর্ভবতী ও দুগ্ধ দানকারী মহিলা : গর্ভবতী ও শিশুর ক্ষতি হবে দুধ দানে ব্যহত হ'লে এমন মহিলা জন্য ফরয ছিয়াম ছেড়ে দেয়ার সুযোগ রয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. 'আর যাদের জন্য এটি খুব কষ্টকর হবে, তারা যেন এর পরিবর্তে একজন করে মিসকীনকে খাদ্য দান করে। যদি কেউ স্বেচ্ছায় বেশী দেয়, তবে সেটা তার জন্য উত্তম হবে। আর যদি তোমরা ছিয়াম রাখ, তবে সেটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর যদি তোমরা তা অনুধাবন করো' (বাকারাহ ২/১৮৪)।

যে সকল গর্ভবতী বা দুগ্ধদানকারিণী নারী ছিয়াম পালনে শিশুর ক্ষতির আশঙ্কা করবে তাদের জন্য দু'টি পদ্ধতি জায়েয। একটি হ'ল- প্রতিদিনের বিনিময়ে অর্ধ ছা' ফিদিয়া প্রদান করবে। ইবনু আববাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহর বাণী- (অর্থ) যারা সামর্থ্যবান তারা মিসকীনদের ফিদিয়া প্রদান করবে। তিনি বলেন, এ আয়াতটি অতি বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা লোকের জন্য ঐচ্ছিক ব্যবস্থা স্বরূপ। যদি তারা ছিয়াম পালন করতে সমর্থ হয়, তবে ছিয়াম রাখবে। অন্যথায় প্রত্যহ একজন মিসকীনকে খাদ্য খাওয়াবে। আর গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারিণী স্ত্রীলোকগণ যদি সন্তানের ক্ষতির আশংকা করে, তবে তাদের জন্যও এ নির্দেশ বহাল রয়েছে। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, যদি তারা তাদের সন্তানের ব্যাপারে শংকিত হয়, তবে তারা ছিয়াম না রেখে (মিসকীনকে) খাদ্য খাওয়াতে পারে।^{১৫০}

দ্বিতীয়তঃ রামাযানে ছিয়াম ছেড়ে দিবে এবং পরবর্তীতে কাযা আদায় করবে। আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা মুসাফিরের উপর থেকে রহিত করে দিয়েছে অর্ধেক ছালাত এবং মূলতবী রেখেছেন

১৪৯. আবুদাউদ হা/৩১১; আহমাদ হা/২৬৬৮০; সনদ হাসান।

১৫০. আবুদাউদ হা/২৩১৮; ইরওয়া ৪/১৮; শায।

ছওমকে। আর গর্ভবতী মহিলা এবং দুগ্ধদানকারী মহিলা থেকেও মূলতবী করে দিয়েছেন ছওম’।^{১৫১}

ইমাম হাসান ও ইবরাহীম (রহ.) বলেন, স্তন্যদাত্রী এবং গর্ভবতী স্ত্রীলোক যখন নিজ প্রাণ অথবা তাদের সন্তানের জীবনের প্রতি হুমকির আশঙ্কা করে তখন তারা উভয়ে ছিয়াম ভঙ্গ করতে পারবে।

গ. ছিয়ামের বিধি-বিধান :

ছিয়ামের বিধি-বিধান অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। রামায়ানের ছিয়ামের বিধি-বিধান রামায়ান মাসের নতুন চাঁদ দেখে শুরু হয় এবং শাওয়াল মাসের নতুন চাঁদ দেখে শেষ হয়। বরকত মণ্ডিত রামায়ান মাস যারা পাবে, তারা যেন ছিয়াম পালন করে। আল্লাহ তা’আলা বলেন, *فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ*, ‘তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ (রামায়ান) মাস পাবে, সে যেন ছিয়াম রাখে’ (বাক্বারাহ ২/১৮৫)। চাঁদের উপর নির্ভর করে ছিয়ামের শুরু ও শেষ। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, *صُومُوا لِرُؤُوسِهِ وَأَفْطِرُوا*, ‘তোমরা চাঁদ দেখে ছিয়াম রাখ ও চাঁদ দেখে ছিয়াম ভঙ্গ করো। অতঃপর যদি চাঁদ তোমাদের নিকটে মেঘাচ্ছন্ন থাকে, তাহ’লে শা’বান মাস ত্রিশ দিন পূর্ণ করো’।^{১৫২}

এই নতুন চাঁদ দেখে রামায়ান মাসকে স্বাগতম জানিয়ে নিম্নোক্ত দো‘আটি পড়তে হয়- *اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ أَهْلُهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ* (আল্লাহ-হু আকবার, আল্লাহ-হুমা আহিল্লাহু ‘আলাইনা বিল আমনি ওয়াল ঈমান-নি, ওয়াসসালা-মাতি ওয়াল ইসলা-মি, ওয়াততাওফীকি লিমা তুহিব্বু ওয়া তারযা; রাক্বী ওয়া রাক্বুকাল্লা-হ) অর্থাৎ-‘আল্লাহ সবার চেয়ে বড়। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের উপরে চাঁদকে উদিত কর শান্তি ও ঈমানের সাথে, নিরাপত্তা ও ইসলামের সাথে এবং

১৫১. নাসাঈ হা/২২৭৪, ২৩১৫; আহমাদ হা/২০৩৪১; সনদ হাসান।

১৫২. বুখারী হা/১৯০৯; মিশকাত হা/১৯৭০ ‘ছওম’ অধ্যায় ‘চাঁদ দেখা’ অনুচ্ছেদ।

আমাদেরকে ঐ সকল কাজের ক্ষমতা দানের সাথে, যা তুমি ভালবাস ও যাতে তুমি খুশী হও। (হে চন্দ্র!) আমার ও তোমার প্রভু আল্লাহ’।^{১৫৩}

নিজ এলাকায় রামায়ানের চাঁদ দেখার উপর নির্ভর করে ছিয়াম শুরু করতে হবে। পৃথিবীর অন্য দেশের সাথে মিলিয়ে ছিয়াম পালন বাড়াবাড়ি বৈ কিছুই নয়। যা নিম্নোক্ত হাদীছে নিষেধ করা হয়েছে। হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ)

হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, *عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقْدَمُوا الشَّهْرَ حَتَّى تَرَوْا الْهَيْلَالَ قَبْلَهُ أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثُمَّ صُومُوا* ‘তোমরা রামায়ান মাসকে এগিয়ে এনো না যতক্ষণ না তোমরা তার পূর্বে চাঁদ দেখ। অথবা তোমরা শা’বান মাসের (ত্রিশ দিনের) গণনা পূর্ণ কর। অতঃপর ছিয়াম রাখ যতক্ষণ না (ঈদের) চাঁদ দেখ অথবা তার পূর্বে (রামায়ানের ত্রিশ দিনের) গণনা পূর্ণ কর’।^{১৫৪}

১. ছিয়ামের নিয়ত করা :

নিয়ত’ (النِّيَّةُ) অর্থ মনন করা বা সংকল্প করা। নিয়তের গুরুত্ব অপরিসীম। ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, *إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ*, ‘নিয়তের উপরই কাজের ফলাফল নির্ভরশীল’।^{১৫৫}

নিয়ত ব্যতীত ছিয়াম হবে না। হাফসা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, *مَنْ لَمْ يُجْمَعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ*, ‘যে ব্যক্তি ফযরের আগে ছিয়ামের নিয়ত করেনি বা করবে না তার ছিয়াম হবে না’।^{১৫৬} অতএব মনে মনে ছিয়ামের সংকল্প করাই যথেষ্ট। হজ্জের তালবিয়া ব্যতীত ছালাত, ছিয়াম

১৫৩. তিরমিযী হা/৩৪৫১; দারেমী হা/১৬৮৭-৮৮; মিশকাত হা/২৪২৮; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৮১৬।

১৫৪. নাসাঈ হা/২১২৬; আবুদাউদ হা/২০১৫।

১৫৫. বুখারী হা/১; মিশকাত হা/১; আবুদাউদ হা/২২০১; ইবনু মাজাহ হা/৪২২৭; ছহীছুল জামি‘ হা/২৩১৯; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৪১৫।

১৫৬. তিরমিযী হা/৭৩০; আবুদাউদ হা/২৪৫৪; মিশকাত হা/১৯৮৭; ইবনে খুযায়মা হা/১৯৩৩; দারাকুত্বনী হা/২২৩৯; ছহীছুল জামি‘ হা/৬৫৩৮; সনদ ছহীহ।

বা অন্য কোন ইবাদতের শুরুতে আরবী বা অন্য ভাষায় নিয়ত পড়া বিদ'আত। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন, **إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ**, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ অন্তরসমূহের খবর জানেন' (আলে আলে ইমরান ৩/১১৯)।

২. সাহারীর পরিচয় :

'সাহারী' আরবী শব্দ। এর অর্থ হ'ল, ভোর রাতের খাবার। ছুবহে ছাদেকের সময় ছিয়াম সাধনার উদ্দেশ্যে যে পানাহার করা হয় তাকে সাহারী বলে।

ক. সাহারীর জন্য আযান দেয়া : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায় তাহাজ্জুদ ও সাহারীর আযান বেলাল (রাঃ) দিতেন এবং ফজরের আযান অন্ধ ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু উম্মে মাকতূম (রাঃ) দিতেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, **إِنَّ بِلَالًا يُؤَدِّنُ بَلِيلٌ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا تَأْذِينَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ**. 'বেলাল রাত্রে আযান দিলে তোমরা খানাপিনা করো, যতক্ষণ না ইবনু উম্মে মাকতূম ফজরের আযান দেয়'।^{১৫৭} বুখারীর ভাষ্যকার হাফেয ইবনু হাজার আসকালানী (রহঃ) বলেন, 'বর্তমান কালে সাহারীর সময় লোক জাগানোর নামে আযান ব্যতীত যা কিছু করা হয় সবই বিদ'আত'।^{১৫৮} ওসব থেকে বিরত থাকা আবশ্যিক।

খ. বরকত মণ্ডিত সাহারী ও খাওয়ার সময়সীমা : সাহারী হ'ল বরকত মণ্ডিত খানা, যা শরীরকে পুষ্টি যোগান দেয় এবং ইবাদতে স্পৃহা ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। রাসূল (ছাঃ) পরিবারের ও সঙ্গী-সাথীদের যেভাবে ডাকাডাকি করতেন। ইরবায় বিন সারিয়াহ (রাঃ) বলেন, একদিন রামাযানে সাহারীর সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে ডেকে বলেন, **هَلُمَّ إِلَى الْعَدَاءِ الْمُبَارَكِ**. 'এসো এই বরকত মণ্ডিত খানার দিকে'।^{১৫৯} সাহারীর খাবারে ফেরেশতামণ্ডলী রহমত

১৫৭. বুখারী হা/১৯১৯; মুসলিম হা/১০৯২; নায়লুল আওত্ভার ২/১২০ পৃঃ।

১৫৮. ফাৎহুল বারী হা/৬২২-২৩-এর ব্যাখ্যা, 'ফজরের পূর্বে আযান' অনুচ্ছেদ ২/১২৩-২৪; নায়লুল আওত্ভার ২/১১৯।

১৫৯. আব্দাউদ হা/২৩৪৪; নাসাঈ হা/২১৬৫; মিশকাত হা/১৯৯৭।

বর্ষণ করেন। ইবনু ওমর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, **إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى** 'নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তার ফেরেশতাগণ সাহারীকারীদের উপর রহমত বর্ষণ করেন'।^{১৬০} আর খেজুর সাহারীতে উত্তম খাবার। আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, **نَعْمَ سَحُورُ الْمُؤْمِنِ التَّمْرُ**. 'মু'মিনের জন্য সাহারীর উত্তম খাবার হ'ল খেজুর'।^{১৬১} সাহারী দেহীতে খাওয়া কল্যাণকর। উম্মে হাকীম বিনতে ওয়াদে' আল-খুযা'ইয়াহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, **عَجِّلُوا الْإِفْطَارَ وَأَخِّرُوا السُّحُورَ**. 'তোমরা ইফতার দ্রুত করো এবং সাহারী দেহীতে করো'।^{১৬২}

সাহারীর সময়সীমা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, **وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ**, 'আর তোমরা খানাপিনা রো যতক্ষণ না রাতের কালো রেখা থেকে ফজরের শুভ রেখা তোমাদের নিকট স্পষ্ট হয়' (বাক্বারাহ ২/১৮৭)।

খাবারের পাত্র হাতে থাকাবস্থায় ফজরের আযান হ'লে তা রেখে না দিয়ে প্রয়োজন পূরণ করে খেতে হবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, **إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمْ النَّدَاءَ وَالْإِنَاءَ عَلَى يَدِهِ فَلَا يَضَعُهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ**. 'খাদ্য বা পানির পাত্র হাতে থাকা অবস্থায় তোমাদের মধ্যে যদি কেউ ফজরের আযান শোনে, তবে সে যেন প্রয়োজন পূর্ণ না করে পাত্র রেখে না দেয়'।^{১৬৩} সাহারী ও ফজরের সময়ের ব্যবধান পঞ্চাশ আয়াত পাঠের সময় পর্যন্ত। ক্বাতাদাহ ও আনাস (রাঃ) বলেন,

১৬০. ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৩৪৬৭; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৬৫৪; হাসান হাদীছ।

১৬১. আব্দাউদ হা/২৩৪৫; মিশকাত হা/১৯৯৮; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৩৪৭৫; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৫৬২; সনদ ছহীহ।

১৬২. ত্বাবারাগী কাবীর হা/৩৯৫; ছহীহুল জামি' হা/৩৯৮৯।

১৬৩. আব্দাউদ হা/২৩৫০; মিশকাত হা/১৯৮৮, আহমাদ হা/১০৬৩৭; দারাকুত্নী হা/২২০৭; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৩৯৪; সনদ হাসান।

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَيْدَ بْنِ ثَابِتٍ تَسَحَّرَا فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ سَحُورِهِمَا قَامَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الصَّلَاةِ فَصَلَّى، فُلْنَا لِأَنْسٍ: كَمْ كَانَ بَيْنَ فَرَغِهِمَا مِنْ سَحُورِهِمَا وَدُخُولِهِمَا فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: قَدَرُ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ خَمْسِينَ آيَةً .

‘এক রাত্রে নবী করীম (ছাঃ) ও য়ায়েদ ইবনু ছাবেত সাহারী খেলেন। যখন তাঁরা দু’জন সাহারী থেকে ফারেগ হ’লেন, তখন রাসূল (ছাঃ) ফজরের ছালাতের জন্য দাঁড়ালেন এবং ছালাত পড়লেন। আমরা আনাসকে জিজ্ঞেস করলাম, তাঁদের সাহারী থেকে ফারেগ হওয়া ও ছালাতে প্রবেশ করার মধ্যে কী পরিমাণ সময় ছিল? তিনি বললেন, পঞ্চাশটি আয়াত পড়ার পরিমাণ’।^{১৬৪}

৪. ছিয়াম ভঙ্গের কারণ সমূহ :

ছিয়াম ভঙ্গের যেসব কারণ আছে তন্মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ গুলো উল্লেখ করা হ’ল। যথা-

ক. ইচ্ছাকৃতভাবে খানাপিনা করলে : ছিয়াম অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে খানাপিনা করলে ছিয়াম ভঙ্গ হয় এবং তার কাযা আদায় করতে হয়। কেননা ছিয়াম রাখার সময়সীমা সুবহে ছাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। আল্লাহ তা’আলা বলেন,

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ... تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا،

‘আর তোমরা খানাপিনা করো যতক্ষণ না রাতের কালো রেখা থেকে ফজরের শুভ রেখা তোমাদের নিকট স্পষ্ট হয়। অতঃপর ছিয়াম পূর্ণ কর রাত্রির আগমন পর্যন্ত।... এটাই আল্লাহর সীমারেখা। অতএব তোমরা এর নিকটবর্তী হয়ো না’ (বাক্বারাহ ২/১৮৭)।

তবে ভুল বশতঃ খেয়ে ফেললে বা পান করলে তাতে ছিয়াম ভঙ্গ হবে না। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِذَا نَسِيَ فَأَكَلَ

‘ছায়িম ভুলক্রমে পানাহার করলে, সে যেন তা পুরা করে নেয়। কেননা আল্লাহ তা’আলা ছায়িমকে পানাহার করিয়েছেন’।^{১৬৫} এই হাদীছের ব্যাখ্যায় আত্বা (রহঃ) বলেন, إِنَّ نَاكَهَ پَانِي دِيتهَ گِيهَ يَدِي تَا كَثْنَالِيتهَ دُوكهَ يَآي، آَر سَهَ فِيرَاتهَ سَكْم نَا هَی تَا هَلَهَ كُون دَوَش نَهِي’। হাসান (রহঃ) বলেন, إِنَّ دَخَلَ حَلَقَهُ، لَأَبَآسَ، إِنْ لَمْ يَمْلِكْ. ‘ছায়িম ব্যক্তির কঠনালীতে মাছি ঢুকে পড়লে তার কিছু করতে হবে না’। হাসান এবং মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, إِنَّ حَامَعَ نَآسِيَا، ‘ছায়িম ব্যক্তি যদি ভুলবশতঃ স্ত্রী সহবাস করে ফেলে, তবে তার কিছু করতে হবে না’।^{১৬৬}

খ. ইচ্ছাকৃতভাবে স্ত্রীমিলন হ’লে : ছায়িম অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে যৌনসম্বোগ করলে ছিয়াম ভঙ্গ হয় এবং তার কাফফারা স্বরূপ একটানা দু’মাস ছিয়াম পালন অথবা ৬০ (ষাট) জন মিসকীন খাওয়াতে হয়। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। তিনি বললেন, وَمَا ذَاكَ. ‘কিসে তোমাকে ধ্বংস করেছে? সে বলল, আমি রামায়ানে ছওমরত অবস্থায় আমার স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছি। তিনি বললেন, تَجِدُ رَقِيَةً. ‘তোমার কোন ক্রীতদাস আছে কি যাকে তুমি আযাদ করে দিতে পার?’ সে বলল, না। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَّابِعَيْنِ. ‘তুমি কি ক্রমাগত দু’মাস ছিয়াম পালন করতে পারবে?’ সে বলল, না। পুনরায় রাসূল (ছাঃ) বললেন, فَتَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا. ‘তুমি ষাটজন মিসকীনকে খাওয়াতে পারবে কি?’ সে বলল, না। তারপর সে বসে গেল। এরপর রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট

এক ঝুড়ি খেজুর আনা হ'ল। তিনি লোকটিকে বললেন, اذْهَبْ بِهَذَا فَتَصَدَّقْ . 'এগুলো ছাদাকাহ করে দাও। তখন সে বলল, আমার চেয়েও অভাবী লোককে ছাদাকাহ করে দিব? (মাদীনার) দু'টি কংকরময় ভূমির মধ্যস্থিত স্থানে আমার পরিবারের চেয়ে অভাবী পরিবার আর একটিও নেই। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হেসে দিলেন। এমনকি তার সামনের দাঁতগুলো প্রকাশ হয়ে পড়ল। তখন তিনি বললেন, اذْهَبْ فَأَطْعِمَهُ أَهْلَكَ . 'তাহলে যাও এবং তোমার পরিবারকে খেতে দাও'।^{১৬৭}

তবে স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরলে এবং চুমু খেলে ছিয়াম ভঙ্গ হয় না। আয়িশা (রাঃ) বলেন, كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَيُنَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ . 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছিয়ামরত অবস্থায় স্ত্রীদেরকে চুমু খেতেন এবং নিজের শরীরের সাথে মিশিয়ে ধরতেন। কেননা তিনি প্রয়োজনে নিজেকে তোমাদের চেয়ে অনেক বেশী নিয়ন্ত্রণে রাখতে সমর্থ ছিলেন'।^{১৬৮} তবে স্ত্রী মিলনের আকাংখা প্রবল না হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখা আবশ্যিক। কিংবা উত্তেজনা বৃদ্ধির আশংকা থাকলে তা থেকে বিরত থাকাই সমীচীন।

গ. ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করলে : ছিয়াম অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করলে ক্বাযা আদায় করতে হবে। তবে অনিচ্ছাকৃত বমি হ'লে, ভুলক্রমে কিছু খেলে বা পান করলে, স্বপ্নদোষ বা সহবাসজনিত নাপাকী অবস্থায় সকাল হয়ে গেলে, চোখে সুর্মা লাগালে বা মিসওয়াক করলে ছিয়াম ভঙ্গ হয় না।^{১৬৯}

আর ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করলে তাকে সর্বাত্মে অনুতপ্ত হয়ে তওবা করতে হবে। অতঃপর ঐ দিনের বদলে একটি ক্বাযা ছিয়াম আদায় করতে হবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قِضَاءٌ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلَيْتَقِضُ . 'ছিয়াম অবস্থায় যে ব্যক্তি

১৬৭. বুখারী হা/২৬০০; মুসলিম হা/১১১১।

১৬৮. বুখারী হা/১৯২৭; মিশকাত হা/২০০০; তিরমিযী হা/৭২৯; হাসান ছহীহ।

১৬৯. শাওকানী, নায়লুল আওত্বার ৫/২৭১-৭৫, ২৮৩; ১/১৬২ পৃঃ; ফিক্‌হুস সুন্নাহ ১/৪২৬-২৭ পৃ.।

অনিচ্ছাকৃতভাবে বমি করবে, তার জন্য ক্বাযা নেই। আর যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করবে, সে যেন ক্বাযা আদায় করে'।^{১৭০}

ঘ. অসুস্থ ও অক্ষম অবস্থায় : অতি বৃদ্ধ ও অসুস্থ ব্যক্তি যারা ছিয়াম পালনে অক্ষম, তাদের ছিয়াম ভঙ্গ করার বিধান রয়েছে। তারা ছিয়ামের ফিদইয়া হিসাবে দৈনিক একজন করে মিসকীন খাওয়াবেন (বাক্বারাহ ২/১৮৪)।

ছাহাবী আনাস (রাঃ) গোশত-রুটি বানিয়ে একদিনে ৩০ (ত্রিশ) জন মিসকীন খাইয়েছিলেন।^{১৭১} এমনকি গর্ভবর্তী ও দুগ্ধদানকারিণী মহিলা ছিয়াম ভঙ্গ করতে পারবেন। ইবনু আববাস (রাঃ) গর্ভবর্তী দুগ্ধদানকারিণী মহিলাদেরকে ছিয়ামের ফিদইয়া আদায় করতে বলতেন।^{১৭২}

ঙ. মৃত ব্যক্তির ক্বাযা আদায় : মৃত ব্যক্তির ছিয়ামের ক্বাযা তার উত্তরাধিকারীগণ আদায় করবেন অথবা তার বিনিময়ে ফিদইয়া দিবেন।^{১৭৩} ফিদইয়ার পরিমাণ দৈনিক এক মুদ বা সিকি ছা' চাউল অথবা গম।^{১৭৪} খ্যাতনামা তাবৈঈ হাসান বাছরী (২১-১১০ হি.) বলেন, إِنَّ صَامَ عَنْهُ ثَلَاثُونَ 'যদি তার উপর রামায়ানের ছিয়ামের মানত থাকে, আর তার পক্ষ হ'তে যদি ৩০ জন ব্যক্তি একদিন ছিয়াম রাখে, তবে সেটি জায়েয হবে'।^{১৭৫} আর যদি তার উত্তরাধিকারীরা ফিদইয়া দেয়, তবে একই দিনে ত্রিশজন মিসকীনকে জমা করে পেট ভরে খাইয়ে দিবে। যেমন হযরত আনাস (রাঃ) তাদেরকে গোশত-রুটি খাইয়েছিলেন।^{১৭৬}

৫. ইফতারে পরিচয় :

১৭০. তিরমিযী হা/৭২০; মিশকাত হা/২০০৭; সনদ ছহীহ।

১৭১. ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা বাক্বারাহ ১৮৪ আয়াত; ইরওয়া হা/৫২৪; সনদ ছহীহ।

১৭২. বুখারী হা/৪৫০৫; ইরওয়া হা/৯১২; নায়ল ৫/৩১১ পৃঃ।

১৭৩. নায়ল ৫/৩১৫-১৭ পৃঃ।

১৭৪. বায়হাক্বী হা/৮০০৫-০৬, ৪/২৫৪ পৃঃ।

১৭৫. বুখারী তা'লীক 'ছওম' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৪২; আলবানী, মুখতাছার ছহীছল বুখারী হা/৪৫৪, অনুচ্ছেদ-৪২।

১৭৬. কুরতুবী, ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা বাক্বারাহ ১৮৪ আয়াত; দারাকুত্বনী হা/১৬; ইরওয়া হা/৫২৪, সনদ 'ছহীহ'

ইফতার আরবী শব্দ। এর অর্থ হ'ল ছিয়াম ভঙ্গ করা। সূর্যাস্তের সাথে সাথে ইফতার করাই শরী'আতের নির্দেশ।

ক. ইফতারে দো'আ পাঠ করা : ইফতারের শুরুতে بِسْمِ اللّٰهِ (বিসমিল্লাহ) বলে শুরু করবে এবং

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ (আলহামদুলিল্লাহ) বলে শেষ করবে।^{১৭৭}

ইফতার শেষে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিম্নোক্ত দো'আও বলতেন, ذَهَبَ الظَّمَأُ

.وَابْتَلَّتِ العُرُوْقُ وَنَبَتَ الأَجْرُ إِن شَاءَ اللّٰهُ (যাহাবায় যামাউ ওয়াবতাল্লা-লাতিল

উরুকু ওয়া ছাবাতাল আজরু ইনশাআল্লাহ) অর্থাৎ, 'তৃষ্ণা দূর হ'ল, শিরা-

উপশিরা সিক্ত হ'ল এবং আল্লাহ চাহে তো পুরস্কার নিশ্চিত হ'ল'^{১৭৮} ছায়িম

অবস্থায় বেশী বেশী দো'আ ও যিকির করা উচিত। কেননা, ছায়িম ব্যক্তির

দো'আ আল্লাহ দ্রুত কবুল করে থাকেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত,

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ثلاثه لا ترد دعوتهم : الصائم حتى يفطر والإمام

العدل ودعوة المظلوم. 'তিন ব্যক্তির দো'আ ফিরিয়ে দেয়া হয় না : ছায়িমের

যে পর্যন্ত না ইফতার করে, ন্যায়-পরায়ণ নেতার ও মযলুম ব্যক্তির দো'আ যাকে আল্লাহ আকাশে উঠিয়ে নেন'^{১৭৯}

খ. দ্রুত ইফতার করার ফযীলত : দ্রুত ইফতার দ্বীন বিজয়ের জন্য কল্যাণকর।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لَا يَزَالُ الدِّينُ ظَاهِرًا مَا

عَجَّلَ النَّاسُ الفِطْرَ لِأَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى يُؤَخَّرُونَ. 'দ্বীন চিরদিন বিজয়ী থাকবে,

যতদিন লোকেরা দ্রুত ইফতার করবে। কেননা ইহুদী-নাছারাগণ ইফতার

দেরীতে করে'^{১৮০} অন্যত্র এসেছে, উম্মে হাকীম বিনতে ওয়াদে' আল-

১৭৭. মুসলিম, মিশকাত হা/৪২০০।

১৭৮. আবূদাউদ হা/২৩৫৭; মিশকাত হা/১৯৯৩; দারাকুত্নী হা/২৩০২; হাসান হাদীছ।

১৭৯. হযীহ ইবনু হিব্বান হা/৩৪২৮।

১৮০. আবূদাউদ হা/২৩৫৩; মিশকাত হা/১৯৯৫; আত-তারগীব হা/১০৭৫; হাসান হাদীছ।

খুযা'ইয়াহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, عَجَّلُوا الْإِفْطَارَ وَأَخْرُوا عَجَّلُوا الْإِفْطَارَ وَأَخْرُوا 'তোমরা ইফতার দ্রুত করো এবং সাহারী দেরীতে করো'^{১৮১}

ঘ. ক্রিয়ামের বিধি-বিধান :

ছায়িম সারাদিন ছিয়াম পালন করে রাতের প্রথমভাগে ক্রিয়াম করে আল্লাহর

শুকরিয়া জ্ঞাপন করে। এই ক্রিয়ামের মাধ্যমে মুমিনের জীবনের অতীতের

গুণাহসমূহ ক্ষমা হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ قَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا

‘যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সাওয়াবের আশায়

রামায়ানে ক্রিয়ামুল লায়িল অর্থাৎ, তারাবীহর ছালাত আদায় করবে তার

পূর্ববর্তী গুণাহসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হবে'^{১৮২} নিম্নে ক্রিয়ামের বিধি-বিধান

তুলে ধরা হলো-

১. তারাবীহর ছালাতের বিধান ও ফযীলত :

'ছালাতুল লায়িল' বা রাতের বিশেষ নফল ছালাতকে তাহাজ্জুদ ও তারাবীহ বলা হয়।

ক. তারাবীহ ছালাতের পরিচয় : তারাবীহ (تَرَوِيحٌ) মূল ধাতু رَاحَةٌ (রা-

হাতুন) অর্থ : প্রশান্তি। অন্যতম ধাতু رَوَّحٌ (রাওছন) অর্থ : সন্ধ্যারাতে কোন

কাজ করা। সেখান থেকে تَرَوِيحَةٌ (তারাবীহাতুন) অর্থ : সন্ধ্যারাতে প্রশান্তি

বা প্রশান্তির বৈঠক; যা রামায়ান মাসে তারাবীহর ছালাতে প্রতি চার রাক'আত

শেষে করা হয়ে থাকে। বহুবচনে (التَرَوِيحِ) 'তারা-বীহ' অর্থ : প্রশান্তির

বৈঠকসমূহ (আল-মুনজিদ)। রামায়ানের রাতের প্রথমমাংশে যখন জামা'আতে

তারাবীহর ছালাত আদায় করার প্রচলন শুরু হয়, তখন প্রতি চার

১৮১. আহমাদ হা/২১৩৫০; ত্বাবারাগী কাবীর হা/৩৯৫; হযীহুল জামি' হা/৩৯৮৯।

১৮২. বুখারী হা/২০০৮; নাসাঈ হা/২১৯৬; আহমাদ হা/৭৮৬৮; ইবনে হিব্বান হা/২৫৪৬।

রাক'আত অন্তর কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেওয়া হ'ত। আর সেই কারণেই 'তারাবীহ' নামকরণ হয়, (ফাৎহুল বারী, আল-কামুসুল মুহীত)।^{১৮৩}

খ. তারাবীহর ছালাতের রাক'আত সংখ্যা : তারাবীহর রাক'আত সংখ্যা সম্পর্কে এই বর্ণনাগুলো যথেষ্ট শক্তিশালী। আবু সালামাহ ইবনু আব্দুর রাহমান (রাঃ) বলেন, আমি আয়িশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রামায়ান মাসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছালাত কেমন ছিল? জওয়াবে আয়েশা (রাঃ) বলেন, مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَيَّ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রামায়ান বা রামায়ানের বাইরে এগার রাক'আতের বেশী রাতের নফল ছালাত আদায় করতেন না'।^{১৮৪}

হযরত সায়েব বিন ইয়াযীদ (রাঃ) বলেন, 'ওমর ফারুক (রাঃ) উবাই ইবনু কা'ব ও তামীম আদ-দারী (রাঃ)-কে রামায়ানের রাত্রিতে লোকদেরকে সাথে নিয়ে জামা'আত সহকারে এগারো রাক'আত ছালাত আদায়ের নির্দেশ দান করেন'।^{১৮৫} এ সময় তাঁরা প্রথম রাত্রিতে ইবাদত করতেন। ওমর (রাঃ) বললেন, نَعْمَ الْبِدْعَةُ هَذِهِ، وَالَّتِي يَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي يَقُومُونَ. يُرِيدُ . 'কতই না সুন্দর এই নতুন ব্যবস্থা! তোমরা রাতের যে অংশে ঘুমিয়ে থাক তা রাতের ঐ অংশ অপেক্ষা উত্তম, যে অংশে তোমরা ছালাত আদায় করো'। তিনি ইহা দ্বারা শেষ রাত বুঝিয়েছেন। কেননা তখন রাতের প্রথমভাগে লোকেরা ছালাত আদায় করত।^{১৮৬}

শায়খ আলবানী (রহঃ) (মুওয়াত্তা হা/৩৮০-তে) বলেন, ইয়াযীদ বিন রুমান কর্তৃক যে বর্ণনাটি এসেছে যে, 'লোকেরা ওমর ফারুক (রাঃ)-এর যামানায় ২৩ রাক'আত তারাবীহ পড়ত' একথাটি 'যঈফ'। কেননা ইয়াযীদ বিন রুমান

১৮৩. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃষ্ঠা-১৭১-৭২।

১৮৪. বুখারী হা/১১৪৭; মুসলিম হা/৭৩৮; মিশকাত হা/১১৮৮।

১৮৫. মুওয়াত্তা মালেক হা/৩৭৯, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/১৩০২, 'ছালাত' অধ্যায়, 'রামায়ানে রাত্রি জাগরণ' অনুচ্ছেদ।

১৮৬. বুখারী হা/২০১০; মুয়াত্তা হা/৩৭৮; মিশকাত হা/১৩০১।

ওমর (রাঃ)-এর যামানা পাননি।^{১৮৭} অতএব ইজমায়ে ছাহাবা কর্তৃক ওমর, ওছমান ও আলীর যামানা থেকে ২০ রাক'আত তারাবীহ সাব্যস্ত বলে যে কথা চালু রয়েছে, তার কোন শারঈ ভিত্তি নেই। একথাটি 'মুদরাজ' বা পরবর্তীকালে অনুপ্রবিষ্ট। এতদ্ব্যতীত চার খলীফার কারো থেকেই ছহীহ সনদে ২০ রাক'আত তারাবীহ প্রমাণিত নয়।^{১৮৮} বিশ রাক'আত তারাবীহ-এর প্রমাণে বর্ণিত হাদীছটি জাল।^{১৮৯}

জামা'আতের সাথে রাতের ছালাত (তারাবীহ) আদায় করা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাত এবং দৈনিক নিয়মিত জামা'আতে আদায় করা 'ইজমায়ে ছাহাবা' হিসাবে প্রমাণিত।^{১৯০} অতএব জামা'আতে তারাবীহ ছালাত বিদ'আত হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

গ. তারাবীহ ছালাতের ফযীলত :

(১) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে রামায়ান সম্পর্কে বলতে শুনেছি, مَنْ قَامَهُ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. 'যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সাওয়াবের আশায় রামায়ানে ক্বিয়ামুল লায়িল অর্থাৎ, তারাবীহর ছালাত আদায় করবে তার পূর্ববর্তী গুণাহসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হবে'।^{১৯১}

(২) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, فَتَوَفَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ عَلَى ذَلِكَ. 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ওফাতের পরও তারাবীহর জন্য জামা'আত নির্দিষ্ট ছিল না। আবু বকর (রাঃ)-এর খিলাফতকালেও একই ছিল। হযরত ওমর (রাঃ)-এর খিলাফতের প্রথম দিকে অনুরূপ ছিল। কিন্তু

১৮৭. দ্রঃ আলবানী, মিশকাত, হা/১৩০২ টীকা-২।

১৮৮. হাশিয়া মুওয়াত্তা পৃঃ ৭১-এর হাশিয়া-৭, 'রামায়ানে ছালাত' অধ্যায়; দ্রঃ তুহফাতুল আহওয়ামী শরহ তিরমিযী হা/৮০৩-এর ব্যাখ্যা ৩/৫২৬-৩২।

১৮৯. আলবানী, ইরওয়াউল গালীল হা/৪৪৫, ২/১৯১ পৃঃ।

১৯০. মিশকাত হা/১৩০২।

১৯১. বুখারী হা/২০০৮; নাসাঈ হা/২১৯৬; আহমাদ হা/৭৮৬৮; ইবনে হিব্বান হা/২৫৪৬।

শেষের দিকে তিনি তারাবীহর ছালাতের জন্যে জামা'আতের প্রচলন করেন।^{১৯২}

(৩) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, একদা আমি রামায়ানের এক রাতে ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)-এর সঙ্গে মসজিদে নব্বীতে গিয়ে দেখি লোকেরা বিক্ষিপ্ত ভাবে একাকী ছালাত আদায় করছে। ওমর (রাঃ) বললেন, **إِنِّي أَرَى لَوْ** 'আমি এই সকল ব্যক্তিদের যদি একজন ক্বারীর (ইমামের) পিছনে একত্রিত করে দেই, তবে তা উত্তম হবে'। এরপর তিনি উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ)-এর পিছনে সকলকে একত্রিত করে দিলেন। পরে আর এক রাতে আমি তাঁর সাথে বের হই। তখন লোকেরা তাদের ইমামের সাথে ছালাত আদায় করছিল। তখন ওমর (রাঃ) বললেন, **نَعْمَ الْبِدْعَةُ هَذِهِ، وَالَّتِي يَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي يَقُومُونَ.** **يُرِيدُ آخِرَ اللَّيْلِ،** 'কতই না সুন্দর এই নতুন ব্যবস্থা! তোমরা রাতের যে অংশে ঘুমিয়ে থাক তা রাতের ঐ অংশ অপেক্ষা উত্তম, যে অংশে তোমরা ছালাত আদায় করো'। তিনি ইহা দ্বারা শেষ রাত বুঝিয়েছেন। কেননা তখন রাতের প্রথমভাগে লোকেরা ছালাত আদায় করত।^{১৯৩}

২. রামায়ানের শেষ দশকের ফযীলত :

রামায়ানের শেষ দশকের বিজোড় রাত্রীগুলোর মধ্যে লাইলাতুল ক্বদরের রাতে আল্লাহ তা'আলা বহু পাপী বান্দাকে ক্ষমা করেন। এই রাত ফজর পর্যন্ত শান্তিতে পরিপূর্ণ থাকে।

ক. ই'তিকাহ করা : ই'তিকাহ তাকওয়া অর্জন করার একটি বড় মাধ্যম। এতে লায়লাতুল ক্বদর অনুসন্ধানের সুযোগ হয়। **الإِعْتِكَابِ** এর শাব্দিক অর্থ হ'ল, কোন বিষয়ের আবশ্যিকতায় নিজকে আটকে রাখা, প্রতিষ্ঠিত থাকা। পারিভাষিক অর্থে ই'তিকাহ হ'ল, নির্দিষ্ট কোন বিষয়কে আবশ্যিকীয় করতঃ মসজিদে অবস্থান করাকে ই'তিকাহ বলা হয়।

আল্লামা কুসতুলানী (রহঃ) বলেন, শাব্দিক অর্থেই ই'তিকাহ হ'ল, অবস্থান করা, আটক রাখা, ভালো কিংবা মন্দ কোন বিষয়কে আবশ্যিক করা। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, **لَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ** 'মসজিদে ই'তিকাহ অবস্থায় তোমরা রমণীদের সাথে সঙ্গম করো না' (বাকারাহ ২/১৮৭)।

'আল্লামা ইবনুল মুনযির (রহঃ) বলেন, বিদ্বানগণ এ মর্মে একমত হয়েছেন যে, ই'তিকাহ সুনাত, তা মানুষের ওপর ওয়াজিব নয়। তবে যদি কোন ব্যক্তি তার নিজের ওপর মানতের মাধ্যমে ই'তিকাহ ওয়াজিব করে নেয়, তবে তা পালন করা ওয়াজিব।

রামায়ানের শেষ দশক ই'তিকাহের জন্যে নির্ধারিত সময়। আয়েশা (রাঃ) বলেন, **أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَّخِرَ مِنْ رَمَضَانَ**, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মসজিদে নব্বীতে রামায়ানের শেষ দশকে নিয়মিত ই'তিকাহ করেছেন। তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর স্ত্রীগণও ই'তিকাহ করেছেন'।^{১৯৪} তবে নারীদের জন্যে বাড়ীর নিকটস্থ মসজিদে ই'তিকাহ করা উত্তম।^{১৯৫} ২০শে রামায়ান সূর্যাস্তের পূর্বে ই'তিকাহ স্থলে প্রবেশ করবে এবং ঈদের আগের দিন বাদ মাগরিব বের হবে।^{১৯৬}

তবে বাধ্যগত কারণে বা প্রাকৃতিক প্রয়োজন ছাড়া ই'তিকাহকারী নিজ বাড়ীতে প্রবেশ করবে না। আয়েশা (রাঃ) বলেন, **وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِيَدْخُلَ عَلَى رَأْسِهِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَأَرْجُلُهُ، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ، إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا** 'আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) মসজিদে থাকাবস্থায় আমার দিকে মাথা বাড়িয়ে দিতেন আর আমি তা আঁচড়িয়ে দিতাম এবং তিনি যখন ই'তিকাহে থাকতেন তখন (প্রাকৃতিক) প্রয়োজন ব্যতীত ঘরে প্রবেশ করতেন না'।^{১৯৭}

১৯৪. বুখারী হা/২০২৬; মুসলিম হা/১১৭২; মিশকাত হা/২০৯৭; আহমাদ হা/২৪৬৫৭।

১৯৫. ফাৎহুল বারী হা/২০৩৩-এর আলোচনা।

১৯৬. সাইয়িদ সাবিকু, ফিকুহুস সুনান হা/১/৪৩৬ 'ই'তিকাহে প্রবেশ ও বের হওয়া' অনুচ্ছেদ।

১৯৭. বুখারী হা/২০২৯; মুসলিম হা/২৯৭।

১৯২. মুসলিম হা/৭৫৯; তিরমিযী হা/৮০৮; আবুদাউদ হা/১২৪১; মিশকাত/১২৯৬।

১৯৩. বুখারী হা/২০১০; মুয়াত্তা হা/৩৭৮; মিশকাত হা/১৩০১।

খ. লায়লাতুল কুদর তালাশ করা :

একজন মুমিন সারা বছর চাতকের মত রামায়ানের প্রতীক্ষায় থাকে। অন্যদিকে রামায়ান মাসের শেষ দশকে আগমনে 'লায়লাতুল কুদর' তথা কুদরের রাত্রী তালাশে ব্যাকুল হয়ে থাকে। কুদরের রাত একটি মহিমান্বিত ও বরকতময় রজনী। মহান আল্লাহ তা'আলার কৃপায় এ রাতে সাধ্যমত ইবাদত করা এবং পাপ মোচন করিয়ে নেয়ার সুযোগ রয়েছে। এ রাত শেষে দশকের বিজোড় রাত্রীতে তালাশ করতে হয়।

১. লায়লাতুল কুদরের নামকরণ : 'কুদর' (الْقَدْرُ) অর্থ ভাগ্য, সম্মান, মর্যাদা। আর لَيْلَةُ الْقَدْرِ অর্থ ভাগ্য বা মর্যাদার রাত্রি, অথবা মহিমান্বিত রজনী। যেমন আল্লাহ বলেন, **إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ - فِيهَا يُفْرَقُ** আমরা একে নাযিল করেছি বরকতময় রাত্রীতে। আর আমরা তো সতর্ককারী। এ রাতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় নির্ধারিত হয়। আমাদের আদেশক্রমে। আর আমরাই তো প্রেরণকারী' (দুখান ৪৪/৩-৫)।

শুধু কুরআনই নয়, বরং আল্লাহ যতগুলো আসমানী কিতাব বা ছহীফা অবতীর্ণ করেছেন তার সবগুলোই রামায়ান মাসে অবতীর্ণ করেছেন। ওয়াছেলা ইবনুল আসকা' (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

أُنزِلَتْ صُحُفُ إِبْرَاهِيمَ فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِّنْ رَّمْضَانَ وَأُنزِلَتِ التَّوْرَةُ لَيْسَتْ مَضِينٍ مِّنْ رَّمْضَانَ وَأُنزِلَ الْإِنْجِيلُ لِثَلَاثِ عَشْرَةَ خَلَتْ مِّنْ رَّمْضَانَ وَأُنزِلَ الزُّبُورُ لِثَمَانِ عَشْرَةَ خَلَتْ مِّنْ رَّمْضَانَ وَأُنزِلَ الْقُرْآنُ لِأَرْبَعِ وَعِشْرِينَ خَلَتْ مِّنْ رَّمْضَانَ.

'ইবরাহীম (আঃ)-এর ছহীফা সমূহ রামায়ানের ১ম তারিখে, তাওরাত রামায়ানের ৬ তারিখে, ইঞ্জীল রামায়ানের ১৩ তারিখে, যাবূর রামায়ানের ১৮

তারিখে, কুরআন মাজীদ চব্বিশ তারিখ অতিবাহিত হওয়ার পর পঁচিশের রাত্রীতে অবতীর্ণ করা হয়েছে'।^{১৯৮}

২. লায়লাতুল কুদরের তারিখ : লায়লাতুল কুদর কোন রাতকে বলা হয়, তা নিয়ে বিদ্বানগণের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মত থাকলেও হাদীছে তার সঠিক সমাধান রয়েছে। তবে এ রাত নির্দিষ্ট কোন তারিখ সম্বলিত নয়।

ক. শেষ দশকে : রামায়ানের শেষ দশকের কোন একদিনে কুদরের রাত্রি সংঘটিত হয়ে থাকে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, **الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَّمْضَانَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي تَاسِعَةِ تَبْقَى ، فِي خَامِسَةِ تَبْقَى .** 'তোমরা তা লাইলাতুল কুদর রামায়ানের শেষ দশকে অনুসন্ধান করো। লাইলাতুল কুদর গণনায় নবম, সপ্তম বা পঞ্চম রাত অবশিষ্ট থাকে'।^{১৯৯} অন্যত্র, আয়িশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) রামায়ানের শেষ দশকে ই'তিক্বাফ করতেন এবং বলতেন, **تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَّمْضَانَ.** 'তোমরা রামায়ানের শেষ দশকে লাইলাতুল কুদর অনুসন্ধান করো'।^{২০০}

খ. বিজোড় রাত্রী : শেষ দশকের বেজোড় রাত্রিগুলিকে লাইলাতুল কুদর বলা হয়। আয়িশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, **تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوَتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَّمْضَانَ.** 'তোমরা রামায়ানের শেষ দশকের বেজোড় রাতে লাইলাতুল কুদরের অনুসন্ধান করো'।^{২০১}

গ. শেষ সাত রাত : ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, (ছাঃ)-এর কতিপয় ছাহাবীকে স্বপ্নের মাধ্যমে রামায়ানের শেষের সাত রাতে লাইলাতুল কুদর

১৯৮. বায়হাক্বী, আস-সুনানুল কুবরা হা/১৯১২১, মুসনাদে আহমাদ হা/১৭০২৫; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৫৭৫।

১৯৯. বুখারী হা/২০২১; মিশকাত হা/২০৮৫।

২০০. বুখারী হা/২০২০; মুসলিম হা/১১৬৯; তিরমিযী হা/৭৯২; আহমাদ হা/২৪৩৩৭; মুয়াত্তা মালেক হা/১১৪১; সনদ ছহীহ।

২০১. বুখারী হা/২০১৭; মিশকাত হা/২০৮৩; ছহীছুল জামি' হা/২৯২২।

দেখানো হয়। তা জেনে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَرَىٰ رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَّأَتْ فِي السَّبْعِ الْأَوَّخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّبَهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَّخِرِ. ‘আমাকেও তোমাদের স্বপ্নের অনুরূপ দেখানো হয়েছে। শেষ সাত দিনের ক্ষেত্রে মিলে গেছে। অতএব যে ব্যক্তি লাইলাতুল কুদরের সন্ধান প্রত্যাশী, সে যেন শেষ সাত রাতে সন্ধান করে’।^{২০২} ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, هِيَ فِي الْعَشْرِ، هِيَ فِي تِسْعٍ يَمْضِينَ أَوْ فِي سَبْعٍ يَبْقَيْنَ. ‘শেষ দশকে, তা অতিবাহিত নবম রাতে অথবা অবশিষ্ট সপ্তম রাতে লাইলাতুল কুদর। অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে, ‘তোমরা তِمْسُوا فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ. ‘তোমরা ২৪তম রাতে তালাশ করো’।^{২০৩}

ঘ. রামায়ানের শেষ রাতে : মু’আবিয়া বিন আবু সুফিয়ান বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, التِمْسُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ، তোমরা শেষ রাতে লায়লাতুল কুদরকে তালাশ করো’।^{২০৪} এ প্রসঙ্গে আবু ঈসা (রহঃ) বলেন, ‘উবাই ইবনু কাব (রাঃ) শপথ করে বলতেন, তা হ’ল সাতাশ তারিখের রাত্রি। তিনি আরো বলেন, এর আলামত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন এবং তা আমরা হিসাব করে রেখেছি এবং স্মরণ রেখেছি’। এছাড়াও আবু ফিলাবাহ (রহঃ) বলেন, الْعَشْرُ الْأَوَّخِرِ، لَيْلَةُ الْقَدْرِ تَنْتَقِلُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَّخِرِ، ‘লায়লাতুল কুদর রামায়ানের শেষ দশকে স্থানান্তরিত হয়ে থাকে’।^{২০৫}

অর্থাৎ- সার্বিক বর্ণনা পর্যালোচনা করে জানা যায় যে, কোন বছরে ২১ তারিখে, কোন বছরে ২৩ তারিখে, কোন বছরে ২৫ তারিখে বা ২৭ তারিখে অথবা ২৯ তারিখে হয়ে থাকে। অথবা একই বছরে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন তারিখে কুদর এসে থাকে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা সর্বাধিক জ্ঞাত রয়েছেন।

২০২. বুখারী হা/২০১৫; মুসলিম হা/১১৬৫; মিশকাত হা/২০৮৪; ছহীছুল জামি’ হা/৮৬৭।

২০৩. বুখারী হা/২০২২; মুসনাদে জামি’ হা/৬৪৪২।

২০৪. ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/২১৮৯; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৪৭১।

২০৫. তিরমিযী হা/৭৯২ (হাদীছের ব্যাখ্যা ও টিকা)।

৩. কুদরের রাতের বিশেষ আলামত : লায়লাতুল কুদর সম্পর্কে হাদীছে একাধিক রাতের উল্লেখ রয়েছে। যাতে বোঝা যায় যে, সঠিক তারিখ রাসূল (ছাঃ)-কে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। আর এই ভুলে যাওয়ার পেছনে প্রভুতঃ কল্যাণ নিহিত রয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنِّي أُرَيْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، ثُمَّ أُنْسِيْتُهَا، ‘আমাকে লায়লাতুল কুদর দেখানো হয়েছে। অতঃপর আমাকে তা ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে’।^{২০৬} অন্যত্র তিনি বলেন, ثُمَّ أُيْتِظَنِي، ‘আমাকে লায়লাতুল কুদর দেখানো হ’ল। অতঃপর আমার কোন এক স্ত্রী আমাকে জাগালেন। তারপর আমাকে তা ভুলিয়ে দেয়া হ’ল’।^{২০৭}

‘উবাদা ইবনুস সামিত (রাঃ) বলেন, একদা নবী (ছাঃ) আমাদেরকে লাইলাতুল কুদরের (নির্দিষ্ট তারিখ) অবহিত করার জন্য বের হয়েছিলেন। তখন দু’জন মুসলিম ঝগড়া করছিল। তা দেখে তিনি বলেন, إِنِّي خَرَجْتُ لِأَخْبِرِكُمْ بَلَيْلَةَ الْقَدْرِ، وَإِنَّهُ تَلَا حَىٰ فُلَانٌ وَفُلَانٌ فَرُفِعَتْ وَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ خَيْرًا. ‘আমি তোমাদেরকে লাইলাতুল কুদরের সংবাদ দিবার জন্য বের হয়েছিলাম, তখন অমুক অমুক ঝগড়া করছিল, ফলে তার (নির্দিষ্ট তারিখের) পরিচয় হারিয়ে যায়। সম্ভবতঃ এর মধ্যে তোমাদের জন্য কল্যাণ নিহিত রয়েছে। তোমরা নবম, সপ্তম ও পঞ্চম রাতে তা তালাশ করো’।^{২০৮}

লাইলাতুল কুদরের পরিচয় ভুলে গেলেও কিছু আলামত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর উম্মতদের অবহিত করেছেন। অন্য রাতের তুলনায় কুদরের রাতে মুমিন বান্দার হৃদয়ে উদারতা, প্রশান্তি ও স্বস্তিবোধ করে। আর ইবাদতে গভীর তৃপ্তি অনুভব করে। এছাড়াও

২০৬. বুখারী হা/২০১৬।

২০৭. মুসলিম হা/১১৬৬।

২০৮. বুখারী হা/২০২৩।

এক. কুদরের রাতে শান্ত, আলোকজ্জ্বল ও মৃদু বাতাস প্রবাহিত হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘লাইলাতুল কুদরের রাত উজ্জ্বল’। অন্য এক বর্ণনায় আছে, ‘নাতিশীতোষ্ণ বা না ঠাণ্ডা, না গরম’।^{২০৯}

দুই. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘লাইলাতুল কুদরের রাত্রিটি হ’ল প্রশান্ত ও আনন্দময়, না গরম আর না ঠাণ্ডা এবং وَأَمَّا رَيْثُهَا أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فِي صَبِيحَةِ يَوْمِهَا يَبْضَاءُ لَا شُعَاعَ لَهَا. ‘ভোরের সূর্য উদিত হবে কিরণহীন দুর্বল ও নিস্প্রভ লাল হয়ে’।^{২১০}

তিন. ফজর পর্যন্ত শান্তিময় থাকে কুদরের রাত্রি। সেকারণে, لَا تَضْرِبُ بِأَيِّ لَا تَضْرِبُ بِأَيِّ الْقَدْرِ ‘কুদরের রাতে উষ্ণা ছুটে না’।^{২১১}

চার. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةٌ سَمِيحَةٌ طَلْقَةٌ لَا حَارَةَ وَلَا بَارِدَةَ تَصْبِحُ الشَّمْسُ صَبِيحَتِهَا ضَعِيفَةً حَمْرَاءُ. ‘লাইলাতুল কুদরের রাতে মনোরম আবহাওয়া ও প্রশান্তিদায়ক বাতাস প্রবাহিত হওয়া এবং সকালে সূর্য দুর্বল এবং লাল হয়ে যায়’।^{২১২}

পাঁচ. আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, ‘আমরা আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) উপস্থিতিতে লাইলাতুল কুদর নিয়ে আলোচনা করছিলাম অতঃপর তিনি বললেন, ‘তোমাদের মধ্যে কে (ঐ রাত) মনে করতে পার যেদিন ‘চাঁদ অর্ধ থালার মত উঠেছিল’? (মুসলিম)

ছয়. ‘আবু সালামা (রাঃ) বলেন, আমি আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)-কে লাইলাতুল-কুদর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি বললেন, ‘একখন্ড মেঘ এসে এমন ভাবে বর্ষণ শুরু করল যে, যার ফলে (মসজিদে নববীর) ছাদ দিয়ে পানি

২০৯. ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/২১৯০, আলবানী শাওয়াহেদের ভিত্তিতে ছহীহ বলেছেন।
ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৩৬৮৮, শু‘আইব আরনাউত্ব একে ছহীহ বলেছেন।

২১০. মুসলিম হা/৭৬২; আবুদাউদ হা/১৩৭৮; তিরমিযী হা/৭৯৩।

২১১. মুসনাদ আহমদ, ত্বাবারানী, ইবনে খুযাইমাহ, সনদ ছহীহ, ২১৯২।

২১২. আবুদাউদ আত-ত্বায়ালিসী হা/২৮০২; শু‘আবুল ঈমান হা/৩৪১৯; ছহীহুল জামে‘ হা/৫৪৭৫।

পড়া শুরু হল। কেননা, (তখন মসজিদের) ছাদ ছিল খেজুরের ডালের তৈরী। এমন সময় ছালাতের ইকামত দেওয়া হ’ল, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে পানি ও কাদার উপর সিজদা করতে দেখলাম, এমন কি আমি তাঁর কপালেও কাদার চিহ্ন দেখতে পেলাম’।^{২১৩}

৪. লায়লাতুল কুদরের ফযীলত : কুদরের রাত সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা‘আলা পবিত্র কুরআনে একটি সূরা নাযিল করেছেন। তিনি বলেন, إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ . وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ . لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ . تَنْزِيلُ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ . سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ .

‘আমরা একে নাযিল করেছি কুদরের রাত্রিতে। তুমি কি জানো কুদরের রাত্রি কি? কুদরের রাত্রি হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম। এ রাতে অবতরণ করে ফেরেশতাগণ এবং রুহ, তাদের প্রভুর অনুমতিক্রমে বিভিন্ন নির্দেশনা সহকারে এ রাতে কেবলই শান্তি বর্ষণ। যা চলতে থাকে ফজর উদয় হওয়া পর্যন্ত’ (কুদর ৯৭/১-৫)।

সূরা কুদর থেকে যে ফযীলত জানা যায় তা হ’ল- হাজার রাত্রির চাইতেও উত্তম (কুদর ৯৭/৩)। জিবরীল (আঃ) এবং ফেরেশতারা নেমে আসেন (কুদর ৯৭/৪)। ফজর পর্যন্ত সালাম বা শান্তি বর্ষিত হয় (কুদর ৯৭/৫)। এটি একটি বরকতময় রাত (দুখান ৪৪/৩)। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَا يَخْرُجُ شَيْطَانُهَا حَتَّىٰ يَخْرُجَ فَجْرُهَا . ‘এ রাতে ফজর পর্যন্ত শয়তান বের হয় না’।^{২১৪}

ছিয়াম পালন করলে মানুষের কৃত গুণাহ সমূহ মাফ হয়ে যায়। অনুরূপভাবে লাইলাতুল কুদরের রাতেও ক্ষমার সৌভাগ্য অর্জন করে। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَوَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، ‘যে ব্যক্তি

২১৩. বুখারী হা/২০১৬ ও ২০১৮।

২১৪. ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৩৬৮৮; শু‘আইব আরনাউত্ব (রহঃ) বলেন, ‘ছহীহ হাদীছ’।

ঈমানের সাথে ও ছওয়াবের আশায় রামায়ানের ছিয়াম পালন করে, তার পূর্বের গুনাহ সমূহ মাফ করে দেয়া হয়। যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও ছওয়াবের আশায় রামায়ানের রাত্রি ইবাদতে কাটায় তার পূর্বের গুনাহ সমূহ মাফ করে দেয়া হয়। আর যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও ছওয়াবের আশায় কুদরের রাত্রি ইবাদতে কাটায় তার পূর্ববর্তী গুনাহ সমূহ মাফ করে দেয়া হয়।^{২১৫}

রামায়ান মাস শুরু হ'লে রসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, **إِنَّ هَذَا الشَّهْرَ فَذُ حَضَرَكُمْ** **وَفِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَهَا فَقَدْ حُرِمَ الْخَيْرَ كُلَّهُ وَلَا يُحْرَمُ خَيْرَهَا** **إِلَّا مَحْرُومٌ** 'তোমাদের নিকট এ মাস সমুপস্থিত। এতে রয়েছে এমন এক রাত, যা হাযার মাস অপেক্ষা উত্তম। এ থেকে যে ব্যক্তি বঞ্চিত হলো সে সমস্ত কল্যাণ থেকেই বঞ্চিত হলো। কেবল বঞ্চিত ব্যক্তিরাই তা থেকে বঞ্চিত হয়।'^{২১৬}

শুধু লাইলাতুল কদরের রাতে নয়, প্রত্যেক রাতেই আল্লাহ তা'আলা নিম্ন আসমানে নেমে আসেন এবং অনেক বান্দাকে ক্ষমা করেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, **يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ** **إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرِ يَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ** **مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ** 'আল্লাহ প্রতি রাতের তৃতীয় প্রহরে নিম্ন আকাশে অবतरণ করেন এবং ফজর পর্যন্ত বান্দাদের প্রতি আহবান জানিয়ে বলেন, আহ কি কোন আহবানকারী, আমি তার আহবানে সাড়া দেব। আহ কি কেউ সাহায্য প্রার্থনাকারী, আমি তাকে তা দিব। আহ কি কেউ ক্ষমা প্রার্থনাকারী, আমি তাকে ক্ষমা করব।'^{২১৭}

২১৫. বুখারী হা/২০১৪; মুসলিম হা/৭৬০; মিশকাত হা/১৯৫৮; আবূদাউদ হা/১৩৭২; তিরমিযী হা/৬৮৩; নাসাঈ হা/২২০২।

২১৬. ইবনু মাজাহ হা/১৬৪৪; ছহীহ আত-তারগীব হা/৯৮৯, ৯৯০; হাসান ছহীহ।

২১৭. বুখারী হা/১১৪৫; মুসলিম হা/৭৫৮; মিশকাত হা/১২২৩।

৫. কুদরের রাতে পঠিতব্য দো'আ : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রামায়ানে বিশেষত শেষ দশকে তওবা ও ইস্তিগফারের জন্য নিচের দো'আটি শিক্ষা দিয়েছেন।

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفْوٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي.

উচ্চারণ : আল্লা-হুমা ইন্নাকা 'আফুব্বুন তুহিব্বুল 'আফওয়া ফা'ফু 'আন্নী।

অর্থ : 'হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমাশীল। তুমি ক্ষমা করতে ভালবাস। অতএব আমাকে ক্ষমা করো।'^{২১৮}

হযরত আয়িশা (রাঃ) বলেন, **يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ وَافَقَتْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ مَا** **اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفْوٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ** 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি কুদরের রাত পেলে কি দো'আ পাঠ করব? তখন রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তুমি বলবে, **اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفْوٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ** অর্থাৎ, 'হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমাশীল। তুমি ক্ষমা করতে ভালবাস। অতএব আমাকে ক্ষমা করো।'^{২১৯} কুদরের রাতে বেশী বেশী ইবাদত এবং দো'আটি অধিক হারে পাঠসহ কুরআন তিলাওয়াত করতে হয়।

৩. ফিতরা আদায় করা :

ছাদাকাতুল ফিতর মুসলমান নারী-পুরুষ, ছোট-বড়, সকলের জন্য আদায় করা ফরয। ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন,

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ.

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় উম্মতের ক্রীতদাস ও স্বাধীন, নারী ও পুরুষ, ছোট ও বড় সকলের উপর মাথা পিছু এক ছা' পরিমাণ খেজুর বা যব যাকাতুল ফিতর হিসাবে ফরয করেছেন এবং তা ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পূর্বেই

২১৮. আহমাদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২০৯১।

২১৯. ইবনু মাজাহ হা/৩৮৫০; মিশকাত হা/২০৯১; আহমাদ হা/২৫৫৩৬; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৩৩৭।

আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন'।^{২২০} ঈদের দিন সকালেও যদি কেউ মৃত্যুবরণ করেন, তার জন্য ফিতরা আদায় করা ফরয নয়। আবার ঈদের দিন সকালে কোন বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হ'লে তার পক্ষ থেকে ফিতরা আদায় করা ফরয।^{২২১} ছাদাকাতুল ফিতর হ'ল জানের ছাদাকাহ, মালের নয়। প্রত্যেকের জন্য মাথাপিছু এক ছা' খাদ্যশস্য যাকাতুল ফিতর হিসাবে বের করতে হবে। 'ছা' হচ্ছে তৎকালীন সময়ের এক ধরনের ওয়ন করার পাত্র। মদীনার হিসাবে এক ছা' এদেশের আড়াই কেজি চাউলের সমান অথবা প্রমাণ সাইজ হাতের পূর্ণ চার অঞ্জলী চাউল।

অর্ধ ছা' ফিতরা আদায় করা সুন্নাত বিরোধী কাজ। মু'আবিয়া (রাঃ)-এর যুগে মদীনায় গম ছিল না। সিরিয়া হ'তে গম আমদানী করা হ'ত। তাই উচ্চ মূল্যের বিবেচনায় তিনি অর্ধ ছা' গম দ্বারা ফিতরা দিতে বলেন। কিন্তু বিশিষ্ট ছাহাবী আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) সহ অন্যান্য ছাহাবীগণ মু'আবিয়া (রাঃ)-এর এই ইজতিহাদী সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেন এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশ ও প্রথম যুগের আমলের উপরেই কায়েম থাকেন।

ছাদাকাতুল ফিতর ঈদের দু'এক দিন পূর্বে আদায় ও পরে বণ্টন করা ওয়াজিব। ঈদুল ফিতরের পূর্বে ছাহাবায়ে কেরাম বায়তুল মাল জমাকারীর নিকটে ফিতরা জমা করতেন। ফিতরা আদায়ের এটাই সুন্নাতী পস্থা, যা ঈদের ছালাতের পর হকদারগণের মধ্যে বণ্টন করতে হবে।^{২২২}

ছাদাকাতুল ফিতর এলাকার অভাবী ও দরিদ্র মানুষের মাঝে বণ্টন করবে। কেননা ধনীদের সম্পদে গরীবের হক আছে। মহান আল্লাহ বলেন, 'ধনীদের সম্পদে রয়েছে, ফকীর, বধিগতদের অধিকার' (যারিয়াত ৫১/১৯)। এতদ্ব্যতীত যাকাত আদায়ের নিম্নোক্ত আটটি খাতেও ফিতরা বণ্টন করা যাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, *إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ*

২২০. বুখারী-মুসলিম, মিশকাত হা/১৮১৫।

২২১. মিরআত ৬/১৮৫ পৃঃ।

২২২. বুখারী হা/১৫১১, 'যাকাত' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৭৭।

قُلُوبِهِمْ وَفِي الرَّقَابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ। 'যাকাত হ'ল কেবল ফকীর, মিসকীন, যাকাত আদায়কারী ও যাদের চিত্ত আকর্ষণ প্রয়োজন তাদের হক এবং তা দাস মুক্তির জন্য, ঋণগ্রস্তদের জন্য, আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের জন্য ও মুসাফিরদের জন্য। এই হ'ল আল্লাহর নির্ধারিত বিধান' (তওবা ৯/৬০)।

পরিশেষে, ছিয়ামের বিধি-বিধান যথাযথ পালনের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা সম্ভব। আল্লাহরই ভয়ে যে ব্যক্তি দুনিয়ার সকল দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে কেবল তার স্রষ্টার জন্যই নিজেকে নিবেদন করে। তার এ সামর্থ্য প্রকৃতার্থে আল্লাহর তাকুওয়াশীল বান্দায় পরিণত করে এবং এর প্রতিদান আল্লাহ নিজেই দিবেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আদম সন্তানের প্রত্যেকটি নেক 'আমল দশ থেকে সত্তর গুণ পর্যন্ত বাড়ানো হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, কিন্তু এর ব্যতিক্রম হ'ল ছওম। কেননা, ছওম আমার জন্য রাখা হয় এবং আমিই এর প্রতিদান দিব। কারণ ছায়িম ব্যক্তি নিজের প্রবৃত্তির তাড়না ও খাবার পানীয় শুধু আমার জন্য পরিহার করে। ছায়িমের জন্য দু'টি খুশীর মূহুর্ত হ'ল একটি ইফতার করার সময় আর অপরটি আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের সময়। ছায়িমের মুখের গন্ধ আল্লাহর কাছে মিশকের সুগন্ধির চেয়েও বেশী পবিত্র ও পছন্দনীয় এবং ছিয়াম ঢাল স্বরূপ'।^{২২৩}

২২৩. মুত্তাফাকু আলাইহ, মিশকাত হা/১৯৫৯; ইবনু মাজাহ হা/১৬৩৮; আহমাদ হা/৯৭১২।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের আলোকে ছিয়াম

(প্রবন্ধটি মাসিক ‘আত-তাহরীক’ পত্রিকায় ৮ম বর্ষ ১ম সংখ্যা অক্টোবর ২০০৪ইং-তে প্রকাশিত)

‘ছওম’ (صوم) আরবী শব্দ। এর অর্থ- বিরত থাকা, সংযম, নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি। মানব জাতির প্রতি আল্লাহ তা’আলার আদেশ সমূহের মধ্যে ‘ছিয়াম’ অন্যতম। ছিয়াম একটি আধ্যাত্মিক ও শারীরিক ইবাদত। ছিয়ামের আধ্যাত্মিক গুরুত্ব হচ্ছে মানুষকে মুত্তাকী বা আল্লাহভীরু করা। হিজরী দ্বিতীয় সনে ছিয়াম ফরয হয়। আল্লাহ তা’আলা বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ‘হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর ছিয়াম ফরয করা হয়েছে যেমন ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর, যেন তোমরা তাকুওয়া অর্জন করতে পার’ (বাক্বারাহ ২/১৮৩)। রামায়ান মাসের ছিয়াম ও কিয়াম মানুষের বিগত পাপগুলো মিটিয়ে দেয়। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ وَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ. আর যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ছাওয়াব লাভের আশায় রামায়ান মাসে ছিয়াম পালন করে, তার বিগত সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ. আর যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ছাওয়াব লাভের আশায় লায়লাতুল কদরে ‘ইবাদাতে কাটাবে তারও পূর্বের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়।^{২২৪} সঙ্কষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ছিয়াম পালন করার মাধ্যমেই বান্দা তার কাঙ্ক্ষিত পুরস্কার লাভ করতে পারে। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ صَامَ يَوْمًا

‘যে আল্লাহকে সঙ্কষ্টি করার জন্য একদিন ছিয়াম পালন করবে, আল্লাহ জাহান্নামকে তার নিকট হ’তে একশত বছরের পথ দূরে সরিয়ে দিবেন’।^{২২৫}

আমরা অনেকেই মনে করি, ছিয়াম সাধনার ফলে গুনাহ মাফ হয় ঠিকই, কিন্তু শরীর ও স্বাস্থ্যের জন্য তা ভীষণ ক্ষতিকর। সারা মাস ছিয়াম পালনের ফলে শরীর-স্বাস্থ্যের পুষ্টি সাধনে বাধাপ্রাপ্ত হয় ইত্যাদি। কিন্তু চিকিৎসা বিজ্ঞানের মাধ্যমে চির শাস্বত তথ্যের সত্যতা বেরিয়ে এসেছে যে, ছিয়াম শরীর ও স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর নয়; বরং অত্যন্ত উপকারী এবং স্বাস্থ্য রক্ষায় সহায়ক। ছিয়াম নিয়ে চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন পর্যায়ে গবেষণার মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উদঘাটন করেছেন।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের জনক ডাঃ হেপোক্রেটিস বহু শতাব্দী পূর্বে বলেছেন, The more you nourish a diseased body the worse you make it. অর্থাৎ ‘অসুস্থ দেহে যতই খাবার দিবে, ততই রোগ বাড়তে থাকবে’। মানুষের সমস্ত দেহে সারা বছরে যে জৈব বিষ (Toxin) জমা হয়, দীর্ঘ এক মাস ছিয়াম সাধনার ফলে সে জৈব বিষ দূরীভূত হয়। তাছাড়া মানুষের শরীরে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর ছিয়াম প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। কেননা, ছিয়াম শারীরিক, আধ্যাত্মিক ও আর্থিক ইবাদত। নিম্নে চিকিৎসা বিজ্ঞানের আলোকে ছিয়ামের গুরুত্ব আলোচনা করা হ’ল-

মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্রের ওপর প্রভাব ফেলে :

ছিয়াম মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্রের উপর সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করে, তাকে উজ্জীবিত ও উবর করে। এর ফলে মানুষের ধ্যান-ধারণা, মন-মানসিকতা পরিচ্ছন্ন হয় এবং স্নায়ুবিিক অবসাদ ও দুর্বলতা দূর করে, সুদীর্ঘ অনুচিন্তন ও ধারণ সম্ভব হয়। যার ফলে মস্তিষ্কে রক্ত প্রবাহের এক অতুলনীয় ভারসাম্য সৃষ্টি হয়, যা সুস্থ স্নায়ুবিিক প্রক্রিয়ার পথ প্রদর্শন করে এবং সূক্ষ্ম অনুকোষগুলি জীবাণুমুক্ত ও সবল রাখে।^{২২৬}

২২৫. সিলসিলা ছহীহাহ হা/২২৬৭/২৫৬৫।

২২৬. ডাঃ মুহাম্মদ তারেক মাহমুদ, সুন্নাতে রাসূল (ছাঃ) ও আধুনিক বিজ্ঞান ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৫১।

২২৪. বুখারী হা/৩৮; মুসলিম হা/৭৬০; মিশকাত হা/১৯৫৮।

পণ্ডিতগণ বলেছেন, Empty stomach is the power house of knowledge. ‘ক্ষুধার্ত উদর জ্ঞানের আধার’। ছিয়াম সাধনায় মানুষের মানসিক ও স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি করে। মনঃসংযোগ ও যুক্তি প্রমাণে স্মরণশক্তি বৃদ্ধি পায়। আর স্নায়ুবিিক প্রখরতার জন্য ভালোবাসা, আদর-স্নেহ, সহানুভূতি, অতীন্দ্রিয় এবং আধ্যাত্মিক শক্তির উন্মেষ ঘটে। তাছাড়া ঘ্রাণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি ও বোধশক্তির তীক্ষ্ণতা বৃদ্ধি পায়। এ ব্যাপারে ডাঃ আলেক্স হেইগ বলেন, ‘ছিয়াম হ’তে মানুষের মানসিক শক্তি ও বিশেষ বিশেষ অনুভূতিগুলি উপকৃত হয়। স্মরণশক্তি বাড়ে, মনঃসংযোগ ও শক্তি পরিবর্ধিত হয়’।^{২২৭}

ডাঃ লাস্ট বারনার বলেন, ফুসফুসে কাশি, লোবার, নিউমোনিয়া, কঠিন কাশি, সর্দি ও ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতি রোগ ছিয়ামের দ্বারা আরোগ্য হয়। এ সময় অবাধ গতিতে বাতাস ফুসফুসে প্রবেশ করতে পারে। ছিয়াম পালনকালে মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্র সর্বাধিক উজ্জীবিত হয়।^{২২৮}

সিগমণ্ড নারায়ড (Sigmond Narayad) ছিলেন একজন বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী। তার থিওরি (Theory) মনোরোগ বিশেষজ্ঞদের জন্য পথিকৃত। তিনি অভুক্ত থাকা ও ছিয়াম রাখার পক্ষপাতি ছিলেন। তিনি বলেন, ছিয়াম মনস্তাত্ত্বিক ও মস্তিষ্ক রোগ (Mental and Psychological) নির্মূল করে। মানব দেহে আবর্তন-বিবর্তন আছে। কিন্তু ছায়েম ব্যক্তির শরীর বারংবার বাহ্যিক চাপ (External Pressure) গ্রহণ করার ক্ষমতা অর্জন করে। ছায়েম ব্যক্তির দৈহিক ভিচুনি (Body Congestion) এবং মানসিক অস্থিরতা (Mental Depression)-এর মুখোমুখী হয়।^{২২৯}

হৃদপিণ্ড ও ধমনীতন্ত্র সবল ও সচল করে :

মানব দেহে অতিরিক্ত মেদ বা চর্বি জমে রক্তে কোলেস্টেরল (Cholesterol) বেশী থাকে। রক্তে স্বাভাবিক কোলেস্টেরলের পরিমাণ হ’ল ১২৫-২৫০ মিলিগ্রাম ১০০ মিলিলিটার সিরামে (প্লাজমে)। এর বেশী হ’লে

২২৭. অধ্যাপক সাইদুর রহমান, মাছে রমজানের শিক্ষা ও তাৎপর্য, (ঢাকাঃ ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সংস্কৃতি কেন্দ্র, ১৯৮৫), পৃঃ ১৭।

২২৮. মাসিক আত-তাহরীক, আগস্ট ২০১০ ইং পৃঃ ৩৩।

২২৯. সুনাত্তে রাসূল (ছাঃ) ও আধুনিক বিজ্ঞান, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৪৪।

হৃদপিণ্ড, ধমনীতন্ত্র ও শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি মারাত্মক রোগ-ব্যধি সৃষ্টি করে এবং ক্রমশ মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। যেমন- হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ, বহুমূত্র, পিত্ত থলিতে পাথর, বাত প্রভৃতি মারাত্মক জটিল রোগ। কিন্তু নিয়মিত ছিয়াম পালনের ফলে দেহে অতিরিক্ত মেদ জমতে পারে না এবং রক্তের কোলেস্টেরলের পরিমাণ স্থিতিশীল করতে বিশেষ ভূমিকা রাখে।^{২৩০} তাছাড়া হৃদপিণ্ডের ধমনী সহ সকল প্রকার ধমনীতন্ত্রগুলিও স্বাভাবিক পরিষ্কার, সচল ও সক্রিয় রাখে।

লিভার ও কিডনীর কার্যক্ষমতা বর্ধিত করে :

যকৃত (Liver) মানব দেহের বৃহত্তম গ্রন্থি। যকৃতের ডান অংশের নীচে পিত্তথলি থাকে। যকৃত কর্তৃক ক্ষারিত পিত্ত জীবদেহের জন্য খুবই প্রয়োজনীয়। যকৃতের কার্যক্ষমতা লোপ পেলে জন্ডিস, লিভার সিরোসিস সহ জটিল রোগে আক্রান্ত হ’তে হয়। স্নেহ পদার্থ শোষণে পিত্তলবণ অংশ নেয়। এ ছাড়াও ল্যাক্সেটিভ কাজে অংশ নেয় এবং কোলেস্টেরল লেসিথিন ও পিত্তরঞ্জক দেহ হ’তে বর্জন করে।^{২৩১} কিন্তু ছিয়াম সাধনার ফলে এই কার্যক্ষমতা আরো বৃদ্ধি পায় এবং সকল অঙ্গগুলি সক্রিয় হয়ে উঠে। অন্যথায় সিয়ামের অসীলায় যকৃত ৪ হ’তে ৬ ঘণ্টা পর্যন্ত স্বস্তি গ্রহণ করে। বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে এ দাবী খুবই যুক্তিযুক্ত যে, যকৃতের এই অবসর গ্রহণের সময়কাল বছরে কমপক্ষে একমাস হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।^{২৩২} কেননা যকৃতের দায়িত্বে খাবার হজম করা ব্যতীত আরো পনের প্রকার কাজের উপর প্রভাব বিস্তার করে।^{২৩৩} তাছাড়া যকৃত স্বীয় শক্তিকে রক্তের মধ্যে Globulin সৃষ্টিতে ব্যয় করতে সক্ষম হয়।^{২৩৪}

অনুরূপ কিডনীও (Kidney) শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গের নাম। কিডনীকে জীবনও বলা হয়। কিডনী দেহে ছাকনী হিসাবে কাজ করে। যাকে রেচনতন্ত্র

২৩০. নূরুল ইসলাম, প্রবন্ধঃ সামাজিক ও স্বাস্থ্যগত দৃষ্টিভঙ্গিতে ছিয়াম সাধনা, মাসিক আত-তাহরীক, ৫ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, নভেম্বর ২০০১ সংখ্যা।

২৩১. শরীর বিদ্যা, সেলফ এসেসমেন্ট, (মাসিক কারেন্ট এ্যাফেয়ার্স নভেম্বর ২০০২), পৃঃ ৩২

২৩২. সুনাত্তে রাসূল (ছাঃ) ও আধুনিক বিজ্ঞান, পৃঃ ১৪৮

২৩৩. ঐ, পৃঃ ১৪৭।

২৩৪. ঐ, পৃঃ ১৪৮।

বলা হয়। কিডনী প্রতি মিনিটে ১ হ'তে ৩ লিটার রক্ত সঞ্চালন করে। রক্তের অপদ্রব্য পৃথকীকরণের মাধ্যমে মূত্রথলিতে প্রেরণ করে।^{২৩৫} ছিয়াম অবস্থায় কিডনী বিশ্রামে থাকে।^{২৩৬} কিন্তু তার রেচনক্রিয়া অব্যাহত রেখে প্রশ্রাবের মাধ্যমে অতিরিক্ত বর্জ্য পদার্থ ত্যাগ করে। যার জন্য মানুষ সুস্থ থাকে এবং রক্ত পরিষ্কার ও বর্ধিত হয়।

পাকস্থলী ও অন্ত্রগুলো সজীবতা ফিরে পায় :

যকৃত ও পাকস্থলীর অবস্থান পাশাপাশি। কখনো বিভিন্ন খারাপ খাদ্যের প্রভাব যকৃতের উপর পড়ে। পাকস্থলী স্বয়ংক্রিয় কম্পিউটারাইজড মেশিন। যার ভিতরে অনায়াসে বিভিন্ন প্রকার খাবার হজম হয়। পাকস্থলীসহ অন্যান্য অঙ্গ সক্রিয়ভাবে ২৪ ঘণ্টা কর্তব্যরত থাকা ছাড়াও স্নায়ুচাপ ও খারাপ খাদ্যের প্রভাবে এতে এক প্রকার ক্ষয় সৃষ্টি হয়।^{২৩৭} আবার অতিরিক্ত খাবার গ্রহণের ফলে পাকস্থলীর আয়তনও বৃদ্ধি পায়। আর এই আয়তন বর্ধিত হওয়াতে মানুষের শরীরের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং তা স্বাস্থ্যের জন্য ভীষণ ক্ষতিকর।^{২৩৮} ডাঃ সলোমান তার গাইস্ট্রি স্বাস্থ্য বিধিতে মানব দেহকে ইঞ্জিনের সাথে তুলনা করে বলেন, 'ইঞ্জিন রক্ষা কল্পে মাঝে মাঝে ডকে নিয়ে চুল্লি হতে ছাই ও অঙ্গার সম্পূর্ণরূপে নিষ্কাশিত করা যেমন আবশ্যিক, বিরত বা উপবাস দ্বারা মাঝে মাঝে পাকস্থলী হতে অজীর্ণ খাদ্য নিষ্কাশিত করাও তেমনি আবশ্যিক'।^{২৩৯}

দীর্ঘ একমাস ছিয়াম সাধনা পাকস্থলীকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে অনুরূপ সাহায্য করে। শরীরের অন্যান্য পেশির মত পাকস্থলীকে খাদ্যমুক্ত বা বিশ্রামে রাখা প্রয়োজন। এতে করে ক্ষয় পূরণ ও পুনর্গঠন কাজে সাহায্য করে। তাছাড়া গ্যাস্ট্রিক জুইস এনালাইসিস করে যে এসিড কার্ড পাওয়া যায়, তাতে দেখা যায় যে, ছিয়াম অবস্থায় পাকস্থলীর এসিড সবচেয়ে কম থাকে। আমরা ধারণা করি যে, ছিয়ামের অবস্থায় এসিডিটি বেড়ে যায়। এ ধারণা

২৩৫. শরীর বিদ্যা, পৃঃ ৩৫।

২৩৬. সুন্নাতে রাসূল (ছাঃ) ও আধুনিক বিজ্ঞান, পৃঃ ১৪৯।

২৩৭. ঐ, পৃঃ ১৪৭।

২৩৮. শরীর বিদ্যা, পৃঃ ৩০-৩২।

২৩৯. মিশকাত, ছিয়াম পর্ব, (ঢাকা : এমদাদিয়া লাইব্রেরী ১৯৯৬), পৃঃ ২১২।

সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। প্রকৃত সত্য হ'ল, ছিয়াম অবস্থায় এসিডিটি বাড়ে না, বরং কমে যায় এবং পেপটিক আলসার নির্মূলে সাহায্য করে। এ ব্যাপারে ডাঃ মুহাম্মাদ গোলাম মুয়াযযম দীর্ঘ গবেষণা করে (১৯৫৮-১৯৬৩ পর্যন্ত) বলেন, 'শতকরা প্রায় ৮০ জন ছিয়াম পালনকারীর পাকস্থলীতে অল্পরসের প্রভাব স্বাভাবিক। আমার প্রায় ৩৬% জনের অস্বাভাবিক এসিডিটি স্বাভাবিক হয়েছে। প্রায় ১২% সায়েমের এসিডিটি সামান্য বেড়েছে। তবে কারো ক্ষতির পর্যায়ে যায়নি। সুতরাং ছিয়াম পালনকারীর পেপটিক আলসার হ'তে পারে এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও মিথ্যা।'^{২৪০}

ছিয়াম পালনের ফলে পাকস্থলী সংক্রান্ত রোগসমূহ যেমন- ক্ষুধামন্দা, পেটফাঁপা, টকটেকুর, লিভারের দুর্বলতা, বমিবমি ভাব ইত্যাদি স্বাভাবিকভাবে উপশম হওয়ার সুযোগ পায়। ছিয়াম পালন করলে শরীরে পানির পরিমাণ কমে যায়। যার ফলে দেহে চর্মরোগের বৃদ্ধি প্রবণতা হ্রাস পায়।^{২৪১}

উত্তর নাইজেরিয়ায় অবস্থিত জারিয়ার Wusasa Hospital-এর ডাক্তার E.T. Hess 1960 সালে লিখেছেন, As regards your inquiry reference cases of peptic the incidence of this disease here amongs the Africans living in a tribal manner appears to be absolutely nill. অর্থাৎ 'পেপটিক আলসার রোগীর অনুসন্ধান করতে গিয়ে এ অঞ্চলে দেখা গেছে যে, উপজাতীয় জীবন ধারায় যারা জীবন-যাপন করে তাদের মধ্যে একজনও পেপটিক আলসারের রোগী নেই।'^{২৪২} কারণ উপজাতিরা ছিয়াম পালন করত এবং মদ ও তামাকযুক্ত খাবার গ্রহণ থেকে বিরত ছিল। তাই তাদের পাকস্থলীতে কোন প্রকার জটিল সমস্যার সৃষ্টি হয়নি।

২৪০. ডাঃ মুহাম্মাদ গোলাম মুয়াযযম, স্বাস্থ্য বিজ্ঞান ও ইসলাম, (ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী, নভেম্বর ১৯৯৭), পৃঃ ৮-৯।

২৪১. ড. মোহাম্মাদ আজিব্বার রহমান, কুরআন ও হাদীছের আলোকে ছিয়াম ও রামায়ান (রাজশাহী : সবুজ বাংলা প্রকাশনী, জুন ২০১২ ইং) পৃঃ ৪৪।

২৪২. Scientific Indications in the Holy Quran, (Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh, June 1995), p.63

কতিপয় অমুসলিম পন্ডিতের গবেষণায় এটাও প্রমাণিত হয়েছে। ‘অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি’র প্রফেসর মুর পাল্ড দিল তার আত্মজীবনীতে লিখেছেন, আমি ইসলামী বই-পত্র অধ্যয়ন করেছি। যখন ছিয়ামের অধ্যায়ে পৌঁছলাম তখন আমি বিস্মিত হলাম যে, ‘ইসলাম স্বীয় অনুসারীদেরকে এক মহৎ ফর্মুলা শিক্ষা দিয়েছে। ইসলাম যদি স্বীয় অনুসারীদেরকে অন্য আর কিছুই শিক্ষা না দিয়ে শুধুমাত্র এই ছিয়ামের ফর্মুলাই শিক্ষা দিত তাহলেও এর চেয়ে উত্তম আর কোন নেয়ামত তাদের জন্য হত না। আমি চিন্তা করলাম যে, ব্যাপারটা পরীক্ষা করে দেখা উচিত। এভাবে আমি মুসলমানদের পদ্ধতিতে ছিয়াম রাখা শুরু করে দিলাম। আমি দীর্ঘদিন যাবত পেটের ফোলা (Stomach Inflammation) রোগে আক্রান্ত ছিলাম। অল্পদিন পরেই অনুভব করলাম যে, রোগ অনেকটা হ্রাস পেয়েছে। আমি ছিয়াম অনুশীলন অব্যাহত রাখলাম, কিছুদিনের মধ্যে শরীরে আমূল পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করলাম। এভাবে চলতে থাকলে দেখতে পেলাম আমার শরীর স্বাভাবিক হয়ে গেছে এবং দীর্ঘ একমাস পর শরীরে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হয়েছে’।^{২৪৩}

ধূমপানসহ সকল প্রকারের মাদকতা স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। যার শেষ পরিণাম মৃত্যু পর্যন্ত ডেকে আনতে পারে। বলা হয় ‘ধূমপানে বিষপান’। একথাটি সর্বাংশে ধ্রুব তারা মত সত্য। ‘ধূমপানে বিষপান’ বরং সিগারেটের ধোঁয়া একজন অধূমপায়ী ব্যক্তির স্বাস্থ্যের বেশী ক্ষতি করে। আর রামায়ান মাসে সেই মাদকতা বা নেশা পরিহারের সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে। ছায়েমগণ বাধ্যতামূলকভাবে সারাদিন ধূমপান না করায় ফুসফুস দীর্ঘ সময় ধরে নিকোটিনের বিষক্রিয়া হতে মুক্ত থাকে। যা স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত উপকারী হয়।^{২৪৪} তাছাড়া যারা ধূমপান ত্যাগ করতে চান, তাদের জন্য রামায়ান একটি মোক্ষম সুযোগ এনে দেয়। ছিয়ামের এক মাসের প্রশিক্ষণ বাকী এগারটি মাসে কাজে লাগাতে পারলে আপনি চিরদিনের জন্য সফল ব্যক্তি।

অগ্নাশয় ও কোষ নিয়ন্ত্রণে রাখে :

অগ্নাশয় (Pancreas) মানব দেহের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। এর গ্রন্থিরসে ইনসুলিন (Insulin) নামক এক প্রকার হরমোন তৈরি হয়। এই ইনসুলিন

২৪৩. সূনাত্তে রাসূল (ছাঃ) ও আধুনিক বিজ্ঞান, পৃঃ ১৪৩।

২৪৪. মাসিক আত-তাহরীক, ডিসেম্বর ২০০০, পৃঃ ২।

রক্তের মাধ্যমে দেহের প্রত্যেক কোষে পৌঁছে এবং গ্লুকোজেন (Glycogen) অণুকে দেহ কোষে প্রবেশে সাহায্য করে। অন্যথায় ইনসুলিন তৈরি ব্যাহত হ’লে, রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ফলে ডায়াবেটিস রোগ হয়।^{২৪৫} কিন্তু ছিয়াম সাধনার ফলে পাকস্থলী বিশ্রামে থাকে হেতু সেখানে খাদ্যরস বা গ্লুকোজ তৈরি ব্যাহত হয়। পক্ষান্তরে ইনসুলিন তৈরি অব্যাহত থাকে। যার কারণে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ মাত্রাতিরিক্ত হয় না এবং ডায়াবেটিস সহ অন্যান্য মারাত্মক রোগব্যাদি হওয়ার সম্ভাবনা সিংহভাগ কমে যায়।

দেহের কোষের (Cell) মধ্যে গ্লুকোজের পরিমাণ কমে গেলে, শরীর নিস্তেজ হয়ে যায় এবং কোষগুলি পূর্বের চেয়ে অনেক সংকুচিত হয়। এছাড়া শরীরে বাড়তি মেদ (চর্বি) জমতে বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং ক্যালোরির অভাবে মেদ ক্ষয় হ’তে থাকে। যার জন্য স্থূলকাকর কমে যায় এবং স্বাস্থ্য স্বাভাবিক সূঠাম হয়। শরীরের অধিক ভার কমানোর জন্য এটাও এক প্রকার ‘থেরাপিউটিক’ ব্যবস্থা।^{২৪৬} জ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে এ কথা সহজেই বলা যায় যে, লালা তৈরিকারী কোষগ্রন্থি, গর্দানের কোষগ্রন্থি এবং অগ্নাশয়ের কোষগ্রন্থি সমূহ অধীর আগ্রহের সাথে মাহে রামায়ানের অপেক্ষায় অপেক্ষমাণ থাকে।^{২৪৭} আর এভাবেই সিয়ামের মাধ্যমে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ ও স্থূলকাকর ধীরে ধীরে কমেতে থাকে। আবার ওয়ন কমেও মানুষ দুর্বলবোধ করে না। বরং স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে সুস্থতা বোধ করে।

জিহ্বা ও লালগ্রন্থি বিশ্রামে সজিব হয় :

জিহ্বা মানবদেহের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। জিহ্বায় অসংখ্য কোষের সমষ্টি স্বাদ নলিকা রয়েছে। এগুলি দ্বারা খাবারের বিভিন্ন স্বাদ গ্রহণ করা যায়। স্বাদ নলিকা চার ভাগে বিভক্ত। যথা- জিভের গোঁড়ায় ঝাল-মিষ্টি, পেছনের অংশে তেতো, দু’পাশে নোনতা, টক ও কষা। তবে জিভের ঠিক মাঝখানে কোন স্বাদ নলিকা না থাকায় সেখানে কোন স্বাদ পাওয়া যায় না।^{২৪৮}

২৪৫. শরীর বিদ্যা, পৃঃ ৩১।

২৪৬. Scientific Indication in the Holy Quran p. 62-63

২৪৭. সূনাত্তে রাসূল (ছাঃ) ও আধুনিক বিজ্ঞান, পৃঃ ১৫০।

২৪৮. শরীর বিদ্যা, পৃঃ ৩৩।

ছিয়াম সাধনায় ছায়েমের জিহ্বা ও লালাগ্রন্থিগুলি বিশ্রাম গ্রহণ করে। যার দরুন জিহ্বার ছোট ছোট স্বাদ নলিকাগুলি সতেজতা ফিরে পায় এবং খাবারের প্রতি রুচিরও প্রবলতা ফিরে আসে। তাছাড়া আহারের সময় খাদ্যদ্রব্য চিবাতে, গলাধঃকরণ ও হযম করতে লালা গ্রন্থিগুলি থেকে এক প্রকার রস নিঃসৃত হয়। ছিয়াম পালনের ফলে এ রস বেশী বেশী নির্গত হয়। ফলে পাকস্থলীর হযম শক্তি বৃদ্ধি করে এবং বিভিন্ন প্রকার রোগ-ব্যাদি দূর হয়।^{২৪৯}

মনের প্রতিক্রিয়ায় পশুত্ব নির্মূল করে :

শারীরিক কতগুলি রোগ-ব্যাদির উৎসের অন্যতম কারণ হ'ল মানসিক অশান্তি বা অমানবিক পীড়া। মনোরোগ বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে, কতগুলি শারীরিক ব্যাদির কারণ হচ্ছে 'মানসিক পীড়া'। এগুলিকে পৃথক রোগ সাইকোসোমেটিক (Psychosomatic) ব্যাদি হিসাবে নামকরণ করা হয়েছে। যেমন- হাঁপানি, গ্যাসটিক-আলসার, বহুমূত্র, উচ্চ রক্তচাপ, মাইগ্রেন, হৃদরোগ, হিপার থিরোডিজম, কোরনারী, মাসিক ঋতুর অনিয়ম প্রভৃতি। বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানীদের মতামতে-

ক. সিগমন্ড নারায়ড ছিলেন একজন বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী। তিনি মাঝে মাঝে অভুক্ত (ছিয়াম) থাকার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বলেন, 'ছিয়াম মনস্তাত্ত্বিক ও মস্তিষ্ক রোগ নির্মূল করে দেয়। মানবদেহে আবর্তন-বিবর্তন আছে। কিন্তু ছায়েম ব্যক্তির শরীর বারংবার বাহ্যিক চাপ (External Pressure) গ্রহণ করার ক্ষমতা অর্জন করে। ছায়েমের দৈহিক খিচুনি (Bodz congestion) ও মানসিক অস্থিরতা (Mental depression) হয় না'।

খ. ডাঃ আলেক্স হেইগ বলেন, 'ছিয়াম হ'তে মানুষের মানসিক শক্তি ও বিশেষ বিশেষ অনুভূতিগুলো উপকৃত হয়। যেমন- স্মরণশক্তি বাড়ে, মনোসংযোগ এবং যুক্তিশক্তি পরিবর্ধিত হয়'।

গ. ডঃ হেনরিক ষ্টার্ন ছিয়ামের উপকারিতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন, 'মানসিক ও স্নায়ুবিিক বৈকল্যে ছিয়ামের উপকারিতা দেখে থ' হয়ে যেতে হয়। পক্ষাঘাত এবং আধা-পক্ষাঘাত রোগ ছিয়ামের বদৌলতে অতিক্রম সেরে

যায়। স্নায়ুবিিক দৌর্বল্য, এমনকি অনেক সময় উন্মত্ততা রোগও ছিয়ামের কারণে ভাল হয়ে যায়'।

ঘ. সাধারণতঃ মানুষ পরস্পর দু'টি বিরোধী স্বভাব পশুত্ব ও মানবিক দিক দ্বারা পরিচালিত হয়। কোন ব্যক্তির উপর যদি পশুত্বের প্রভাব বেশী পড়ে, তবে মানুষ পশু সুলভ হয়। পক্ষান্তরে মানবিক দিকের প্রভাব বেশী প্রাধান্য পেলে সে আদর্শবান, নিষ্ঠাবান, সৎ, ধার্মিক হয়।

রামাযানে এক মাস ছিয়াম সাধনা মানুষের মনের সকল প্রকার পশুত্বকে ভস্মীভূত করে এবং মানবিক দিক সমূহ উন্মোচিত করে। যার কারণে মানুষ আল্লাহর দিকে ধাবিত হয় এবং আদর্শবান মানুষ হিসাবে গড়ে উঠে। এ বিষয়ে The Culture History of Islam গ্রন্থে যথার্থই বলা হয়েছে- The fasting of Islam has a wonderful teaching for establishing social unity, brotherhood and equity. It has also an excellent teaching for building a good moral character. অর্থাৎ 'সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও সামাজিক ঐক্যপ্রতিষ্ঠায় ইসলামের ছিয়ামে রয়েছে এক অভাবনীয় শিক্ষা। এতে উত্তম নৈতিক চরিত্র গঠনের এক চমৎকার শিক্ষাও রয়েছে'।^{২৫০}

পরিশেষে, ছিয়াম মানব দেহের জন্য ক্ষতিকর নয়; বরং অত্যন্ত কার্যকরী ও উপকারী। অদূর ভবিষ্যতে চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা ব্যাপক গবেষণা করে আরো বিস্ময়কর তথ্য উদ্ঘাটন করবেন। আর সকলে স্বীকার করবেন, আল্লাহর প্রত্যেকটি ইবাদত বান্দার জন্য কল্যাণকর এবং পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ হ'ল, বিজ্ঞানের মূল উৎস। মানুষ রামাযানের ছিয়ামের পাশাপাশি অন্যান্য নফল ছিয়ামগুলি পালন করলে এমনিতেই নানান রোগ থেকে নিরাপদে থাকতে পারবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সঠিকভাবে তাঁর ইবাদত করার তাওফীক দান করুন, আমীন!!

ইসলাম ও বিজ্ঞানের আলোকে স্বল্প সাহারী ও ইফতারে খেজুর

(প্রবন্ধটি মাসিক 'আত-তাহরীক' পত্রিকায় ১০তম বর্ষ ১ম সংখ্যা অক্টোবর ২০০৬ইং-তে প্রকাশিত)

ছিয়াম একটি আধ্যাত্মিক ইবাদত। বস্তুত বান্দার তাকুওয়া অর্জনের জন্য ছিয়াম আল্লাহর পক্ষ হ'তে অসীম নে'মত। এজন্যই আল্লাহ তা'আলা হাদীছে কুদসীতে বলেছেন, 'ছিয়াম আমারই জন্য। আর আমি নিজেই তার প্রতিদান দেব'।^{২৫১}

রামায়ান মাস পাপ-পঙ্কিলতা ভস্মীভূত হবার মাস। এ মাসের ফযীলত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহর বান্দারা যদি রামায়ানের মাহাত্ম্য অনুধাবন করত, তাহ'লে সারা বছরই রামায়ান হওয়ার আকাংখা পোষণ করত'।^{২৫২} নিম্নে কুরআন, হাদীছ ও আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের আলোকে সাহারী ও ইফতার সম্পর্কে আলোচনা করা হ'ল।

সাহারীর পরিচয় :

'সাহারী' আরবী শব্দ। এর অর্থ হ'ল, ভোর রাতের খাবার। ছুবহে ছাদেক্বের সময় ছিয়াম সাধনার উদ্দেশ্যে যে পানাহার করা হয় তাকে সাহারী বলে।

তাকুওয়া বা আল্লাহভীরুতা অর্জনে যেমন ছিয়ামের গুরুত্ব রয়েছে, তেমনি ছায়েমের ছিয়াম পালনে সাহারী ও ইফতারের গুরুত্ব রয়েছে। সাহারী না খেলে ছিয়াম পালনে যেমন বিধর্মীদের অনুসরণ করা হয়, তেমনি ছিয়াম ব্যতীত একজন মুমিনের তাকুওয়া হয় লক্ষ্যভ্রষ্ট ও ভুলুষ্ঠিত। সাহারী হ'ল বরকত মণ্ডিত খানা, যা শরীরকে পুষ্টি যোগান দেয় এবং ইবাদতে স্পৃহা ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। ইরবায় বিন সারিয়াহ (রাঃ) বলেন, একদিন রামায়ানে সাহারীর সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে ডেকে বলেন, هَلُمَّ إِلَى الْغَدَاءِ 'এসো এই বরকত মণ্ডিত খানার দিকে'।^{২৫৩}

২৫১. বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৫৯, 'ছাওম' অধ্যায়।

২৫২. ইবনু খুয়ামা, ৩/১৯১ পৃঃ।

২৫৩. আব্দাউদ হা/২৩৪৪; নাসাঈ হা/২১৬৫; মিশকাত হা/১৯৯৭।

সাহারীর খাবারে ফেরেশতামণ্ডলী রহমত বর্ষণ করেন। ইবনু ওমর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তার ফেরেশতাগণ সাহারীকারীদের উপর রহমত বর্ষণ করেন'।^{২৫৪}

সাহারী দেরীতে খাওয়া কল্যাণকর। উম্মে হাকীম বিনতে ওয়াদে' আল-খুযা'ইয়াহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, عَجِّلُوا الْإِفْطَارَ وَأَخْرُوا, 'তোমরা ইফতার দ্রুত করো এবং সাহারী দেরীতে করো'।^{২৫৫}

সাহারীর সময়সীমা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَبْيُنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ, 'আর তোমরা খানাপিনা রো যতক্ষণ না রাতের কালো রেখা থেকে ফজরের শুভ রেখা তোমাদের নিকট স্পষ্ট হয়' (বাক্বারাহ ২/১৮৭)।

খাবারের পাত্র হাতে থাকাবস্থায় ফজরের আযান হ'লে তা রেখে না দিয়ে প্রয়োজন পূরণ করে খেতে হবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمْ النِّدَاءَ وَالْإِنَاءَ عَلَى يَدِهِ فَلَا يَأْكُلُ وَلَا يَشْرَبُ حَتَّىٰ يَضَعَهُ حَتَّىٰ يَقْضَىٰ حَاجَتَهُ مِنْهُ. 'খাদ্য বা পানির পাত্র হাতে থাকা অবস্থায় তোমাদের মধ্যে যদি কেউ ফজরের আযান শোনে, তবে সে যেন প্রয়োজন পূর্ণ না করে পাত্র রেখে না দেয়'।^{২৫৬} সাহারী ও ফজরের সময়ের ব্যবধান পঞ্চাশ আয়াত পাঠের সময় পর্যন্ত। ক্বাতাদাহ ও আনাস (রাঃ) বলেন, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ تَسَحَّرَا فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ سَحُورِهِمَا قَامَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الصَّلَاةِ فَصَلَّى، قُلْنَا لِأَنْسٍ: كَمْ كَانَ بَيْنَ فَرَغِهِمَا مِنْ سَحُورِهِمَا وَدُخُولِهِمَا فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: قَدَرُ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ خَمْسِينَ آيَةً.

২৫৪. ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৩৪৬৭; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৬৫৪; হাসান হাদীছ।

২৫৫. ত্বাবারাগী কাবীর হা/৩৯৫; ছহীছল জামি' হা/৩৯৮৯।

২৫৬. আব্দাউদ হা/২৩৫০; মিশকাত হা/১৯৮৮, আহমাদ হা/১০৬৩৭; দারাকুত্নী হা/২২০৭; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৩৯৪; সনদ হাসান।

‘এক রাতে নবী করীম (ছাঃ) ও য়ায়েদ ইবনু ছাবেত সাহারী খেলেন। যখন তাঁরা দু’জন সাহারী থেকে ফারোগ হ’লেন, তখন রাসূল (ছাঃ) ফজরের ছালাতের জন্য দাঁড়ালেন এবং ছালাত পড়লেন। আমরা আনাসকে জিজ্ঞেস করলাম, তাঁদের সাহারী থেকে ফারোগ হওয়া ও ছালাতে প্রবেশ করার মধ্যে কী পরিমাণ সময় ছিল? তিনি বললেন, পঞ্চাশটি আয়াত পড়ার পরিমাণ’।^{২৫৭}

সাহারীতে স্বল্প ও আঁশযুক্ত খাবার হিতকর :

আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতে ছিয়াম সাধনা শরীর ও স্বাস্থ্যের জন্য যেমন উপকারী, তেমনি ছায়েমের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত পুষ্টিকর সাহারী খাওয়াও হিতকর। আর সাহারীতে স্বল্পাহারই স্বাস্থ্যসম্মত। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি অধিক পরিমাণে খাবার খেতো, পরে সে ইসলাম গ্রহণ করল। তখন সে অল্প খেতে লাগল। ব্যাপারটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জানালে তিনি বলেন, *إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَأْكُلُ فِي مَعَىٰ وَاحِدٍ ، وَالْكَافِرَ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ .* নিশ্চয়ই মুমিন ব্যক্তি খায় এক পাকস্থলী পূর্ণ করে। আর কাফের ব্যক্তি খায় সাত পাকস্থলীতে পূর্ণ করে’।^{২৫৮}

খেজুর স্বাস্থ্যসম্মত ও শক্তিবর্ধক পুষ্টিগুণসম্পন্ন আঁশ জাতীয় খাবার। সর্বশ্রেষ্ঠ মানব মুহাম্মাদ (ছাঃ) খেজুর দ্বারা সাহারী ও ইফতার করতেন এবং সাহারী ও ইফতারের খাদ্য তালিকায় খেজুর রাখার প্রতি মুসলিম উম্মাহকে অনুপ্রাণিত করেছেন। কেননা খেজুর সাহারীতে উত্তম খাবার। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, *نَعْمَ سَحُورُ الْمُؤْمِنِ التَّمْرُ .* ‘মুমিনের জন্য সাহারীর উত্তম খাবার হ’ল খেজুর’।^{২৫৯}

আধুনিক বিজ্ঞান বিকাশের বহু পূর্ব থেকেই ইসলামের বিধান সাহারীতে পরিমিত আহার গ্রহণ করা। আজ প্রায় দেড় হাজার বছর পর বিজ্ঞান তার যথার্থ যৌক্তিকতা খুঁজে পেয়েছে। গবেষণায় জানা গেছে, সাহারীতে অধিক আহার গ্রহণ করলে ছায়িমের প্রস্রাবের তীব্রতা বেশী হয় এবং শরীর থেকে

২৫৭. বুখারী হা/৫৭৬; মিশকাত হা/৫৯৯।

২৫৮. বুখারী হা/৫৩৯৩৩ ৫৩৯৭; মুসলিম হা/২০৬১ ও ২০৬২; মিশকাত হা/৪১৭৩।

২৫৯. আবুদাউদ হা/২৩৪৫; মিশকাত হা/১৯৯৮; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৩৪৭৫;

সিলসিলা ছহীহাহ হা/৫৬২; সনদ ছহীহ।

প্রচুর খনিজ লবণ বের হয়ে যায়। এতে করে শরীরে প্রচুর পরিমাণে পানি ও খনিজ লবণের ঘাটতি দেখা দেয় এবং স্বাস্থ্যের ভারসাম্য নষ্ট হয়। যা ছায়েমের দেহের জন্য ক্ষতিকর। যদি সাহারীতে অধিক খাদ্য গ্রহণ করা হয়, তবে পানিশূন্যতার পরিমাণ বেড়ে যায়। তাই সাহারীতে অধিক আহার বিজ্ঞান সম্মত নয়।

চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মতে, সাহারীতে আঁশ জাতীয় খাদ্য (Low Digestive) পরিমাণে বেশী রাখা উচিত। এ খাবার দীর্ঘ আট ঘণ্টা পর্যন্ত পাকস্থলীতে থাকতে পারে। আর অধিক নরম (Hi-Digestive) খাবার পাকস্থলীতে তিন হ’তে চার ঘণ্টা থাকতে পারে। তাই সাহারীতে চর্বি, শর্করার যৌগ ও আঁশ জাতীয় খাবার বেশী খাওয়া উচিত।^{২৬০} তাছাড়া অতিরিক্ত খাবার গ্রহণের ফলে পাকস্থলীর আয়তনও বৃদ্ধি পায়। আর এই আয়তন বর্ধিত হওয়াতে শরীরের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে যা স্বাস্থ্যের জন্য ভীষণ ক্ষতিকর।^{২৬১}

বিজ্ঞান মতে, সাহারীতে আঁশ জাতীয় চর্বিযুক্ত খাবার স্বাস্থ্য সম্মত। রামায়ান মাসে ছায়েমের রক্তের কোলেস্টেরল ও ইউরিক এসিডের পরিমাণ কিছুটা বৃদ্ধি পায়। যুক্তরাষ্ট্রের ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকগণ ‘ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব রামায়ান ফাষ্টিং রিসার্চ’-এ বলেছেন, স্বাভাবিক অবস্থায় খাবারের তালিকায় ৩০% চর্বি থাকা দরকার। কিন্তু ছায়ামের সময় অভুক্ত থাকার কারণে রক্তের কোলেস্টেরল ও ইউরিক এসিডের আধিক্য রোধে খাবারের তালিকায় ৩৬% চর্বিযুক্ত খাবার রাখার পরামর্শ দিয়েছেন। এতে শরীরের কোলেস্টেরল ও ইউরিক এসিড স্বাভাবিক থাকে। পাশাপাশি আমিষের বিপাকীয় প্রক্রিয়া ধীরগতিতে সম্পন্ন হয়। যার ফলে একজন ছায়াম কম ক্লান্তিবোধ করে। তবে হৃদরোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদেরকে মাছের চর্বি বেশী পরিমাণে আহারের পরামর্শ দিয়েছেন গবেষকগণ।^{২৬২}

২৬০. দৈনিক ইত্তেফাক, ২৫ অক্টোবর ২০০৪।

২৬১. প্রবন্ধঃ চিকিৎসা বিজ্ঞানের আলোকে ছিয়াম সাধনা, মাসিক আত-তাহরীক, ৮ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, অক্টোবর ২০০৪।

২৬২. মাসিক আত-তাহরীক, নভেম্বর ২০০৪, পৃঃ ৪৪।

ইফতারের পরিচয় :

ইফতার আরবী শব্দ। এর অর্থ হ'ল ছিয়াম ভঙ্গ করা। সূর্যাস্তের সাথে সাথে ইফতার করাই শরী'আতের নির্দেশ। ইফতারের শুরুতে اللهُ بِسْمِ اللهُ (বিসমিল্লাহ) বলে শুরু করবে এবং اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ (আলহামদুলিল্লাহ) বলে শেষ করবে।^{২৬৩} ইফতার শেষে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিম্নোক্ত দো'আও বলতেন, ذَهَبَ الظَّمْأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَنَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ (যাহাবয যামাউ ওয়াবতাল্লাতিল উরুকু ওয়া ছাবাতাল আজরু ইনশাআল্লাহ) অর্থাৎ, 'তৃষ্ণা দূর হ'ল, শিরা-উপশিরা সিক্ত হ'ল এবং আল্লাহ চাহে তো পুরস্কার নিশ্চিত হ'ল'।^{২৬৪}

দ্রুত ইফতার করার ফযীলত হ'ল দ্রুত ইফতার দ্বীন বিজয়ের জন্য কল্যাণকর। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لَا يَزَالُ الدِّينُ ظَاهِرًا مَا عَجَّلَ النَّاسُ الْفِطْرَ لِأَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى يُؤَخَّرُونَ. 'দ্বীন চিরদিন বিজয়ী থাকবে, যতদিন লোকেরা দ্রুত ইফতার করবে। কেননা ইহুদী-নাছারাগণ ইফতার দেরীতে করে'।^{২৬৫} অন্যত্র এসেছে, উম্মে হাকীম বিনতে ওয়াদে' আল-খুযা'ইয়াহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা عَجِّلُوا الْفِطْرَ وَأَخْرُوا السُّحُورَ. 'তোমরা ইফতার দ্রুত করো এবং সাহারী দেরীতে করো'।^{২৬৬}

আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষণায় ছিয়াম স্বাস্থ্যের জন্য হিতকর। অন্যদিকে ছিয়াম ভঙ্গের সময় ইফতারে তথা সুন্নতী খাবার খেজুর খাদ্য তালিকায় রাখাও ছায়িমের স্বাস্থ্যের জন্য বিশেষ উপকারী। নিম্নে খেজুরের গুরুত্ব ও গুণাগুণ সম্পর্কে আলোচনা করা হ'ল-

২৬৩. মুসলিম, মিশকাত হা/৪২০০।

২৬৪. আবূদাউদ হা/২৩৫৭; মিশকাত হা/১৯৯৩; দারাকুত্নী হা/২৩০২; হাসান হাদীছ।

২৬৫. আবূদাউদ হা/২৩৫৩; মিশকাত হা/১৯৯৫; আত-তারগীব হা/১০৭৫; হাসান হাদীছ।

২৬৬. আহমাদ হা/২১৩৫০; ত্বাবারাগী কাবীর হা/৩৯৫; ছহীছুল জামি' হা/৩৯৮৯।

সাহারী ও ইফতারে খেজুরের গুরুত্ব :

খেজুর আল্লাহ প্রদত্ত বরকতপূর্ণ একটি নে'আমত। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনুল করীমের ১৩টি সূরাতে^{২৬৭} খেজুর সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا 'অতঃপর আমরা ওটা দ্বারা তোমাদের জন্য খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান সৃষ্টি করি; এতে তোমাদের জন্য আছে প্রচুর ফল; আর তা হ'তে তোমরা আহা করো' (মুমিনুন ২৩/১৯)। অন্যত্র তিনি বলেন, وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ 'আর খেজুর বৃক্ষ ও আঙ্গুর ফল হ'তে তোমরা মধ্যম ও উত্তম খাদ্য তৈরী করে থাকো। নিশ্চয়ই এতে বোধসম্পন্ন জাতির জন্য নিদর্শন রয়েছে' (নাহল ১৬/৬৭)।

খেজুর ছাড়া প্রত্যেক ঘরের বাসিন্দাদের অভুক্ত মনে করতেন রাসূল (ছাঃ)। আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, بَيْتٌ لَا تَمْرَ فِيهِ جِيَاعٌ 'যে ঘরে খেজুর নেই, সে ঘরের বাসিন্দাগণ অভুক্ত'।^{২৬৮} অন্যত্র বলেন, 'যে ঘরে খেজুর নেই, সে ঘর খাদ্যশূন্য ঘরের ন্যায়'।^{২৬৯} অন্যত্র তিনি বলেন, وَفِي بَيْتٍ لَا تَمْرَ فِيهِ كَالْبَيْتِ لَا طَعَامَ فِيهِ. 'ঐ গৃহবাসী অভুক্ত নয়, যার কাছে খেজুর আছে'। অন্যত্র এসেছে, 'হে আয়েশা! যে ঘরে খেজুর নেই, সে গৃহবাসী অভুক্ত'। এ কথাটি তিনি দু' অথবা তিনবার বলেছেন।^{২৭০}

২৬৭. সূরাগুলি হ'ল- বাক্বারাহ ২৬৬; আন'আম ৯৯ ও ১৪১; রা'দ ৪; নাহল ১১ ও ৬৭; ইসরা ৯১; কাহফ ৩২; ত্ব-হা ৭১; মুমিনুন ১৯; শু'আরা ১৪৮; কাফ ১০; আর-রহমান ১১ ও ৬৮; আবাসা ২৭-৩০; মারইয়াম ২৫।

২৬৮. আবূদাউদ হা/৩৮৩১; ইবনু মাজাহ হা/৩৩২৭; তিরমিযী হা/১৮১৫; সনদ ছহীহ।

২৬৯. ইবনু মাজাহ হা/৩৩২৮; ছহীছুল জামি' হা/২৮৪৫; হাসান ছহীহ

২৭০. মুসলিম হা/২০৪৬; মিশকাত হা/৪১৮৯; দারেমী হা/২০৬০; সনদ ছহীহ।

আর ইফতারে এটি বরকতমণ্ডিত খাবার। সালমান বিন আমের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرَةٍ فَإِنَّ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى الْمَاءِ فَإِنَّهُ طَهُورٌ।^{২৭১} তোমাদের কেউ যখন ইফতার করে তখন যেন খেজুর দিয়ে ইফতার করে। কেননা এটি বরকতপূর্ণ খাবার। তবে যদি সে খেজুর না পায় তাহ'লে যেন পানি দিয়ে ইফতার করে। কারণ পানি হচ্ছে পবিত্র।^{২৭২} অন্যত্র হাদীছে এসেছে, আনাস (রাঃ) বলেন, كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى رُطْبَاتٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطْبَاتٌ فَتَمِيرَاتٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَمِيرَاتٍ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ।^{২৭৩} হাদীছে হাদীছে এসেছে, আনাস (রাঃ) বলেন, كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى رُطْبَاتٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطْبَاتٌ فَتَمِيرَاتٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَمِيرَاتٍ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ।^{২৭৩} ছালাতের পূর্বে কয়েকটি তাজা খেজুর দিয়ে ইফতার করতেন। তিনি তাজা খেজুর না পেলে শুকনো খেজুর (খুরমা) দিয়ে ইফতার করতেন। আর যদি তা না পেতেন তাহ'লে কয়েক টোক পানি পান করে নিতেন।^{২৭২}

খেজুর অতিদ্রুত দুর্বলক্লান্ত দেহে সজীবতা ও স্নায়ুবিক শক্তি বৃদ্ধি করে। ঈসা (আঃ)-এর প্রসবের পর তাঁর মাতা মারইয়াম (আঃ) অধিক দুর্বলতা ও তীব্র ক্ষুধায় কাতর হ'লে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বলেন, বলেন, وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقُطُ عَلَيْكَ رُطْبًا حَنِئًا^{২৭৪} খেজুর গাছের কাণ্ড ধরে তোমার নিজের দিকে বাঁকুনি দাও, তাহ'লে পরিপক্ক সুস্বাদু খেজুর তোমার কাছে ঝরে পড়বে' (মারইয়াম ১৯/২৫)। 'মারইয়ামের পুষ্টির অভাব পূরণের জন্য মহান আল্লাহ সত্ত্বর খেজুর সরবরাহ করেছিলেন।^{২৭৫} প্রসূতিকালে নির্জন স্থান বেছে নেন এবং সেখানে পানি পানের জন্য পাদদেশে ছিল ছোট নদী বা ঝর্ণা ও খাবার হিসাবে ছিল সুপরিপক্ক তাজা খেজুর।

আজওয়া খেজুর খেলে বিষ ও জাদুটোনা কোন ক্ষতি করতে পারে না। সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্বাস (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে বলতে

২৭১. আব্দাউদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, দারেমী, মিশকাত হা/১৯৯০; সনদ ছহীহ; রিয়ামুছ ছালেহীন হা/১২৩৮।

২৭২. তিরমিযী হা/৬৯৬; মিশকাত হা/১৯৯১; হাসান গরীব; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২০৪০।

২৭৩. Scientific Indication's in the Holy Quran (Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh, 1995), p. 316.

শুনেছি, مَنْ تَصَبَّحَ بِسَبْعِ تَمْرَاتٍ عَجْوَةٍ لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سُمْ وَلَا سِحْرٌ।^{২৭৪} 'যে ব্যক্তি সকালে সাতটি 'আজওয়া' খেজুর খাবে, সেদিন কোন বিষ ও জাদুটোনা তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না'।^{২৭৫} অন্যত্র তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ أَكَلَ سَبْعَ تَمْرَاتٍ مِمَّا بَيْنَ لَابَتَيْهَا حِينَ يُصْبِحُ لَمْ يَضُرَّهُ^{২৭৬} 'যে লোক মদীনার উভয় সীমান্তের মধ্যে উৎপাদিত খেজুরের সাতটি করে প্রতি সকালে আহার করে, সন্ধ্যা অবধি কোন অনিষ্টকারী বিষ তার ক্ষতি করতে পারে না'।^{২৭৭}

হযরত আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ فِي عَجْوَةِ الْعَالِيَةِ^{২৭৮} 'মদীনার আজওয়া খেজুরের মধ্যে রোগের নিরাময় রয়েছে। আর ভোরে উহা (খাওয়া) বিষের প্রতিষেধক'।^{২৭৯} একটি যঈফ হাদীছে এসেছে, আজওয়া খেজুর বীচিসহ পিষে খেলে হৃদ-যন্ত্রণার উপশম হয়। সা'দ (রাঃ) বলেন, এক সময় আমি মারাত্মকভাবে পীড়িত হলাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমার খোঁজ-খবর নিতে তাশরিফ আনলেন। তিনি তাঁর হাতখানা আমার বুকের উপর রাখলেন। তাতে আমি কলিজায় শীতলতা অনুভব করলাম। অতঃপর তিনি বলেন, إِنَّكَ رَجُلٌ مَفْتُودٌ^{২৮০} 'তুমি একজন হৃদ-যন্ত্রণার রোগী। সুতরাং তুমি সাক্বীফ গোত্রীয় হারিস ইবনু কালদার নিকট যাও। সে একজন চিকিৎসক। পরে তিনি বললেন, 'সে যেন অবশ্যই মদীনার সাতটি 'আজওয়া খেজুর বীচিসহ পিষে তোমার মুখের মধ্যে ঢেলে দেয়'।^{২৮১}

২৭৪. মদীনার একটি উন্নতমানের খেজুর, যার বর্ণ কালো ও সাইজে ছোট।

২৭৫. বুখারী হা/৫৪৪৫; মুসলিম হা/২০৪৭; মিশকাত হা/৪১৯০; আব্দাউদ হা/৩৮৭৬।

২৭৬. মুসলিম হা/২০৪৭; ছহীছল জামি' হা/৬০৮৫।

২৭৭. মুসলিম হা/২০৪৮; মিশকাত হা/৪১৯১; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৫৩৯।

২৭৮. আব্দাউদ হা/৩৮৭৫; মিশকাত হা/৪২২৪; যঈফ হাদীছ।

১ কেজি খেজুর দেহকে ৩ হাজার ৪৭০ ক্যালরি শক্তি যোগান দেয়। খেজুরের গ্লুকোজ, লৌহ, ম্যাগনেসিয়াম, সালফার, তামা, ক্যালসিয়াম, ফলিক এসকরবিক এসিডসহ নানা উপাদানে সমৃদ্ধ। খেজুর বলবর্ধক ও পুষ্টিকর খাবার। প্রতি ১০০ গ্রাম খেজুরে পুষ্টিগত মান : শক্তি ১,১৭৮ কিজু, শর্করা ৭৫.০৩ গ্রাম, চিনি ৬৩.৩৫ গ্রাম, খাদ্যে ফাইবার ৮ গ্রাম, স্নেহ পদার্থ ০.৩৯ গ্রাম, প্রোটিন ২.৪৫।

ভিটামিনসমূহ : ভিটামিন এ সমতুল্য বেটা ক্যারোটিন (০%) ৬ মাইক্রোগ্রাম, লুটিন জিজানথেন ৭৫ মাইক্রোগ্রাম, ভিটামিন এ ১০ মিলিগ্রাম, থায়ামিন (বি_১) (৫%) ০.০৫২ মিলিগ্রাম, রিবোফ্লাভিন (বি_২) (৬%) ০.০৬৬ মিলিগ্রাম, ন্যায়েসেন (বি_৩) (৮%) ১.২৭৪ মিলিগ্রাম, প্যানটোথেনিক অ্যাসিড (বি_৫) (১২%) ০.৫৮৯ মিলিগ্রাম, ভিটামিন বি_৬ (১৩%) ০.১৬৫ মিলিগ্রাম, ফোলেট (বি_৯) (৫%) ১৯ মাইক্রোগ্রাম, ভিটামিন সি (০%) ০.৪ মিলিগ্রাম, ভিটামিন ই (০%) ০.০৫ মিলিগ্রাম, ভিটামিন কে (৩%) ২.৭ মাইক্রোগ্রাম।

চিহ্নিত ধাতুসমূহ : ক্যালসিয়াম (৪%) ৩৯ মিলিগ্রাম, লোহা (৮%) ১.০২ মিলিগ্রাম, ম্যাগনেসিয়াম (১২%) ৪৩ মিলিগ্রাম, ম্যাঙ্গানিজ (১২%) ০.২৬২ মিলিগ্রাম, ফসফরাস (৯%) ৬২ মিলিগ্রাম, পটাশিয়াম (১৪%) ৬৫৬ মিলিগ্রাম, সোডিয়াম (০%) ২ মিলিগ্রাম, দস্তা (৩%) ০.২৯ মিলিগ্রাম, পানি ২০.৫৩ গ্রাম।^{২৭৯}

খেজুরের মাংসল অংশে প্রায় ৫৮% চিনি এবং ২% চর্বি, আমিষ ও খনিজ পদার্থ থাকে। প্রাত্যহিক প্রয়োজন ও চাহিদায় মাত্র ৫/৬টি খেজুরে প্রায় ৩ গ্রাম আঁশ পাওয়া যায়। আঁশের প্রায় ১৪% দ্রবীভূত ও অদ্রবীভূত। আর মানব দেহের চাহিদা পূরণে দ্রবীভূত ও অদ্রবীভূত অতি মূল্যবান কাজ সম্পন্ন করে থাকে। অদ্রবীভূত আঁশ পরিপাকতন্ত্রের মধ্য দিয়ে খাদদ্রব্য চলাচলের গতির হার বৃদ্ধি করে। আর দ্রবীভূত আঁশ রক্তে অতিরিক্ত গ্লুকোজের অংশ থাকলে তা সঠিক পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ করে।^{২৮০}

২৭৯. তথ্যসূত্র : bn.wikipedia.org/wiki/খেজুর

২৮০. কিশোর নিউজ লেটার, ১১তম বর্ষ, ৭ম ও ৮ম সংখ্যা ২০০৪।

বলা বাহুল্য যার ফলে ডায়াবেটিস-এর মত যিন্দামরণ ব্যাধিকে নিয়ন্ত্রণে রাখে। আবার মানুষের শরীরের সুগারের পরিমাণ হ্রাস পেলে দু'টি খেজুর আহায়েই সুগারের ঘাটতি পূরণ হয় এবং শরীর তার প্রয়োজনীয় আহাৰ্য লাভ করে।^{২৮১} খেজুরের চিনি উপাদান অতিশয় পুষ্টিগুণের অধিকারী। খেজুরে চিনি উপাদান ৬০-৭০% ভাগ। এছাড়া খেজুরে আছে স্বল্প পরিমাণ ভিটামিন A, B, B_২ ও নিকোটিন এসিড।^{২৮২}

খেজুরের ভিটামিন শরীরের স্বাভাবিক গঠন ও স্বাস্থ্য ভাল রাখতে সহযোগিতা করে। হৃদরোগ ও ক্যান্সারের ঝুঁকি কমায়ে। খেজুর মধুর শীতল, স্নিগ্ধ, রুচিবর্ধক, ক্ষয় ও হৃদপিণ্ডের রোগ নিবারক। এটা বল বাড়ায় ও শুক্র বৃদ্ধি করে।^{২৮৩} উল্লেখ্য, প্রসব বেদনায় পানি ও খেজুরের ব্যবহার চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকেও উপকারী।^{২৮৪}

সাহারীর পর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কোন কিছু পানাহার হ'তে বিরত থাকায় শরীরের ক্যালরী একাধারে কমতে থাকে। সেজন্য ইফতারে খেজুর খাওয়াতে স্নায়বিক শক্তি স্বাভাবিক হয় এবং তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখে। ফলে লো ব্লাড প্রেসার, প্যারালাইসিস, ফ্যাসিয়াল প্যারালাইসিস ও মাথাঘোরা ইত্যাদি রোগ হ'তে মুক্তি পাওয়া যায়। খাদ্যগুণ কম থাকার কারণে রক্তস্বল্প রোগীদের জন্য ইফতারের সময় আয়রণ অত্যন্ত প্রয়োজন। আর প্রাকৃতিক ভাবেই খেজুরের মধ্যে তা রয়েছে।^{২৮৫}

খেজুর স্নায়বিক দুর্বলতাতে খুবই কার্যকর। খেজুর দন্তশূল প্রমেহ গণোরিয়া ও গণোরিয়া জনিত মূত্রনালীর প্রদাহ প্রতিষেধক। তাছাড়া ব্রংকাইটিসও উপশম করে। খেজুর রস ও শরবত উত্তম মূত্র কারক।^{২৮৬} গ্রীষ্মকালে ছায়িম পিপাসার্ত থাকে, ইফতারের সময় ঠাণ্ডা পানি পান করলে পাকস্থলীতে গ্যাস ও তাপ বৃদ্ধি

২৮১. ডাঃ মুহাম্মাদ তারেক মাহমুদ, সুন্নাতে রাসূল (ছাঃ) ও আধুনিক বিজ্ঞান, ভাষান্তরঃ হাফেয মাওলানা মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান, ৩/১২৫ পৃঃ।

২৮২. Scientific Indication's in the Holy Quran, p. 316

২৮৩. দৈনিক ইনকিলাব, ২৯ অক্টোবর ২০০৪।

২৮৪. তাফসীর মা'আরেফুল কুরআন, মূলঃ হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শাফী (রহঃ), অনুবাদঃ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, পৃঃ ৮৩৩।

২৮৫. সুন্নাতে রাসূল (ছাঃ) ও আধুনিক বিজ্ঞান ১/১৬০ পৃঃ।

২৮৬. আজকের কাগজ, ২৯ অক্টোবর ২০০৪।

পায়। যার ফলে লিভার ফুলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যদি ছায়িম খেজুর খাওয়ার পর পানি পান করে, তবে বিপদ থেকে বেঁচে যায়।^{২৮৭}

ছিয়াম পালনের পর অভুক্ত উদরে জটিল ব্যাধি যেমন- ভিটামিন, খনিজ লবণ, রক্তশূন্যতা, স্নায়ুবিদ্যুৎ দুর্বলতা, প্রোটিন, সুগার ইত্যাদির অভাব দেখা দিতে পারে। কিন্তু ইফতার খেজুর দ্বারা সম্পন্ন হ'লে উক্ত চাহিদা, যেমন- ভিটামিন এ.বি.বি_২, খনিজ লবণ, আয়রণ, ক্যালরী, চর্বি, সুগার, নিকোটিন এসিড ইত্যাদি ঘাটতি পূরণেও সত্ত্বর ক্লাস্তিবোধ দূর হ'তে সহায়ক হবে। এছাড়া খেজুরের আরও অনেক উপকারী গুণ রয়েছে।

নাবীয পানীয় :

নাবীয (نَبِيذٌ) হ'ল খেজুর, আপুর, কিসমিস, মধু, গম ও যব ইত্যাদি ফল আলাদা ভাবে ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে ভিজিয়ে যে মিঠা শরবত পানীয় প্রস্তুত করা হয় তাকে নাবীয বলে। এটা সিডার জাতীয় পানীয়। ইহা পানে অনেক উপকার রয়েছে। তন্মধ্যে অন্যতম হ'ল শক্তিবর্ধক ও পাকস্থলীকে উর্বর করে। নাবীয পান করা বৈধ। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُتَبَدُّ لَهُ أَوَّلَ اللَّيْلِ فَيَشْرَبُهُ إِذَا أَصْبَحَ يَوْمَهُ ذَلِكَ وَاللَّيْلَةَ الَّتِي تَجِيءُ وَالْغَدَّ وَاللَّيْلَةَ الْأُخْرَى وَالْغَدَّ إِلَى الْعَصْرِ فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ سَقَاهُ الْخَادِمُ أَوْ أَمْرًا بِهِ فَصَبَّ. 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্য রাতের প্রথম ভাগে নাবীয প্রস্তুত করা হতো। তিনি তা পান করতেন, সেদিন সকালে, আগামী রাতে, পরবর্তী দিনে, এর পরের রাতে এবং পরদিন আসর পর্যন্ত। তবে যদি কিছু পরিশিষ্ট থেকে যেত, তা তিনি তার সেবাদানকারীকে পান করাতেন, কিংবা ফেলে দিতে নির্দেশ দিতেন'^{২৮৮} কেননা তখন তা নেশাদ্রব্যে পরিণত হতো।

ক. নাবীয পানীয় প্রস্তুত প্রণালী :

নাবীয (نَبِيذٌ) পানীয় বানাতে হ'লে, খেজুর, আপুর, কিসমিস, মধু, গম ও যব ইত্যাদি ফল আলাদা ভাবে ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে ১২ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে।

২৮৭. সূনাতে রাসূল (ছাঃ) ও আধুনিক বিজ্ঞান ১/১৬০ পৃঃ।

২৮৮. মুসলিম হা/২০০৪; মিশকাত হা/৪২৮৮।

অতঃপর যে মিঠা শরবত পানীয় প্রস্তুত হবে তা নাবীয শরবত হিসাবে পান করতে হবে। তবে সতর্ক থাকতে হবে তা যেন ১২ ঘণ্টার বেশী সময় অতিক্রান্ত না হয়। কেননা, অধিক সময় ভিজিয়ে রেখে দিলে তা নেশাদ্রব্যে পরিণত হবে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, كَانَ يُتَبَدُّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سِقَاءِ يَوْمِ كَأْ أَعْلَاهُ وَلَهُ عَزْلَاءٌ يُتَبَدُّ غُدْوَةً فَيَشْرَبُهُ عِشَاءً وَيُتَبَدُّ عِشَاءً فَيَشْرَبُهُ غُدْوَةً. 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্য যে পাত্রে নাবীয বানানো হতো, তার উপরের মুখ বন্ধ করে দেয়া হতো ও নীচের দিকেও মুখ ছিল। তাঁর জন্য সকালে যে নাবীয বানানো হতো, রাতের তা পান করতেন। আবার রাতে যে নাবীয বানানো হতো, সকালে তা পান করতেন'^{২৮৯} অন্যত্র বলেন, 'আমি সকাল সন্ধ্যায় নাবীয তৈরীর পাত্র ধুয়ে নিতাম'^{২৯০}

কিসমিস থেকেও নাবীয বানানো যায় এবং তা নিংড়াতে দেরী করলে নেশা জাতীয় দ্রব্যে পরিণত হয়। আব্দুল্লাহ ইবনু দায়লামী (রহঃ) তার পিতার সূত্রে বলেন, একদা আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলি, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি জানেন যে, আমরা কারা, কোথাকার অধিবাসী এবং কার নিকট এসেছি? তিনি বললেন, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিকট এসেছ'। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের এখানে আপুর উৎপাদিত হয়। আমরা এগুলো কি করবো? তিনি বললেন, 'এগুলো শুকিয়ে কিসমিস বানাও'। আমরা বললাম, কিসমিস দিয়ে কি করবো? তিনি বললেন, اُنْبِذُوهُ عَلَى غَدَائِكُمْ وَأَشْرَبُوهُ عَلَى عَشَائِكُمْ وَأَشْرَبُوهُ عَلَى غَدَائِكُمْ وَأَنْبِذُوهُ فِي الشَّنَانِ وَلَا تُنْبِذُوهُ فِي الْقَلَالِ فَإِنَّهُ إِنْ تَأَخَّرَ صَارَ خَالًا. 'নাবীয শরবত তৈরীর জন্য তা সকালে ভিজাবে এবং রাতে পান করবে অথবা রাতে ভিজাবে এবং সকালে পান করবে'। তা চামড়ার মশকে ভিজাবে। মাটির কলসীতে অথবা বড় পাত্রে নাবীয বানাতে না। কেননা নিংড়াতে দেরী হ'লে তা নেশা জাতীয় দ্রব্যে পরিণত হবে'^{২৯১}

২৮৯. আব্দুদাউদ হা/৩৭১১; ইবনু মাজাহ হা/৩৩৯৮; হযীহ হাদীছ।

২৯০. আব্দুদাউদ হা/৩৭১২।

২৯১. আব্দুদাউদ হা/৩৭১০; নাসাঈ হা/৫৭৩৬; সনদ হাসান হযীহ।

নাবীয তৈরীর ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। কেননা দু'ধরনের ফল বা একই জাতীয় কাঁচা ও পাকা ফলের সংমিশ্রণে যে পানীয় প্রস্তুত হয়, তা হবে উত্তেজক নেশাদ্রব্য। আবু কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কিশমিশ ও শুকনো খেজুর একত্রে মিশিয়ে এবং কাঁচা ও পাকা খেজুর একত্রে মিশিয়ে এবং পাকা রং ধারণকৃত ও শুকনো খেজুর একত্রে মিশিয়ে নাবীয পানীয় বানাতে নিষেধ করেছেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, اَتَيْدُوا كُلَّ وَاحِدَةٍ عَلَيَّ حِدَّةٍ 'প্রতিটি ফল দিয়ে ভিন্ন ভিন্নভাবে তোমরা নাবীয বানাও'।^{২৯২} কেননা কাঁচা পাকা বা অন্য ফলের সংমিশ্রণে বানানো নাবীয মদ হিসাবে পরিগণিত হবে। আনাস (রাঃ) বলেন, لَقَدْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ حِينَ حُرِّمَتْ وَمَا نَجِدُ خَمْرَ الْأَعْنَابِ إِلَّا قَلِيلًا وَعَامَةً خَمْرُنَا الْبُسْرُ وَالْتَمَّرُ. 'মদ যখন হারাম করা হয় তখন আমাদের মাঝে আসুরের তৈরি মদ খুব কমই পেতাম। আমাদের মদ সাধারণত কাঁচা ও পাকা খেজুর থেকেই প্রস্তুত হয়'।^{২৯৩}

আর নাবীয কোন পাত্রে বানানো নিষেধ সে সম্পর্কে জাবির (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্য মশকে নাবীয প্রস্তুত করা হয়। যখন তারা তা না পেত, তখন পাথর নির্মিত পাত্রে নাবীয তৈরি করা হয়'।^{২৯৪} তবে 'কদুর খোলস, সবুজ মটকা, আলকাতরা লাগানো পাত্র এবং খেজুর বৃক্ষের মূলের পাত্র ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু চামড়ার মশকে নাবীয প্রস্তুত করতে আদেশ করেছেন'।^{২৯৫}

তবে নাবীয পানীয়কে যেন মদ বা নেশাদ্রব্য বানিয়ে পান না করা হয়, তাই নবী (ছাঃ) সাবধান করে বলেন, كَيْشْرَبَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسْمُونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا 'নিশ্চয়ই আমার উম্মাতের কিছু সংখ্যক লোক মদের নাম পরিবর্তন করে তা পান করবে'।^{২৯৬} বর্তমানে ওসব পানীয় পান করা থেকে বিরত থাকা জরুরী।

২৯২. আবুদাউদ হা/৩৭০৪, ৩৭০৫।

২৯৩. বুখারী হা/৫৫৮০; মিশকাত হা/৩৬৩৬।

২৯৪. মুসলিম হা/১৯৯৯; মিশকাত হা/৪২৮৯।

২৯৫. মুসলিম, মিশকাত হা/৪২৯০।

২৯৬. আবুদাউদ হা/৩৬৮৮; ইবনু মাজাহ হা/৪০২০; মিশকাত হা/৪২৯০।

নাবীয প্রস্তুতকাল ১২ ঘণ্টার বেশী রেখে দিলে তলানী বা গাদ পড়ে মিঠা শরবতের পরিবর্তে নেশাদ্রব্যে পরিণত হবে। তবে নাবীয পানীয় দু' তিন দিন ধরে পান করা যায়। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্য আসুরের নাবীয বানানো হলে তা তিনি সারা দিন পান করতেন, দ্বিতীয় দিন এবং তৃতীয় দিনও বিকাল পর্যন্ত পান করতেন। অতঃপর তিনি আদেশ দিলে অবশিষ্ট শরবত খাদেমদেরকে পান করানো হতো কিংবা ফেলে দেয়া হতো'। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, খাদেমদের পান করানোর অর্থ হ'ল, তাতে নেশা প্রকাশ পাওয়ার আগে তারা তা পান করতো'।^{২৯৭}

অতএব এ বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, 'নাবীয পান শেষে মশক ধুয়ে ফেলতেন এবং তা তীব্র করার জন্য তাতে কোন প্রকার তলানী বা অন্য বস্তু মিশাতেন না'। নাফে (রহঃ) বলেন, فَكُنَّا نَشْرَبُهُ مِثْلَ الْعَسَلِ. 'আমরা তা মধুর মত পান করেছি'।^{২৯৮} আবু মা'শার ইবরাহীম (রহঃ) বলেন, لَا بَأْسَ بِنَيْدِ الْبُخْتِجِ. 'পাকানো নাবীযে কোন ক্ষতি নেই'।^{২৯৯}

আব্দুল্লাহ মুযানী (রহঃ) বলেন, আমি ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর সাথে কা'বার সন্নিকটে বসা ছিলাম। এমন সময় এক বেদুঈন উপস্থিত হয়ে বলল, কি ব্যাপার? আমি দেখছি আপনার চাচাতো ভাইয়েরা আগন্তুকদের মধু ও দুধ পান করায়। আর আপনারা নাবীয পান করান? তা কি আপনাদের দরিদ্রতার কারণে, না কৃপণতার কারণে? ইবনু আব্বাস (রাঃ) বললেন, আলহামদুলিল্লাহ; আমাদের না দরিদ্র আক্রান্ত করেছে, না কৃপণতা। বস্তুত রাসূল (ছাঃ) তাঁর বাহনে চড়ে এখানে এলেন এবং তাকে এক পেয়ালা নাবীয দিলাম। তিনি তা পান করলেন এবং অবশিষ্টটুকু উসামাকে পান করালেন। এরপর তিনি বলেন, أَحْسَنْتُمْ وَأَحْمَلْتُمْ كَذَا فَاصْنَعُوا. 'তোমরা খুবই উত্তম কাজ করেছ এবং এরূপই করতে থাক'। অতএব রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের যা নির্দেশ দিয়েছেন, তার পরিবর্তন চাই না'।^{৩০০}

২৯৭. আবুদাউদ হা/৩৭১৩; ইবনু মাজাহ হা/৩৩৯৯; সদন ছহীহ।

২৯৮. নাসাঈ হা/৫৭৪০; ছহীহ, সদন মওকুফ।

২৯৯. নাসাঈ হা/৫৭৪৮।

৩০০. মুসলিম হা/১৩১৬; সুনানে বায়হাক্বী কাবীর হা/৯৪৩৬।

খ. নাবীয পানীয় পানের উপকারিতা :

নাবীয স্বাস্থ্যের জন্য ভিষণ উপকারী। এটাকে এনার্জি ড্রিংকস বা বল বৃদ্ধিকারক পানীয় বলা হয়। গ্লুকোজ, পটাশিয়াম থাকায় এ পানীয় খুব সহজেই ক্লান্তি দূর করে। এর মেটাবলিক বা বিপাকীয় প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন যৌগ তৈরী করে। যেমন- নাইট্রোজেন ঘটিত যৌগ, কার্বন-ডাই-অক্সাইড, ফসফেটস, সালফেটস, পানি প্রভৃতি দেহ ব্যবহার করতে পারে না। কিন্তু তা দেহের জন্য ভিষণ ক্ষতিকারক। আর নাবীয পানীয় পানের মাধ্যমে তা বিপাকীয় বর্জ্য পদার্থগুলো রেচনতন্ত্রের মাধ্যমে শরীর থেকে বের করে দেয়।

১. শক্তিবর্ধক নাবীয পানীয় পানে রক্তে শর্করার মাত্রা কমায়ে ও ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখে। ২. শরীরকে বিষ (টক্সিন) মুক্ত করে ও ক্লান্তি দূর করে। ৩. রক্তের কলেস্টরাল কমায়ে ও ব্লাড প্রেসার নিয়ন্ত্রণে রাখে। ৪. ডিওডরেন্ট বা শরীরের দুর্গন্ধ দূর করে। ৫. পটাশিয়াম থাকায় নার্ভ ও দুর্বল হার্ট সবল করে রাখে। ৬. মুখের দুর্গন্ধ দূর করে ও দাঁতের সৌন্দর্য ফিরে পায়। ৭. স্কিন টোনার হিসেবেও কাজে করে, ব্রণের প্রকোপ কমায়ে ও ট্যান বা রৌদ্রে থেকে ত্বকের প্রদাহ নিমেষে কমিয়ে দেয়। ৮. চুলের আদ্রতা ফিরে আনে এবং অকাল পক্কতা ও টাক পড়া দূর করে। ৯. পাকস্থলী উর্বর করে ও অম্লতা বা এসিডিটিসহ কষ্টকাঠিন্য দূর করে। ১০. স্মৃতিশক্তি বর্ধন, প্লীহা, লিভার, প্রোস্টেট ও ফুসফুসের কার্যক্ষমা বৃদ্ধি করে। ১১. প্রসূতি মায়েদের বুকের দুধ বৃদ্ধি করে ও জরায়ুর বিভিন্ন সমস্যা দূর করে। ১২. আয়রণের ভালো উৎস হওয়ায় রক্তের প্রোটিন মেটাবলিজম, হিমোগ্লোবিন ও লোহিত কণিকা উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

গ. পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : এক. কাঁচা ও পাকা খেজুর একত্রে অথবা খেজুর ও অন্যান্য ফল মিশ্রণে নাবীয প্রস্তুত করা রাসূল (ছাঃ)-এর নিষেধ।^{৩০১}

দুই. নাবীয পানীয় নিংড়াতে দেরী হ'লে কিংবা নিংড়ানো নাবীয তিনদিনের বেশী রেখে দিলে তা নেশা জাতীয় দ্রব্য বা এ্যালকাহোলে পরিণত হবে। যা শরীরের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর এবং শারঙ্গ বিধানে তা পান করা হারাম।

৩০১. আব্দাউদ হা/৩৭০৪, ৩৭০৫; বুখারী হা/৫৫৮০।

গ. ইফতারে পানির গুরুত্ব :

পৃথিবীর সকল কিছু সৃষ্টির মূল উপাদান পানি। এই মৌলিক উপাদান পৃথিবীর সকল জীবদেহের মধ্যে বিদ্যমান। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, وَجَعَلْنَا مِنْ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ (আম্বিয়া ২১/৩০)। জীব বিজ্ঞানের মতে, সাগরের অভ্যন্তরের পানিতে যে প্রোটোপ্লাজম বা জীবনের আদিম মূলীভূত উপাদান রয়েছে তা থেকেই সকল জীবের সৃষ্টি। আবার সকল জীবদেহ কোষ দ্বারা গঠিত। আর এই কোষ গঠনের মূল উপাদান হচ্ছে পানি। ভিন্নমতে, পানি অর্থ শুক্র (কুরতুবী)।

প্রত্যেক দিন সর্বনিম্ন আট গ্লাস পানি পান করা উচিত। কিন্তু ছিয়াম পালনের জন্য তা ঘাটতি হয়। তাই খেজুর বা পানি দ্বারা ইফতার করা সুন্নাত।

১. রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। ২. বিপাক ত্বরান্বিত করতে সহায়তা করে। ৩. শরীর থেকে টক্সিন বের করতে সাহায্য করে। ৪. অম্ল পরিষ্কার করতে সহায়তা করে। ৫. ওজন কমাতে উপকারী। ৬. কোলন পরিষ্কারে সহায়তা করে। ৭. মাইগ্রেনের সমস্যা প্রতিরোধ করে। ৮. শরীরে পানির অভাব পূরণ করে। ৯. রক্তের তরলতা বজায় রাখে। ১০. শরীর হতে অপ্রয়োজনীয় দূষিত পদার্থ নির্গত হতে সাহায্য করে। ১১. খাদ্য দ্রব্য হজম করতে সাহায্য করে। ১২. শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। ১৩. শরীরের অম্লতা/গ্যাষ্টিক স্বাভাবিকতা ও সঠিক রাখে। ১৪. হরমোন তৈরি করতে অনেক ক্ষেত্রে সাহায্য করে।

পরিশেষে, ইসলামকে নিয়ে বিজ্ঞান যত বেশী গবেষণায় ব্রত থাকবে, ততবেশী গূঢ় রহস্য বিশ্ববাসীর সামনে উন্মোচিত করতে পারবে। ইসলাম শ্বাশত, নন্দিত ও পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। তাই সাহারীতে স্বল্প আহার ও খেজুর দ্বারা ইফতার করে সঠিক সুন্নাতকে সম্মুন্নত করি। আল্লাহ আমাদেরকে তাওফীক দান করুন, আমীন!

ছাদাকাতুল ফিতরের বিধান

(প্রবন্ধটি মাসিক 'আত-তাহরীক' পত্রিকায় ১৫তম বর্ষ ১১তম সংখ্যা আগস্ট ২০১২ইং-তে প্রকাশিত)

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে উদ্দেশ্যবিহীন সৃষ্টি করেননি। তিনি বলেন, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ 'আমি জিন ও মানবজাতিকে কেবল আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি' (যারিয়াত ৫১/৫৬)।

ইবাদত এমন একটি ব্যাপক শব্দ যা প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে পালনকৃত এমন সব কথা ও কাজের সমষ্টি, যা আল্লাহ পসন্দ করেন ও ভালবাসেন। আল্লাহর ইবাদত গ্রহণীয় হওয়ার জন্য প্রধানত চারটি শর্ত রয়েছে। এক. একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে খালিছ নিয়তে সমস্ত ইবাদত হ'তে হবে। দুই. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্যাতী পছা অনুযায়ী তা পালন করতে হবে। এতে কমবেশী করা ও ধারণা করা কুফরীর শামিল। তিন. হালাল রুযি উপার্জন ও ভক্ষণ করতে হবে। চার. ইবাদতে রিয়া বা লোক দেখানো মনোভাব পরিহার করতে হবে।

ইবাদত পালনে ক্রটি-বিচ্যুতি হ'লে আল্লাহ ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ারও ব্যবস্থা রেখেছেন। ছিয়াম হ'ল মহান আল্লাহর ইবাদতের মধ্যে অন্যতম। আর এই ছিয়াম পালনে যে সকল ক্রটি-বিচ্যুতি হয়ে থাকে, তার ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার জন্য ছাদাকাতুল ফিতর আদায়ের বিধান রেখেছেন। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, فَارَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طَهْرَ الصِّيَامِ مِنْهَا، وَاللَّعْوُ وَالرَّفَثُ وَطُعْمَةَ لِلْمَسَاكِينِ 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছওমকে অযথা কথা, খারাপ আলাপ-আলোচনা থেকে পবিত্র করার ও গরীব মিসকীনকে খাদ্যবস্তু দেবার উদ্দেশ্যে ছাদাকাতুল ফিতর ফরয করে দিয়েছেন'।^{৩০২}

সুতরাং এ বিধান আমাদের সুবিধার্থে পরিবর্তন ও পরিমার্জন করা সমীচীন নয়। কেননা ইসলাম হ'ল একমাত্র অভ্রান্ত, ক্রটিমুক্ত, পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা।

৩০২. আব্দাউদ, মিশকাত হা/১৮১৮; সনদ হাসান।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন মনোনীত করে সন্তুষ্ট হলাম' (মায়দা ৫/৩)।

দীন ইসলাম যখন পূর্ণতা পেয়েছে, তখন অপূর্ণতার সংশয় মনে ঠাঁই দেয়া নিতান্তই মূর্খতা। সুতরাং দীনকে অপূর্ণাঙ্গ মনে করার অর্থই হ'ল কুরআন-হাদীছের অপূর্ণতা (নাউযুবিল্লাহ)। আর এটা অসম্ভব, অযৌক্তিক ও ভ্রান্ত ধারণা মাত্র। পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের প্রতি অবতীর্ণ আসমানী গ্রন্থ বিকৃত হয়েছে। কিন্তু শেষ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর প্রতি অবতীর্ণ কুরআন অবিকৃত অবস্থায় বিদ্যমান। তবে রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ বিকৃত করার অপপ্রয়াস চলেছে নানাভাবে। কিন্তু বিভিন্ন মুহাদ্দিছগণের অক্লান্ত পরিশ্রমে তা আজও অজ্ঞান রয়েছে। তথাপিও কিছু লোক ক্রিয়াস দ্বারা ছহীহ হাদীছ বিকৃত করে চলেছে। যেমন ছাদাকাতুল ফিতর খাদদ্রব্যের পরিবর্তে তার সমমূল্য দিয়ে আদায় করা। আলোচ্য নিবন্ধে ছাদাকাতুল ফিতরের বিধান সম্পর্কে আলোকপাত করা হ'ল -

ছাদাকাতুল ফিতর কারদের উপর ফরয :

ছাদাকাতুল ফিতর মুসলমান নারী-পুরুষ, ছোট-বড়, সকলের জন্য আদায় করা ফরয। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন,

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ.

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় উম্মতের ক্রীতদাস ও স্বাধীন, নারী ও পুরুষ, ছোট ও বড় সকলের উপর মাথা পিছু এক ছা' পরিমাণ খেজুর বা যব যাকাতুল ফিতর হিসাবে ফরয করেছেন এবং তা ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পূর্বেই আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন'।^{৩০৩}

৩০৩. বুখারী হা/১৫০৩; মুসলিম হা/৯৮৪; মিশকাত হা/১৮১৫; নাসাঈ হা/২৫০৪।

ঈদের দিন সকালেও যদি কেউ মৃতুবরণ করেন, তার জন্য ফিতরা আদায় করা ফরয নয়। আবার ঈদের দিন সকালে কোন বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হ'লে তার পক্ষ থেকে ফিতরা আদায় করা ফরয।^{৩০৪} ছাদাকাতুল ফিতর হ'ল জানের ছাদাকাহ, মালের নয়। বিধায় জীবিত সকল মুসলিমের জানের ছাদাকাহ আদায় করা ওয়াজিব। কোন ব্যক্তি ছিয়াম পালনে সক্ষম না হ'লেও তার জন্য ফিতরা ফরয।

ছাদাকাতুল ফিতরের পরিমাণ :

প্রত্যেকের জন্য মাথাপিছু এক ছা' খাদ্যশস্য যাকাতুল ফিতর হিসাবে বের করতে হবে। 'ছা' হচ্ছে তৎকালীন সময়ের এক ধরনের ওয়ন করার পাত্র। নবী করীম (ছাঃ)-এর যুগের ছা' হিসাবে এক ছা'-তে সবচেয়ে ভাল গম ২ কেজি ৪০ গ্রাম হয়। বিভিন্ন ফসলের ছা' ওয়ন হিসাবে বিভিন্ন হয়। এক ছা' চাউল প্রায় ২ কেজি ৫০০ গ্রাম হয়। তবে ওয়ন হিসাবে এক ছা' গম, যব, ভুট্টা, খেজুর ইত্যাদি ২ কেজি ২২৫ গ্রামের বেশী হয়। ইরাকী এক ছা' হিসাবে ২ কেজি ৪০০ গ্রাম অথবা প্রমাণ সাইজ হাতের পূর্ণ চার অঞ্জলী চাউল। বর্তমানে আমাদের দেশে এক ছা'তে আড়াই কেজি চাউল হয়।

অর্ধ ছা' ফিতরা আদায় করা সুন্নাত বিরোধী কাজ। মু'আবিয়া (রাঃ)-এর যুগে মদীনায় গম ছিল না। সিরিয়া হ'তে গম আমদানী করা হ'ত। তাই উচ্চ মূল্যের বিবেচনায় তিনি অর্ধ ছা' গম দ্বারা ফিতরা দিতে বলেন। কিন্তু বিশিষ্ট ছাহাবী আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) সহ অন্যান্য ছাহাবীগণ মু'আবিয়া (রাঃ)-এর এই ইজতিহাদী সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেন এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশ ও প্রথম যুগের আমলের উপরেই কায়ম থাকেন। যারা অর্ধ ছা' গম দ্বারা ফিতরা আদায় করেন, তারা মু'আবিয়া (রাঃ)-এর রায়ের অনুসরণ করেন মাত্র। ইমাম নব্বী (রহঃ) বলেন, সুতরাং অর্ধ ছা' ফিতরা আদায় করা সুন্নাতের খেলাপ। রাসূল (ছাঃ) যাকাতের ও ফিতরার যে হার নির্ধারণ করে দিয়েছেন তা রদবদল করার অধিকার কারো নেই।^{৩০৫} এ ব্যাপারে ওমর (রাঃ) একটি ফরমান লিখে আমর ইবনে হাযম (রাঃ)-এর নিকটে পাঠান যে, যাকাতের

৩০৪. মিরআত ৬/১৮৫ পৃঃ।

৩০৫. ফাৎহুল বারী ৩/৪৩৮ পৃঃ।

নিছাব ও প্রত্যেক নিছাবে যাকাতের যে, হার তা চির দিনের জন্য আল্লাহ তাঁর রাসূলের মাধ্যমে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। এতে কোন যুগে, কোন দেশে কমবেশী অথবা রদবদল করার অধিকার কারো নেই।^{৩০৬}

ছাদাকাতুল ফিতর আদায় ও বণ্টনের সময়কাল :

ছাদাকাতুল ফিতর ঈদের দু'এক দিন পূর্বে আদায় ও পরে বণ্টন করা ওয়াজিব। ঈদুল ফিতরের পূর্বে ছাহাবায়ে কেলাম বায়তুল মাল জমাকারীর নিকটে ফিতরা জমা করতেন। ফিতরা আদায়ের এটাই সুন্নাতী পন্থা, যা ঈদের ছালাতের পর হকদারগণের মধ্যে বণ্টন করতে হবে।^{৩০৭}

ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, *أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ*

خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে

ছাদাকাতুল ফিতর আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন।^{৩০৮} অন্যত্র আবু সাঈদ

খুদরী (রাঃ) বলেন, *كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ*

الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ . وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالْأَفِطُ

وَالْتَّمَرُ 'আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে ঈদের দিন এক সা' পরিমাণ খাদ্য

ছাদাকাতুল ফিতর হিসেবে আদায় করতাম। আর আমাদের (প্রধান) খাদ্যদ্রব্য

ছিল যব, কিসমিস, পনির ও খেজুর।^{৩০৯}

অন্যত্র রয়েছে, ঈদের ছালাতের পূর্বে দায়িত্বশীলের কাছে ফিতরা জমা করা

ওয়াজিব। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, *وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى*

الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى 'ছাদাকাতুল ফিতর' ঈদুল ফিতরের ছালাতে বের

হবার আগেই আদায় করতে হুকুম দিয়েছেন।^{৩১০}

৩০৬. তাফসীর মা'আরেফুল কুরআন, পৃঃ ৫৭৫।

৩০৭. বুখারী হা/১৫১১, 'যাকাত' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৭৭।

৩০৮. বুখারী হা/১৫০৯।

৩০৯. বুখারী হা/১৫১০।

৩১০. বুখারী হা/১৫০৩; মুসলিম হা/৯৮৪; মিশকাত হা/১৮১৫; দারাকুত্নী হা/২০৯৫।

হযরত নাফে' (রাঃ) বলেন, *أن بن عمر كان يبعث زكاة الفطر إلى الذي* ইবনে ওমর (রাঃ) নিজে ঈদের দু'এক দিন পূর্বে জমাকারীর কাছে ফিৎরা পাঠাতেন।^{৩১১}

ছিয়াম পালনকারীর জন্য ছাদাকাতুল ফিতর আদায় অপরিহার্য করে দিয়েছেন। যে ব্যক্তি ঈদের ছালাতের পূর্বে আদায় করবে তা ছাদাকাতুল ফিতর হিসাবে গণ্য হবে। আর যে ব্যক্তি ঈদের ছালাতের পর আদায় করবে তা সাধারণ ছাদাকাতুল হিসাবে গণ্য হবে। ইবনু আববাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, *فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طَهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللُّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ*.

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যাকাতুল ফিৎর ফরয করেছেন ছিয়াম পালনকারীর অসারতা ও যৌনাচারের পঙ্কিলতা থেকে পবিত্র করার জন্য এবং মিসকীনদের খাদ্য স্বরূপ। যে ব্যক্তি তা ছালাতের পূর্বে (ঈদের ছালাত) আদায় করবে তা যাকাত হিসাবে গ্রহণীয় হবে। আর যে ব্যক্তি ছালাতের পরে আদায় করবে তা (সাধারণ) ছাদাকাতুল মধ্যে গণ্য হবে।^{৩১২}

ঈদের ছালাতের পূর্বে ফিৎরা বণ্টন করার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং পরে বণ্টনের প্রমাণ পাওয়া যায়। ইবনে ওমর (রাঃ) অনুরূপভাবে জমা করতঃ ঈদের ছালাতের পরে হকুদারগণের মধ্যে বণ্টন করতেন।^{৩১৩}

অনেকে মনে করেন, ঈদের ছালাতের পূর্বে বণ্টন করা হ'লে গরীবদের সুবিধা হবে। কিন্তু এ মর্মে যে কয়টি বর্ণনা এসেছে, তা গ্রহণযোগ্য নয়।^{৩১৪}

সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলের মাধ্যমে ফিৎরা বণ্টনের জন্য যে সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন তা পালন করা আবশ্যিক।

৩১১. মুয়াত্তা মালেক, হা/৩৪৩; ইবনু খুযায়মাহ হা/২৩৯৭, সনদ ছহীহ।

৩১২. আবু দাউদ হা/১৬০৯; ইবনু মাজাহ হা/১৮২৭; আলবানী, সনদ হাসান।

৩১৩. ফাৎল বারী ৩/৪৩৯-৪০; মির'আত ১/২০৭।

৩১৪. ইরওয়াউল গালিল হা/৮৪৪, ৩/৩৩২।

ফিতরা পাওয়ার হকুদারগণ :

ঈদুল ফিৎরের খুশির দিনে ধনীদের সাথে গরীবরাও যেন সমানভাবে আনন্দ ও খুশিতে শরীক হ'তে পারে সেজন্য মুসলমানদের উপর যাকাতুল ফিৎর ফরয করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, *قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى* 'অবশ্যই সাফল্য লাভ করবে, যে যাকাত আদায় করবে' (আ'লা ৮৭/১৪)। ছাদাকাতুল ফিতর এলাকার অভাবী ও দরিদ্র মানুষের মাঝে বণ্টন করবে। কেননা ধনীদের সম্পদে গরীবের হকু আছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, *وَفِي* 'ধনীদের সম্পদে রয়েছে, ফকীর, বঞ্চিতদের অধিকার' (যারিয়াত ৫১/১৯)।

যাকাতুল ফিতরের মাধ্যমে ধনীকে পবিত্র করেন এবং গরীবদেরকে দানে অধিক ফেরত দিয়ে থাকেন। আব্দুল্লাহ ইবনু আবু ছু'আইর তার পিতা হ'তে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, *أَمَّا غَنِيكُمْ فَيَزِكِّيهِ اللَّهُ. وَأَمَّا فَاقِرُكُمْ* 'তোমাদের মধ্যে যে ধনী তাকে আল্লাহ এর দ্বারা পবিত্র করবেন। কিন্তু যে গরীব তাকে আল্লাহ ফেরত দেবেন, যা সে দিয়েছিল তার চেয়ে অধিক।'^{৩১৫}

এতদ্ব্যতীত যাকাত আদায়ের নিম্নোক্ত আটটি খাতেও ফিতরা বণ্টন করা যাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

'যাকাত হ'ল কেবল ফকীর, মিসকীন, যাকাত আদায়কারী ও যাদের চিত্ত আকর্ষণ প্রয়োজন তাদের হকু এবং তা দাস মুক্তির জন্য, ঋণগ্রস্তদের জন্য, আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের জন্য ও মুসাফিরদের জন্য। এই হ'ল আল্লাহর নির্ধারিত বিধান' (তওবা ৯/৬০)। আলোচ্য আয়াতের শুরুতে *إِنَّمَا* শব্দ আনা

৩১৫. আবুদাউদ, মিশকাত হা/১৮২০; ছহীহ লিগায়রিহ।

হয়। যার অর্থ, কেবলমাত্র, শুধুমাত্র। তাই শুরু থেকেই বুঝা যাচ্ছে যে, ছাদকাহর যে সকল খাতের বর্ণনা সামনে দেয়া হচ্ছে কেবল সে আটটি খাতেই সকল ওয়াজিব ছাদকাহ ব্যয় করতে হবে। এছাড়া অন্য কোন ভাল খাতেও ওয়াজিব ছাদকাহ ব্যয় করা যাবে না। ছাদকাহ শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক। নফল ও ফরয উভয় দানই এতে शामिल রয়েছে। নফলের জন্যে শব্দটির প্রচুর ব্যবহার, তেমনি ফরয ছাদকাহর ক্ষেত্রেও কুরআনের বহুস্থানে শব্দটির ব্যবহার দেখা যায়। বরং কোন কোন মুফাসসীরের তথ্য মতে কুরআনে যেখানে শুধু ছাদকাহ শব্দের ব্যবহার রয়েছে, সেখানে ফরয ছাদকাহ উদ্দেশ্য হয়ে থাকে' (কুরতুবী)। ইমাম শাফেয়ী (রঃ)-এর রায় মোতাবেক যাকাতের অর্থ কুরআনে বর্ণিত আট ধরনের লোকদের মধ্যে সকলের উপর ব্যয় করা ওয়াজিব'।

এছাড়াও উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা যাদের কথা বলেছেন তারা প্রত্যেকেই যাকাত ও ফিত্রা পাওয়ার হকদার। কেননা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ধন-সম্পদের যাকাত ফরয করেছেন এবং রাসূল (ছাঃ) যাকাতুল ফিত্র ফরয করেছেন।^{৩১৬} আর এই ছাদকাহতুল ফিত্র ফরয হয়েছে ২য় হিজরীর রামায়ান মাসে ঈদের ২ দিন পূর্বে। ছাদকাহতুল ফিত্রের হুকুম নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম শাফেঈ, মালিক এবং আহমাদ (রহঃ)-এর মতে তা ফরয।^{৩১৭}

ছাদকাহতুল ফিত্র মিসকীনদের খাদ্য স্বরূপ।^{৩১৮} ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) বলেন, فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طَهْرَ الصِّيَامِ مِنَ اللَّعْوِ الْوَاسِعِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةَ لِلْمَسَاكِينِ 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছিয়ামকে অযথা কথা, খারাপ আলাপ-আলোচনা থেকে পবিত্র করার ও গরীব মিসকীনকে খাদ্যবস্তু দেবার উদ্দেশ্যে ছাদকাহয়ে ফিত্র ফরয করে দিয়েছেন'^{৩১৯} এই হাদীছের আলোকে শুধু মিসকীনসহ ফরয যাকাতের খাতগুলোতে সূরা তাওবা ৯/৬০-এর আলোকে বণ্টন করা ওয়াজিব। কেননা আলোচ্য আয়াতের শেষে আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 'এটি আল্লাহর পক্ষ হ'তে

৩১৬. বুখারী হা/১৫০৩; মুসলিম হা/৯৮৪; মিশকাত হা/১৮১৫; নাসাঈ হা/২৫০৪।

৩১৭. মিশকাত হা/১৮১৫; বাবে ছাদকাহতুল ফিত্র-এর অনুচ্ছেদ আলোচনা।

৩১৮. আবু দাউদ হা/১৬০৯; ইবনু মাজাহ হা/১৮২৭; আলবানী, সনদ হাসান।

৩১৯. আবু দাউদ, মিশকাত হা/১৮১৮; হাসান ছহীহ।

নির্ধারিত ফরয, আর আল্লাহ মহাজ্জানী, অতিব প্রজ্ঞাময়' (তওবা ৯/৬০)। সুতবাং আল্লাহ তা'লার ও রাসূল (ছাঃ)-এর নির্ধারিত ফরয যাকাত বণ্টন করি আল্লাহ হুকুম অনুযায়ী। আর রাসূল (ছাঃ) যে মিসকিনের কথা বলেছেন তা উক্ত আয়াতের মধ্যেও এসেছে। এতে বিরোধের কোন আশংকা থাকে না। তবে গরীব মিসকিনগণ সবচেয়ে বেশী হকদার।

ছাদকাহতুল ফিত্র কোন বস্তু দ্বারা আদায় করা ওয়াজিব :

প্রত্যেক দেশের প্রধান খাদ্য দিয়ে ফিত্রা আদায় করবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'أَدْوَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ فِي الْفِطْرِ' 'তোমরা ছাদকাহতুল ফিত্র আদায় করো এক ছা' খাদ্যদ্রব্য দ্বারা'^{৩২০} অন্য হাদীছে এসেছে, আবু রাজা' (রহঃ) বলেন, سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَخْطُبُ عَلَى مَنبَرِكُمْ يَعْزِي مَنبَرَةَ الْبَصْرَةِ يَقُولُ صَدَقَةُ الْفِطْرِ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ 'আমি ইবনু আব্বাস (রাঃ)-কে তোমাদের মিম্বরে অর্থাৎ

বসরার মিম্বরে দাঁড়িয়ে খুৎবা দানরত অবস্থায় বলতে শুনেছি, ছাদকাহতুল ফিত্রের পরিমাণ হ'ল মাথাপিছু এক ছা' খাদ্যদ্রব্য।^{৩২১}

অন্যত্র এসেছে, আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ 'আমরা যাকাতুল ফিত্র আদায় করতাম এক ছা' খাদ্য (طعام) অথবা এক ছা' যব বা এক ছা' খেজুর অথবা এক ছা' পনির অথবা এক ছা' কিশমিশ দিয়ে।^{৩২২}

আমাদের এই কৃষি প্রধান দেশে প্রধান খাদ্য (طعام) চাউল। সে কারণ চাউল দিয়ে ছাদকাহতুল ফিত্র আদায় করাই উত্তম। খাদ্যশস্যের মূল্য দিয়ে ছাদকাহতুল ফিত্র প্রদানের স্বপক্ষে কুরআন-হাদীছে স্পষ্ট কোন দলীল নেই। সুতরাং মুদ্রা দিয়ে ফিত্রা আদায় করা কোন বিশিষ্ট জনের তাকুলীদ (অন্ধ অনুসরণ) বৈ কিছুই নয়।

৩২০. ছহীহুল জামি' হা/২৪২; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১১৭৯।

৩২১. নাসাঈ হা/২৫১০।

৩২২. বুখারী হা/১৫০৬; মুসলিম হা/৯৮৫; মিশকাত হা/১৮১৬।

আল্লাহর রাস্তায় দান-খয়রাত করতে হ'লে নবী করীম (ছাঃ) প্রদর্শিত পন্থায়ই তা করা অপরিহার্য। তাছাড়া চার খলীফা, ছাহাবীগণ, তাবেঈ, তাবে- তাবেঈগণ সকলেই খাদ্যদ্রব্য দিয়ে ফিৎরা আদায় করেছেন। খাদ্যশস্যের মূল্যে ফিৎরা আদায়ের স্বপক্ষে একটি দুর্বল, মওযু হাদীছও প্রমাণ হিসাবে পাওয়া যায় না। সুতরাং খাদ্যশস্য দিয়েই ফিৎরা আদায় করতে হবে।

খাদ্যশস্যের মূল্য দ্বারা ফিৎরা আদায় করার বিধান :

খাদ্যশস্য ব্যতীত অর্থ কিংবা দীনার-দিরহাম দিয়ে ফিৎরা আদায় করেছেন মর্মে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ), ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈ ও তাবে- তাবেঈদের কোন আমল পাওয়া যায় না। খাদ্যশস্যের স্বপক্ষেই হাদীছে এসেছে। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, আমরা খাদ্যশস্য (طعام) যব, খেজুর, পনীর, কিশমিশ দিয়ে যাকাতুল ফিতর আদায় করতাম।^{৩২৩}

طعام শব্দটির অর্থ হ'ল খাদ্য। পরিভাষায় যা দিয়ে ক্ষুধা নিবারণ করা যায়, তাই (طعام) দ্বারা টাকা-পয়সা বুঝায় না। তাছাড়াও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পূর্ব যুগ হ'তেই মক্কা-মদীনায়ে দিরহাম-দীনার প্রভৃতি মুদার প্রচলন ছিল। কিন্তু তিনি এক ছা' খাদ্যশস্যের মূল্য হিসাবে দিরহাম প্রদানের নির্দেশ দেননি। বরং খাদ্যশস্য দিয়ে ছাদাকাতুল ফিতর আদায় ওয়াজিব করেছেন।

খাদ্যশস্য ব্যতীত মূল্য দিয়ে ফিৎরা প্রদানে অনেক বৈষম্যের সৃষ্টি হয়। যেমন-

ক্র:নং	ব্যক্তির নাম	চাউলের নাম	প্রতি কেজি	আড়াই কেজির মূল্য	মূল্য পার্থক্য
১	আব্দুল করীম	মিনিকেট	৭০/-	১৭৫/-	১০০/-
২	আব্দুর রহীম	দাউদকানী	৬০/-	১৫০/-	৭৫/-
৩	আব্দুস সালাম	জিরাশাল	৫০/-	১২৫/-	৫০/-
৪	আব্দুল জব্বার	ব্রি-২৮	৪০/-	১০০/-	২৫/-
৫	আব্দুস সাত্তার	গুটি স্বর্ণা	৩০/-	৭৫/-	০০/-

৩২৩. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৮১৬।

এখানে আব্দুল করীম সবচেয়ে দামী ও আব্দুস সাত্তার কম দামী চাউলের ভাত খায়। এদের দু'জনে ছাদাকাতুল ফিতর হিসাবে খাদ্যশস্যের পরিবর্তে যদি মূল্য প্রদান করা হয়, তাহ'লে আড়াই কেজি চাউলের মূল্যের পার্থক্য হবে ১০০/= টাকা। কিন্তু তারা উভয়েই যদি খাদ্যশস্য দিয়ে ফিৎরা আদায় করে, তবে তাদের পরিমাণ আড়াই কেজি বা একই সমান হবে। তাছাড়া বণ্টনের সময় হতদরিদ্র ব্যক্তি সবচেয়ে দামী চাউলের ছাদাকাতুল ফিতর পেয়েও খুশী হবে। কারণ এখানে বলা হয়েছে, মিসকীনদের জন্য খাদ্য স্বরূপ। ছাদাকাতুল ফিতর মিসকীনদের খাদ্য স্বরূপ।^{৩২৪} অর্থাৎ- যা মিসকীনরা দ্রুততার সহিত খেতে পাবরে তাই খাদ্য বলে। সে ক্ষেত্রে টাকা বা মুদ্রা কোন ভাবেই খাদ্য নয়।

খাদ্যশস্যের মূল্য দিয়ে ফিৎরা আদায় করা, ছাদাকাতুল ফিতর করার নামান্তর। যা ইসলামে নিষিদ্ধ। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, ওমর (রাঃ) তাঁর একটি ঘোড়া এক ব্যক্তিকে ছওয়ার ছওয়ার জন্য আল্লাহর রাস্তায় ছাদাকাতুল ফিতর দিলেন, যে ঘোড়াটি রাসূল (ছাঃ) তাকে দান করেছিলেন। তারপর তিনি (ওমর) খবর পেলেন, লোকটি ঘোড়াটি বাজারে বিক্রি করছে। এ খবর শুনে ওমর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমি কি ঘোড়াটি ক্রয় করতে পারি? রাসূল (ছাঃ) জওয়াবে বললেন, 'لَا تَعُدُّ فِي صَدَقَتِكَ' 'তোমার ছাদাকাতুল ফিতর ফিরিয়ে নিবে না'। সে নির্দেশের কারণে ইবনু উমর (রাঃ)-এর অভ্যাস ছিল নিজের দেওয়া ছাদাকাতুল ফিতর কিনে ফেললে সেটি ছাদাকাতুল ফিতর না করে ছাড়তেন না।^{৩২৫}

অপর হাদীছে এসেছে, হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলেন, আমার একটি ঘোড়া আল্লাহর রাস্তায় দান করলাম। যার কাছে ঘোড়াটি ছিল সে এর হক্ক আদায় করতে পারল না। তখন আমি তা ক্রয় করতে চাইলাম এবং আমার ধারণা ছিল যে, সে সেটি কম মূল্যে বিক্রি করবে। এ সম্পর্কে নবী (ছাঃ)-কে আমি জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, 'لَا تَشْتَرِ وَلَا تَعُدُّ فِي'।

৩২৪. আবু দাউদ হা/১৬০৯; ইবনু মাজাহ হা/১৮২৭; আলবানী, সনদ হাসান।

৩২৫. বুখারী হা/১৪৮৯।

‘তুমি صدَقْتِكَ، وَإِنْ أَعْطَاكَ بِدْرَهُمْ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ. তা ক্রয় করবে না এবং তোমার ছাদাক্বাহ ফিরিয়ে নিবে না। যদিও তা এক দিরহামের বিনিময়ে হয়। কেননা, যে ব্যক্তি ছাদাক্বাহ ফিরিয়ে নেয় সে যেন নিজের বমি পুনঃ গলাধঃকরণ করে’।^{৩২৬}

আলোচ্য হাদীছ হ’তে প্রমাণিত হয়, যে কোন প্রকারের ছাদাক্বাহ ক্রয় করা হারাম। যদি ক্রয় করা হালাল হ’ত তবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ওমর (রাঃ)-কে ক্রয় করার অনুমতি দিতেন এবং ফিৎরা খাদ্যশস্যের পরিবর্তে দিরহাম-দীনার প্রদানের অনুমতিও দিতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। চার খলীফা, ছাহাবী, তাবেঈ, তাবে-তাবেঈ কেউই অনুরূপভাবে ছাদাক্বাহ ক্রয় করার পক্ষে ছিলেন না।

যারা ফিৎরা দ্রব্যমূল্যে (টাকায়) প্রদানের স্বপক্ষে তাদের উদ্দেশ্য কি তা আদৌ বোধগম্য নয়। কেননা ফিৎরা হ’ল ফরয এবং কুরবানী হ’ল সুন্নাত। ফরযকে যদি পরিবর্তন অথবা পরিমার্জন করা জায়েয হয়, তাহ’লে কুরবানীর পরিবর্তে তার মূল্য প্রদানে বাধা কোথায়? নিয়ত তো বেশ ছহীহ। যেহেতু কুরবানীর সমমূল্য জায়েয নয়। সুতরাং ফিতরার মূল্য প্রদানও জায়েয নয়। এ সম্পর্কে ইবনে তায়মিয়াহ (রহিঃ) বলেন, ‘যদি কেউ কুরবানীর বদলে তার মূল্য ছাদাক্বাহ করতে চান, তবে তিনি মুহাম্মাদী শরী‘আতের প্রকাশ্য বিরোধিতা করবেন’।^{৩২৭}

ইমাম শাফিঈ (রহিঃ) স্পষ্টভাবে বলেছেন, وَكَأَيُّ دَيْ قِيمَتُهُ ‘যাকাতুল ফিৎরা সমমূল্য দিয়ে আদায় হবে না’।^{৩২৮} এছাড়াও ইমাম মালেক, ইমাম আহমাদ, ইমাম ইবনু আদিল বার ও ইমাম নববী (রহিঃ)-সহ জমহুর উলামায়ে কেরাম বলেছেন, ‘টাকা দিয়ে ফিতরা আদায় হবে না’।^{৩২৯} ইমাম ইবনে উছাইমিন (রহ.) বলেন, ‘অনেকেই বলে থাকেন, খাদ্যশস্য দিয়ে ফিতরা দিলে

ফকিরদের উপকার হবে না। তাদের জওয়াব হ’ল, প্রকৃতপক্ষেই যদি কেউ ফকির হয়; অবশ্যই সে খাদ্যের মাধ্যমেই উপকৃত হবে’।^{৩৩০}

যারা টাকা দিয়ে ফেৎরা আদায়ের পক্ষে এবং বলেন যে, রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে দীনার-দিরহামের প্রচলন ছিল না, তাই দীনার-দিরহাম দিয়ে ফেৎরা আদায়ের নির্দেশ দেন নাই। অথচ দীনার-দিরহামের প্রচলন সেই সোনালী যুগে ছিল। উরওয়া ইবনে আবিল জাদ আল-বারেকী (রাঃ) বলেন, عَرَضَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلْبُ فَأَعْطَانِي دِينَارًا وَقَالَ أَيُّ عُرْوَةٍ أَتِ الْجَلْبُ فَاشْتَرِ لَنَا شَاةً. فَأَتَيْتُ الْجَلْبَ فَسَأَوْتُ صَاحِبَهُ فَاشْتَرَيْتُ مِنْهُ شَاتَيْنِ بَدِينَارٍ فَجِئْتُ أَسْؤِفُهُمَا أَوْ قَالَ أَقْوَدُهُمَا فَلَقِينِي رَجُلٌ فَسَأَوْنِي فَأَبِيَعُهُ شَاةً بَدِينَارٍ فَجِئْتُ بِاللِدِينَارِ وَجِئْتُ بِالشَّاةِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا دِينَارُكُمْ وَهَذِهِ شَاتُكُمْ. قَالَ وَصَنَعْتَ كَيْفَ. قَالَ فَحَدَّثْتُهُ الْحَدِيثَ فَقَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُ فِي صَفْقَةِ يَمِينِهِ.

‘নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট পশুর একটি চালানোর সংবাদ আসল। তিনি আমাকে একটি দীনার দিয়ে বললেন, উরওয়া! তুমি চালানটির নিকট যাও এবং আমাদের জন্য একটি বকরী ক্রয় করে নিয়ে আস। তখন আমি চালানটির কাছে গেলাম এবং চালানোর মালিকের সাথে দরদাম করে এক দীনার দিয়ে দুইটি বকরী ক্রয় করলাম। বকরী দু’টি নিয়ে আসার পথে এক লোকের সাথে দেখা হয়। লোকটি আমার থেকে বকরী ক্রয় করার জন্য আমার সাথে দরদাম করল। তখন আমি তার নিকট এক দীনারের বিনিময়ে একটি বকরী বিক্রয় করলাম এবং একটি বকরী ও একটি দীনার নিয়ে চলে এলাম। তখন আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! এই হচ্ছে আপনার দীনার এবং এই হচ্ছে আপনার বকরী। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, ‘এটা করলে কিভাবে?’ উরওয়া বলেন, আমি তখন তাঁকে ঘটনাটি বললাম। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, ‘হে আল্লাহ! আপনি তার হাতের

৩২৬. বুখারী হা/১৪৯০; মিশকাত হা/১৯৫৪; ছহীছুল জামি হা/৭৩৩১।

৩২৭. মাজমু‘আ ফাতওয়া ইবনে তায়মিয়াহ ২৬/৩০৪; মুগনী ১১/৯৪-৯৫ পৃঃ।

৩২৮. কিতাবুল উম্ম, ২/৭২ পৃঃ।

৩২৯. মুদাওয়ানা কুবরা, ২/৩৮৫; মাজমু‘আ, নববী, ৬/১১০; মুগনী, ২/৩৫২; মিনহাজ (শারহ মুসলিম) ৭/৬০ পৃঃ।

লেন-দেনে বরকত দিন'।^{৩৩১} দীনার-দিরহামের ব্যবহার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে ছিল। তবুও সেই যুগে দীনার-দিরহাম (টাকা-পয়সা) দিয়ে ছাদাকাতুল ফিতর আদায় করা হয়নি।^{৩৩২}

উল্লেখ্য যে, দীনার-দিরহামের মাধ্যমে যাকাতুল ফিতর ফরয হ'লে আজকে মানুষ বিপাকে পড়তেন। কিন্তু আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) খাদ্য দিয়ে ফেত্রা আদায়ের বিধান জারি করায় তা আমাদের জন্য অতিব কল্যাণকর হয়েছে। যে যার দেশের খাদ্যদ্রব্য দিয়ে সাচ্ছন্দ্যে ফেত্রা আদায় করতে পারছি। কিন্তু দীনার-দিরহামের মাধ্যমে হ'লে তখন স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার প্রচলন ঘটত এবং তা দিয়েই ফেত্রা আদায় করতে হতো।

পরিশেষে, অতএব পরকালে পরিত্রাণের নিমিত্তে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী আমল করা আমাদের সকলের জন্য অপরিহার্য। অন্যথায় ইহকাল ও পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত হ'তে হবে। কেননা, এটা সুন্নাহ উপেক্ষার মত গর্হিত কাজ। আল্লাহ আমাদের সকলকে হেফযত করুন-আমীন!!

সুন্নাহ উপেক্ষার পরিণাম

(প্রবন্ধটি মাসিক 'আত-তাহরীক' পত্রিকায় ১৭তম বর্ষ ১ম সংখ্যা অক্টোবর ২০১৩ইং-তে প্রকাশিত)

মানবতার হেদায়াতের জন্য আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে নবী-রাসূলগণকে প্রেরণ করেছেন। তাঁদের মধ্যে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ হ'লেন মুহাম্মাদ (ছাঃ)। তাঁর উম্মত তথা মুসলিম জাতিকে হেদায়াতের জন্য মহাগ্রন্থ আল-কুরআন দান করেছেন। হাদীছ বা সুন্নাহ হ'লে কুরআনের নির্ভুল ব্যাখ্যা। কুরআন সঠিকভাবে বুঝে সে অনুযায়ী আমল করতে হ'লে হাদীছ বা সুন্নাহর কোন বিকল্প নেই। সুতরাং মুমিন জীবনে সুন্নাহর গুরুত্ব অপরিসীম। পক্ষান্তরে সুন্নাহকে উপেক্ষা করা, তাকে অবজ্ঞা-অবহেলা ভরে প্রত্যাখ্যান করা রাসূল (ছাঃ)-কে প্রত্যাখ্যান করার নামান্তর। এহেন গর্হিত কাজের পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। আলোচ্য নিবন্ধে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হ'ল-

সুন্নাহর পরিচিতি :

সুন্নাহ (السنة) শব্দটি سن-থেকে ত্রিগামূল। যার অর্থ তরীকা বা পস্থা, পদ্ধতি, রীতিনীতি, হুকুম ইত্যাদি। এই পদ্ধতি ও রীতিনীতি নন্দিত বা নিন্দিত কিংবা প্রশংসিত বা ধিকৃত উভয়েই হ'তে পারে। যেমন- السنة من الله (আল্লাহর নীতি)। আল্লাহ তা'আলা বলেন, سُنَّةٌ مِّنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُّسُلِنَا, 'আপনার পূর্বে আমি যত রাসূল প্রেরণ করেছি, তাদের ক্ষেত্রেও এরূপ নিয়ম ছিল। আপনি আমার নিয়মের কোন ব্যতিক্রম পাবেন না' (ইসরা ১৭/৭৭)। জারীর ইবনু আব্দুল্লাহ আল বাজালী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُهَا وَمَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ 'যে ব্যক্তি ইসলামে কোন নিকৃষ্ট সুন্নাহ (নীতি) চালু করল, অতঃপর তার অবর্তমানে সেটার উপরে আমল করা হ'ল, তাহলে তার জন্য আমলকারীর সমান গুণাহ

৩৩১. বুখারী হা/৩৬৪২; আব্দুদাউদ হা/৩৩৮৪; তিরমিযী হা/১২৫৮; দারাকুত্নী হা/২৮৬২।

৩৩২. বুখারী হা/২০৭৯, ২২০২, ২৩১২; মুসলিম হা/১৫৮৪, ১৫৯৩, ১৫৯৪, ১৫৯৫, ১৫৯৬; মুয়াত্তা মালেক হা/১৩১৫।

লেখা হবে, অথচ আমলকারীর গুণাহ সামান্যতম কম করা হবে না’^{৩৩০} অন্যত্র বলেন, ‘তোমরা আমার সুন্নাতকে এবং হেদায়াত প্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরবে, অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে ধারণ করবে এবং তাকে মাটির দাঁত দিয়ে শক্তভাবে ধরে থাকবে’^{৩৩৪}

শারঈ পরিভাষায় সুন্নাত হ’ল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ঐ সকল বাণী, যা দ্বারা তিনি কোন বিষয়ে আদেশ-নিষেধ, বিশ্লেষণ, মৌন সম্মতি ও সমর্থন দিয়েছেন এবং কথা ও কর্মের মাধ্যমে অনুমোদন করেছেন, যা সঠিকভাবে জানা যায় তাকে সুন্নাহ বা হাদীছ বলা হয়।^{৩৩৫} অনুরূপভাবে খুলাফায়ে রাশেদীন, ছাহাবী, তাবিঈ ও তাব-তাবিঈদের আছার ও ফৎওয়াসমূহ অর্থাৎ তাদের ইজতেহাদ ও যেসব বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করেছেন, তাকেও সুন্নাহ বলে অভিহিত করা হয়। আর তা উপেক্ষা করা হ’লে ঠিকানা হবে জাহানাম।

সুন্নাহর গুরুত্ব :

ইসলামী শরী‘আতের উৎস দু’টি, পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ। পবিত্র কুরআন যেমন আল্লাহর প্রেরিত অহী, ঠিক তেমনি সুন্নাহও রাসূল (ছাঃ)-এর অন্তরে প্রক্ষিপ্ত অহী।

কুরআন পঠিত অহী, আর সুন্নাহ অপঠিত অহী। পবিত্র কুরআনের পরই সুন্নাহর স্থান। সুন্নাহ প্রকৃতপক্ষে আল-কুরআনের বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যে পূর্ণাঙ্গ দ্বীন মানব জাতিকে উপহার দিয়েছেন, সুন্নাহ মূলতঃ এরই বহিঃপ্রকাশ। তাই বলা হয়, পবিত্র কুরআন ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের হৃদপিণ্ড স্বরূপ। আর সুন্নাহ এ হৃদপিণ্ডের চলমান ধমনী। হৃদপিণ্ডের চলমান ধমনী যেমন দেহের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের শোণিত ধারা সতেজ, সক্রিয় ও গতিশীল করে রাখে, সুন্নাহও অনুরূপ দ্বীন ইসলামকে সতেজ, সক্রিয় ও গতিশীল রাখে। এজন্যই ইসলামে ছহীহ সুন্নাহর গুরুত্ব অপরিসীম। সুন্নাহ উন্নত ও মহামূল্যবান জ্ঞান সম্পদ হিসাবে সমাদৃত। সুন্নাত দৃঢ়ভাবে ধারণ ও পালন করার ফযীলত হ’ল পঞ্চগশ জন শহীদের সমান

৩৩৩. মুসলিম হা/১০১৭; মিশকাত হা/২১০; আহমাদ হা/১৯১৭৯ ও ১৯১৯৭।

৩৩৪. তিরমিযী হা/২৬৭৬; ইবনু মাজাহ হা/৪৩; মিশকাত হা/১৬৫, সনদ ছহীহ।

৩৩৫. শাইখ যাকারিয়া আল-আনছারী, ফাতহুল বাকী আলা আলফাযিল ইরাকী (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, তা.বি.), পৃঃ ১২।

নেকী। ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, *إِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ* ‘তোমাদের পরে এমন একটা কঠিন সময় আসবে যখন সুন্নাতকে দৃঢ়ভাবে ধারণকারী তোমাদের মধ্যকার পঞ্চগশ জন শহীদের সমান নেকী পাবে’।^{৩৩৬}

১. কুরআনের মত সুন্নাহও অহী :

পবিত্র কুরআন যেমন আল্লাহ প্রেরিত অহী, ঠিক তেমনি রাসূলের কথা, কাজ, মৌন সম্মতি তথা সুন্নাহও আল্লাহর অহী, যা রাসূল (ছাঃ)-কে জানিয়ে দেয়া হ’ত। কুরআন ও সুন্নাহ উভয়টি জিব্রীল (আঃ)-এর মাধ্যমে অবতীর্ণ হয়েছে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, *وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ* ‘আল্লাহ তোমার প্রতি কিতাব (কুরআন) ও হিকমাত (সুন্নাহ) নাযিল করেছেন’ (নিসা ৪/১১৩)। ‘আর তিনি শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমাত’ (জুমু‘আ ৬২/২)। অবশ্য কুরআন ও সুন্নাহ উভয়টির তথ্যসমূহ আল্লাহর পক্ষ থেকেই আগত।^{৩৩৭} এ মর্মে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, *أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ* ‘জেনে রাখ, নিশ্চয়ই আমাকে কুরআন ও তার সাথে অনুরূপ বিষয় (সুন্নাহ) দান করা হয়েছে’।^{৩৩৮}

হাসান বিনতে আতিয়া বলেন, জিব্রীল (আঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে সুন্নাহ নাযিল করতেন, যেভাবে কুরআন নাযিল করতেন।^{৩৩৯} কুরআন প্রত্যক্ষ অহী ও হাদীছ অপ্ৰত্যক্ষ অহী। কুরআন অহী মাতলু যা তেলাওয়াত করা হয়। কিন্তু হাদীছ গায়ের মাতলু যা তেলাওয়াত করা হয় না।^{৩৪০} যার ভাষা ও অর্থ আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ, তাই কুরআন। আর যার অর্থ আল্লাহর পক্ষ থেকে ও রাসূলের ভাষায় তা ব্যক্ত করেন, তাই হাদীছ ও সুন্নাহ।^{৩৪১} রাসূল

৩৩৬. ছহীহুল জামি‘ হা/২২৩৪।

৩৩৭. তাফসীর মা‘আরেফুল কুরআন, ২৮২ পৃঃ।

৩৩৮. আব্দাউদ হা/৪৬০৪; মিশকাত হা/১৬৩।

৩৩৯. আশ-শারহুল ইবানা, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পরিচিতি।

৩৪০. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, হাদীছের প্রামাণিকতা, পৃঃ ৫।

৩৪১. তাফসীর মা‘আরেফুল কুরআন, পৃঃ ১৩০৩।

(ছাঃ) বলেন, *وَلْيَقْضِ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا شَاءَ*, ‘আল্লাহ যা পসন্দ করেন, তাঁর নবীর মুখ দিয়ে তা প্রকাশ করেন’।^{৩৪২}

রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) নিজের খেয়াল-খুশিমত কোন ফায়ছালা দিতেন না এবং ইচ্ছামত কোন কথা বলতেন না। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, *وَمَا يَنْطِقُ عَنِ* ‘তিনি (রাসূল) তাঁর প্রবৃত্তির তাড়নায় কথা বলেন না। কেবলমাত্র অতটুকু বলেন, যা তাঁর নিকটে অহী হিসাবে নাযিল করা হয়। আর তাকে শিক্ষা দান করে এক শক্তিশালী ফেরেশতা’ (নাজম ৫৩/৩-৫)।

রাসূল (ছাঃ)-কে যে অহীর গোপনকারী মনে করবে সে তাঁকে সত্যবাদী ভাবে না। আর যা জানানো হতো, তাই আল্লাহ প্রচার করতে বলেছেন। আয়িশা (রাঃ) বলেন, *أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَمَ شَيْئًا مِنَ الْوَحْيِ، فَلَا*, ‘যে লোক তোমার কাছে বলে রাসূল (ছাঃ) অহীর কোন কিছু গোপন করেছেন, তাঁকে তুমি সত্যবাদী মনে করো না’। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, *يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ*. ‘হে রাসূল! তোমার প্রতিপালকের নিকট থেকে যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তা প্রচার করো’ (আল-মায়িদাহ ৫/৬৭)।^{৩৪৩}

রাসূল (ছাঃ) দ্বীনের ব্যাপারে যা জানতেন না, তা বলতেন না যতক্ষণ না আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা জানিয়ে দিতেন। আবু উমামা (রাঃ) বলেন, ইয়াহুদীদের একজন আলেম রাসুলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, কোন জায়গা সবচেয়ে উত্তম? রাসূল (ছাঃ) কিছুক্ষণ চুপ রইলেন। অতঃপর বললেন, *أَسْكُتُ حَتَّى يَجِيءَ جِبْرِيلُ* ‘যতক্ষণ জিব্রীল (আঃ) না আসবেন আমি ততক্ষণ নীরব থাকব’। এরপর জিব্রীল (আঃ) আসলেন, তখন তিনি তাকে ঐ প্রশ্নটি

জিজ্ঞেস করলেন। জিব্রীল (আঃ) জওয়াবে বললেন, *مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ*, ‘এই বিষয়ে জিজ্ঞাসাকারীর চেয়ে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি বেশি কিছু জানে না। তবে আমি আমার রবকে জিজ্ঞেস করব’। এরপর জিব্রীল (আঃ) বললেন, *يَا مُحَمَّدُ إِنِّي دَنَوْتُ مِنَ اللَّهِ دُنُوًّا مَا*, ‘হে মুহাম্মাদ! আমি আল্লাহর এত নিকটে গিয়েছিলাম যে,

ইতিপূর্বে আর কখনও যাইনি’। রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, *وَكَيفَ* ‘কিভাবে হে জিব্রীল?’ তিনি বললেন, *كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ سَبْعُونَ*, ‘তখন আমার ও তাঁর মধ্যে মাত্র সত্তর হাজার নূরের পর্দা ছিল’। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন, *شَرُّ الْبَقَاعِ أَسْوَأُهَا وَخَيْرُ الْبَقَاعِ*, ‘সর্বনিকৃষ্ট স্থান হ’ল বাজার ও সর্বোৎকৃষ্ট স্থান হ’ল মসজিদ’।^{৩৪৪}

আহলেকুরআন সম্প্রদায় শুধু কুরআনকে যথেষ্ট মনে করেন। কিন্তু তা সমীচীন নহে। মিকদাম ইবনু মা‘দীকারিব (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, *أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ أَلَا يُوشِكُ رَجُلٌ يَنْتَنِي شُبْعَانًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يَقُولُ عَلَيْنَا بِالْقُرْآنِ فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلَالٍ فَأَحْلُوهُ وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ وَإِنْ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ كَمَا حَرَّمَ اللَّهُ* ‘জেনে রাখো! আমি কুরআন প্রাপ্ত হয়েছি ও তার ন্যায় আরেকটি বস্তু। সাবধান! এমন একটি সময় আসছে যখন বিলাসী মানুষ তার গদিতে বসে বলবে, তোমাদের জন্য এ কুরআনই যথেষ্ট। সেখানে যা হালাল পাবে, তাকেই হালাল জানবে এবং সেখানে যা হারাম পাবে, তাকেই হারাম জানবে। অথচ আল্লাহর রাসূল যা হারাম করেছেন তা আল্লাহ কর্তৃক হারাম করার অনুরূপ’।^{৩৪৫} এখানে ‘কুরআন’ হ’ল ‘প্রকাশ্য অহী’ এবং তার ন্যায় আরেকটি বস্তু হ’ল ‘সুন্নাহ’ যা ‘অপ্রকাশ্য অহী’।^{৩৪৬}

৩৪৪. আহমাদ, ইবনু হিব্বান, হাকেম, মিশকাত হা/৭৪১; সনদ হাসান।

৩৪৫. আবুদাউদ হা/৪৬০৪/ তিরমিযী হা/ ২৬৬৪; মিশকাত হা/১৬৩।

৩৪৬. ড. মুহাম্মাদ আবু শাহবাহ, দিফা’আনিস সুন্নাহ (কায়রো : মাকতাবাতুস সুন্নাহ ১৪০৯/১৯৮৯) পৃঃ ১৫।

৩৪২. বুখারী হা/৬০২৭; আবুদাউদ হা/৫১৩১; তিরমিযী হা/২৬৭২; আহমাদ হা/১৯৭২১।

৩৪৩. বুখারী হা/৭৫৩১।

কিন্তু যারা এই বিষয়টি গভীরভাবে অনুধাবন করে না, তারা পুস্তক বহনকারী গাধার মত। আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলা বলেন, **مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَةَ** ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا **بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ** 'যারা তাওরাত বহনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল, অতঃপর তারা তা বহন করেনি, তাদের দৃষ্টান্ত হ'ল গাধার মত, যে কিতাবের বোঝাসমূহ বহন করে। কতই না মন্দ সেই সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্ত, যারা আল্লাহর আয়াত সমূহে মিথ্যারোপ করে। বস্তুতঃ আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে সুপথ প্রদর্শন করেন না' (জুম'আ ৬২/০৫)।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, ইহুদীদেরকে 'গাধা'র সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে এজন্য যে, গাধা তার পিঠে কিতাব বহন করে। কিন্তু সে জানেনা তাতে কি আছে? অমনিভাবে ইহুদীরা তাওরাত বহন করে। কিন্তু জানেনা তার বিধান সমূহ কি? তারা এগুলি পাঠ করে। কিন্তু এর মর্ম অনুধাবন করে না এবং এর বিধান সমূহ মানে না। এমনকি তাতে পরিবর্তন-পরিবর্ধন ঘটায়। এরা গাধার চাইতে নিকৃষ্ট। কেননা গাধার কোন বুঝ নেই। কিন্তু এদের বুঝ আছে, কিন্তু মানে না। তাদের দৃষ্টান্ত বড়ই নিকৃষ্ট। অনুরূপ যারা তাদের অন্তর, চক্ষু ও কর্ণের সঠিক ব্যবহার করে না, তাদের সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা বলেন, **لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْعَافِلُونَ** 'তাদের রয়েছে অন্তর, তা দ্বারা তারা বুঝে না; তাদের রয়েছে চোখ, তা দ্বারা তারা দেখে না এবং তাদের রয়েছে কান, তা দ্বারা তারা শুনে না। তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত; বরং তারা অধিক পথভ্রষ্ট। তারাই হচ্ছে গাফেল' (আ'রাফ ৭/১৭৯)।

হুবহু দৃষ্টান্ত সেই মুসলিমদের, বিশেষ করে আলিম সমাজের প্রতি যারা কুরআন-সুন্নাহ পড়ে ও মুখস্থ করে, কিন্তু তার নির্দেশ অনুযায়ী আমল না করে নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, এরা কুকুরের মত। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, **وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلَ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ تَتْرُكُهُ يَلْهَثُ** 'কিন্তু সে পৃথিবীর প্রতি ঝুঁকে পড়েছে এবং

নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে। সুতরাং তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে কুকুরের মত। যদি তার উপর বোঝা চাপিয়ে দাও তাহলে সে জিহ্বা বের করে হাঁপাবে অথবা যদি তাকে ছেড়ে দাও তাহলেও সে জিহ্বা বের করে হাঁপাবে। এটি হচ্ছে সে সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্ত যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে' (আ'রাফ ৭/১৭৬)। সুতরাং কুরআন-সুন্নাহ অবিকৃত রেখে অনুসরণ করা মুমিনের উচিত। কোন ভাবেই আল্লাহর বিধানকে উপেক্ষা করা সমীচীন নয়।

২. রাসূল (ছাঃ) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহকে আঁকড় ধরা অপরিহার্য:

কুরআনের মতন সুন্নাহকে শক্তভাবে প্রতিপালন করা আবশ্যিক। ইরবায় বিন সারিয়া (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেন,

أَوْصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ كَانَ عِدَا حَبَشِيًّا فَإِنَّهُ مِنْ يَعْشَ مِنْكُمْ يَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بَدْعَةٌ وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

'আমি তোমাদেরকে নছীহত করছি যে, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, নেতার কথা শুনবে ও মেনে চলবে নেতা বা ইমাম যদিও হাবশী গোলাম হন। আমার পরে তোমাদের মধ্যে যারা জীবিত থাকবে, তারা অচিরেই অনেক মতবিরোধ দেখতে পাবে। তখন তোমরা আমার সুন্নাহকে এবং হেদায়াত প্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরবে, অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে ধারণ করবে এবং তাকে মাটির দাঁত দিয়ে শক্তভাবে ধরে থাকবে। সাবধান! তোমরা (দ্বীনের ব্যাপারে কিতাব ও সুন্নাহর বাইরে) নতুন সৃষ্ট কাজ হ'তে বেঁচে থাকবে। কেননা প্রত্যেক নতুন কাজই বিদ'আত এবং প্রত্যেক বিদ'আতই ভ্রষ্টতা'।^{৩৪৭}

খুলাফায়ে রাশেদীনের আমলে সুন্নাহের গুরুত্ব অনেক বেশী ছিল। রাসূল (ছাঃ)-কে যথাযথ অনুসরণ করতেন। আবিস ইবনু রবী'আহ্ বলেন, হযরত ওমার (রাঃ) হাজরে আসওয়াদের নিকট গমন করলেন এবং একে চুমু দিলেন। অতঃপর (পাথরকে সম্বোধন করে) বললেন, **إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجْرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا**

৩৪৭. তিরমিযী হা/২৬৭৬; ইবনু মাজাহ হা/৪৩; মিশকাত হা/১৬৫, সনদ ছহীহ।

‘আমি তুফে, ওলোলা’ অর্থাৎ ‘আমি তা আল্লাহর কিতাবের মধ্যে খুঁজে পাব’।^{৩৫০}

একটি দড়িও যদি হারিয়ে যায়, তাহলে আমি তা আল্লাহর কিতাবের মধ্যে খুঁজে পাব’।^{৩৫০}

সুন্নাহর অনুসরণ ব্যতীত কেউ মুমিন হ’তে পারে না। কেননা জীবনের সকল সমস্যার সমাধান কুরআন-সুন্নাহ মোতাবেক ফয়ছালা করতে হবে। আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা’আলা বলেন, فَلَا وَرَتِكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ

অনুরূপ হযরত আলী (রাঃ)-এর একটি বিখ্যাত উক্তি এখানে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلَ الْخُفِّ أَوْلَىٰ بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلَاهُ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَىٰ ظَاهِرِ خُفِّهِ

‘আপনার প্রতিপালকের শপথ! তারা কখনোই মুমিন হ’তে পারবে না, যতক্ষণ না তারা তাদের বিবাদীয় বিষয়সমূহে আপনাকেই একমাত্র সমাধানকারী হিসাবে গ্রহণ করবে। অতঃপর আপনার দেওয়া ফায়ছালা সম্পর্কে তারা তাদের মনে কোনরূপ দ্বিধা-সংকোচ পোষণ না করবে এবং অবনতিতে তা গ্রহণ না করবে’ (নিসা ৪/৬৫)।

‘যদি দ্বীন ব্যক্তি বিশেষের রায় অনুযায়ী হ’ত, তাহলে মোজার নীচের অংশ মাসাহ করা অবশ্যই উত্তম ছিল উপরের অংশের চেয়ে। আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে মোজার উপরাংশ মাসাহ করতে দেখেছি’।^{৩৪৯}

দ্বীন ইসলাম পূর্ণাঙ্গ। এই পূর্ণতা ধরে রাখতে সুন্নাহর ভূমিকা অপরিসীম। কারণ যারা সুন্নাহর জ্ঞান থেকে বিমুখ তারা বিদ’আতী পথ অন্বেষণে সর্বদা ব্যস্ত। সুন্নাহ ব্যতীত দ্বীন ইসলামের পূর্ণতা কল্পনা করা যায় না।

৩. সুন্নাহ, কুরআনের ব্যাখ্যা স্বরূপ :

সুন্নাহ হ’ল কুরআনের ব্যাখ্যা প্রদান করে। তাই কুরআনের পাশাপাশি সুন্নাহকে অনুসরণ করতে হবে। যেমন আল্লাহ তা’আলা বলেন, وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ

‘আমরা আপনার নিকটে ‘যিকির’ নাযিল করেছি, যাতে আপনি লোকদের উদ্দেশ্যে নাযিলকৃত বিষয়গুলি তাদের নিকটে ব্যাখ্যা করে দেন এবং যাতে তারা চিন্তা-গবেষণা করে’ (নাহল ১৬/৪৪)। অন্যত্র তিনি বলেন, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ

আমরা তোমার উপরে প্রত্যেক বিষয়ের স্পষ্ট ব্যাখ্যা স্বরূপ কিতাব (কুরআন) নাযিল করেছি’ (নাহল ১৬/৮৯)। অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু আববাস (রাঃ) বলেন, لَوْ ضَاعَ لِي عِقَالٌ بَعِيرٌ لَوْ جَدُّهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ

৩৪৮. বুখারী হা/১৫৯৭, ১৬১০; মিশকাত হা/২৫৮৯।

৩৪৯. আব্দাউদ হা/১৬২; মিশকাত হা/৫২৫; সনদ ছহীহ।

একটি দড়িও যদি হারিয়ে যায়, তাহলে আমি তা আল্লাহর কিতাবের মধ্যে খুঁজে পাব’।^{৩৫০}

সুন্নাহর অনুসরণ ব্যতীত কেউ মুমিন হ’তে পারে না। কেননা জীবনের সকল সমস্যার সমাধান কুরআন-সুন্নাহ মোতাবেক ফয়ছালা করতে হবে। আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা’আলা বলেন, فَلَا وَرَتِكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ

‘আপনার প্রতিপালকের শপথ! তারা কখনোই মুমিন হ’তে পারবে না, যতক্ষণ না তারা তাদের বিবাদীয় বিষয়সমূহে আপনাকেই একমাত্র সমাধানকারী হিসাবে গ্রহণ করবে। অতঃপর আপনার দেওয়া ফায়ছালা সম্পর্কে তারা তাদের মনে কোনরূপ দ্বিধা-সংকোচ পোষণ না করবে এবং অবনতিতে তা গ্রহণ না করবে’ (নিসা ৪/৬৫)।

৪. সুন্নাহ হালাল-হারাম নির্ধারণকারী :

হারাম ও হালালের বিধান প্রদানে হাদীছের স্থান কুরআনের ন্যায়। বরং তার চেয়ে বেশী। যেমন গৃহপালিত গাধা, দস্ত-নখরওয়ালা হিংস্র পশু ও পক্ষী কুরআনে হারাম করা হয়নি, অথচ হাদীছে হারাম করা হয়েছে। আব্দুল্লাহ ইবনু আববাস (রাঃ) বলেন, نَابَ مِنَ السَّبَاعِ وَكُلُّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ وَحَرَّمَ

‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যে কোন তীক্ষ্ণ দাঁতবিশিষ্ট হিংস্র জানোয়ার এবং ধারালো পাঞ্জাবিশিষ্ট পাখি খেতে নিষেধ করেছেন’।^{৩৫১} অন্যত্র এসেছে, জাবির (রাঃ) বলেন, يَعْنِي يَوْمَ خَيْبَرَ الْحُمْرَ الْأَيْسِيَّةَ وَالْحُومَ الْبَغَالَ

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কুল্ ডি সিব্বাছ ও কুল্ ডি মিখলব মিন الطيور

খায়বার যুদ্ধের দিন গৃহপালিত গাধা, খচ্চরের গোশত, প্রত্যেক (তীক্ষ্ণ) দাঁতওয়ালা হিংস্র জানোয়ার এবং পাঞ্জাবিশিষ্ট (শিকারি) পাখি খাওয়া হারাম করেছেন’।^{৩৫২}

৩৫০. মুহাম্মাদ আল-আমীন আশ-শানক্বীত্বী, তাফসীরে আযওয়াউল বায়ান, সূরা নাহল ৮৯ আয়াতের ব্যাখ্যা।

৩৫১. মুসলিম, মিশকাত হা/৪১০৫ ও ৪১০৬; আহমাদ হা/২৭৪৭; সনদ ছহীহ।

৩৫২. মুসলিম, মিশকাত হা/৪১২৯; সনদ ছহীহ।

কুরআনে সকল মৃত এবং রক্তকে হারাম করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, **إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لَعَيْرِ اللَّهِ** 'নিশ্চয়ই তিনি তোমাদের উপর হারাম করেছেন মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের গোশত এবং যা গায়রুল্লাহর নামে যবেহ করা হয়েছে' (বাক্বারাহ ২/১৭৩)। অথচ হাদীছে দু'প্রকার রক্ত ও দু'প্রকার মৃত হালাল করা হয়েছে। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমার (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, **أَحْلَتْ لَنَا مَيْتَاتَانِ وَدَمَانِ فَأَمَّا الْمَيْتَاتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطَّحَالُ** 'দু'প্রকারের মৃত এবং দু'প্রকারের রক্ত আমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। সে মৃত দু'টি হ'ল, মাছ ও টিভিড পাখি।^{৩৫০} আর দু'প্রকারের রক্ত হ'ল যকৃৎ ও প্লীহা'^{৩৫১} শুধু কুরআন দিয়েই নয়, সুন্নাহ দিয়েও দ্বীনের বিধান সাব্যস্ত হয়।

৫. কুরআন, সুন্নাহর প্রত্যয়নকারী :

সুন্নাহ কেবল কুরআনের ব্যাখ্যাকারী নয়, বরং অনেক সময় কুরআনই সুন্নাহর প্রত্যয়কারী। যেমন-

(ক) হিজরতের পূর্বে মক্কায় ১২ নব্বী বর্ষে সংঘটিত মি'রাজের রাতে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয হয় এবং জিব্রীল (আঃ) এসে রাসূল (ছাঃ)-কে ওযু ও ছালাতের নিয়ম-কানুন শিক্ষা দেন এবং তখন থেকেই ছাহাবায়ে কেলাম নিয়মিত ওযুসহ ছালাত আদায় করতে থাকেন। অথচ ওযুর ফরয পদ্ধতি সম্পর্কে সূরা মায়দাহর ৬নং আয়াত নাযিল হয় মি'রাজের ঘটনার ৮ বছর পরে ৬ষ্ঠ হিজরীতে মদীনায়ায়।

(খ) মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন (রহঃ) বলেন, ইহুদীদের শনিবার ও নাছারাদের রবিবার সাপ্তাহিক উপাসনার দিনের বিপরীতে আনছার ছাহাবীগণ মদীনায়া আস'আদ বিন যুরারাহ (রাঃ)-এর নেতৃত্বে শুক্রবার 'জুম'আর ছালাত আদায় শুরু করেন এবং তাঁরাই সর্বপ্রথম 'জুম'আহ' নামকরণ করেন। কেননা

৩৫৩. এক প্রকার ছোট মরুপক্ষী; যা সচরাচর আরবরা শিকার করে খেত।

৩৫৪. আহমাদ হা/৫৭২৩; ইবনু মাজাহ হা/৩২১৮; মিশকাত হা/ ৪২৩২; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১১১৮; হাসান ও জায়েদা।

এদিনের পূর্বনাম ছিল 'আরুবাহ' (العروبة) পরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হিজরত করে এলে জুম'আ ফরয হওয়ার আয়াত সম্বলিত সূরা জুম'আ নাযিল হয়।^{৩৫৫}

যেহেতু হাদীছের বিশাল ভাণ্ডারের সংগ্রহ, সংকলন ও সংরক্ষণ কুরআনের ন্যায় 'মুতাওয়াতির' বা অবিরত ধারায় বর্ণিত ও সকলের নিকটে সমভাবে ও ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়নি, সে কারণে বিদ্বানগণ সুন্নাহকে কুরআনের পরে দ্বিতীয় স্তরে রেখেছেন। তবে কুরআনের সংক্ষিপ্ত, অস্পষ্ট ও মৌলিক বিধান সমূহের বিপরীতে বিস্তারিত, সুস্পষ্ট এবং মৌলিক ও বিস্তৃত বিধানাবলী সম্বলিত হাদীছ শাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা মুমিন জীবনে সর্বাধিক। যা ব্যতীত পূর্ণাঙ্গভাবে ইসলামী জীবন যাপন করা মুমিনের জন্য আদৌ সম্ভবপর নয়।

সুতরাং কুরআন-সুন্নাহর আদেশ নিষেধ মেনে নেওয়া উম্মতে মুহাম্মাদীর উপরে অপরিহার্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন, **وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا** 'আমার রাসূল তোমাদের যা প্রদান করেন, তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাক' (হাশর ৫৯/৭)। 'আর মুমিনদের কথা এরূপ হওয়া উচিত যে, যখন তাদেরকে ফায়সালার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে আহ্বান করা হবে তখন তারা বলবে, আমরা শুনলাম ও আনুগত্য করলাম। বস্তুতঃ তারা হ'ল সফলকাম' (নূর ২৪/৫১)। সুতরাং সুন্নাহও কুরআনের মতই অহী। কিন্তু কিছু ব্যক্তি বিদ'আতকে সুন্নাহ মনে করবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তোমাদের অবস্থা কেমন হবে যখন বিদ'আত এমনভাবে ঘিরে নেবে যে, এই বিদ'আত পালনের মাধ্যমে যুবকেরা বৃদ্ধ এবং ছোটরা যুবক হবে। মানুষ বিদ'আতকে সুন্নাহ হিসাবে গ্রহণ করবে। আর যদি কেউ বিদ'আত ত্যাগ করে, তখন তাকে বলবে, তুমি কি সুন্নাহ ত্যাগ করলে? ছাহাবীগণ (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, কখন এমনটা হবে?

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যখন আলিমদের মৃত্যু হয়ে যাবে, ক্বারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে, দ্বীনের বুঝ সম্পন্ন মানুষের সংখ্যা খুবই অল্প হবে, নেতার সংখ্যা

৩৫৫. তাফসীর কুরতুবী ১৮/৯৮ সূরা জুম'আ ৯ আয়াতের ব্যাখ্যা।

বাড়বে, বিশ্বস্ত মানুষ হবে খুবই কম। দ্বীনের কাজের মধ্যে মানুষ দুনিয়ার লাভ খুঁজবে এবং দ্বীনি ইলম বাদ দিয়ে বাকি অন্যান্য জ্ঞান অন্বেষণে ব্যস্ত হবে।^{৩৫৬}

সুন্নাহ উপেক্ষার পরিণতি

মুসলিম হওয়ার জন্য কুরআন মেনে চলা যেমন আবশ্যিক, তেমনি সুন্নাহ মেনে চলাও অপরিহার্য। সুন্নাহকে বাদ দিয়ে কুরআন অনুসরণ করা অসম্ভব। কুরআন ও সুন্নাহ দ্বীনের ব্যাপারে একে অপরের সাথে পরিপূরক বা সমন্বয় সাধন করে। সুন্নাহ, কুরআনের মতই গ্রহণীয় ও পালনীয়। অপরদিকে সুন্নাহকে উপেক্ষা করলে পরকালে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হ'তে হবে। এ সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হ'ল-

১. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের পরিপন্থী :

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ পাওয়ার পর তা উপেক্ষা করে যদি কেউ নিজের রায়কে প্রাধান্য দেয়, তাহ'লে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের পরিপন্থী হবে। রাসূলের সুন্নাহকে পিছনে ফেলে অসম্মান করা, আল্লাহর আদেশের খেলাফ করার নামাস্তর, যা হারাম। আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ

তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সামনে অগ্রণী হয়ো না। আর আল্লাহকে ভয় কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। হে ঈমানদারগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর তোমাদের কণ্ঠস্বর উঠু' করো না' (হুজুরাত ৪৯/১-২)। 'নবীর কণ্ঠস্বর' হ'ল তাঁর রেখে যাওয়া সুন্নাহ। এই সুন্নাহকে অমান্য, অস্বীকার, পরিবর্তন, পরিমার্জন, পরিবর্ধন ও সংশোধনের নিমিত্তে যে সকল অপচেষ্টা সব কিছুই তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র। সুতরাং এই কণ্ঠরোধ করার অর্থ হ'ল রাসূলে কথা তথা আল্লাহর অহী দুনিয়া থেকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলার সুপ্ত ষড়যন্ত্র। যা মিথ্যে অপচেষ্টা মাত্র।

সর্বপ্রথম আল্লাহ ও তাঁর বিধান কুরআন এবং তারপর রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর সুন্নাহর আনুগত্য করতে হবে। অপরদিকে রাসূলের আনুগত্য ব্যতীত আল্লাহর সান্নিধ্য অসম্ভব। আল্লাহ তাঁর রাসূলের সম্পর্ক সম্পূরক। যেমন আল্লাহ বিধানদাতা ও রাসূল বিধানের ব্যাখ্যাদাতা ও পথ প্রদর্শক। তাই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য মুমিন ব্যক্তির প্রধান বৈশিষ্ট্য। বিবাদীয় বিষয়ে কিতাব ও সুন্নাহর দিকেই ফিরে যেতে হবে, অন্যদিকে নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا 'যদি তোমরা কোন বিষয়ে বগড়া কর, তাহ'লে তোমরা বিষয়টিকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও। সেটাই হবে উত্তম ও পরিণামের দিক দিয়ে সুন্দরতম' (নিসা ৪/৫৯)। আবার সুন্নাহর অনুসরণ অর্থ আল্লাহর অনুসরণ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُصِيبْهُ رِزْقٌ رِجَالًا مِّنْ أَلْفِ مَوْجِدٍ مِّنَ السَّمَاءِ يَاسْرُهُ كَمَا يَاسُرُ مَاءٌ سَلِيمًا 'যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করল, সে আল্লাহর আনুগত্য করল, আর যে ব্যক্তি মুখ ফিরিয়ে নিল, আমরা তাদের উপরে আপনাকে পাহারাদার হিসাবে প্রেরণ করিনি' (নিসা ৪/৮০)।

আল্লাহর ভালোবাসার সাথে রাসূল (ছাঃ)-এর আনুগত্য ও অনুসরণ শর্তযুক্ত। অতএব সুন্নাহর অনুসরণ ব্যতীত আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ সম্ভব নয়। সুন্নাহর অনুসরণের মধ্যেই আল্লাহর সন্তুষ্টি নিহিত। আর সেই সন্তুষ্টির মধ্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা ও দয়া রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, فُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ 'আপনি বলে দিন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবেসে থাক, তবে আমার অনুসরণ করো। তাহ'লে তিনি তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের গুণাহ সমূহ ক্ষমা করবেন। আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়াময়' (আলে ইমরান ৩/৩১)। তিনি আরো বলেন, وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ 'আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করো, যাতে তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হও' (আলে ইমরান ৩/১৩২)।

আবার সুন্নাহর বিরোধীতা করা কুফরী। যদিকে ঈঙ্গিত করে আল্লাহ তা'আলা বলেন, فُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ 'আপনি বলে দিন যে, তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহ ও রাসূলের। যদি এ থেকে মুখ ফিরিয়ে

নেয়, তাহ'লে (তারা জেনে রাখুক যে,) আল্লাহ কখনোই কাফেরদের ভালোবাসেন না' (আলে ইমরান ৩/৩২)।

কুফুরী থেকে বাঁচতে গেলে এবং মুমিন হ'তে গেলে অবশ্যই কুরআন ও সুন্নাহর যথাযথ অনুসরণ করা অপরিহার্য। সুন্নাহর বিরোধিতা করার কোন এখতিয়ার মুমিনের নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا 'কোন মুমিন পুরুষ ও নারীর পক্ষে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দেওয়া ফায়ছালার ব্যাপারে (ভিন্নমত পোষণের) কোনরূপ এখতিয়ার নেই। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করল, সে স্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত হ'ল' (আহযাব ৩৩/৩৬)। অন্যত্র বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ 'যেদিন তাদের চেহারাগুলো আগুনে উপুড় করে দেয়া হবে, তারা বলবে, 'হায়, আমরা যদি আল্লাহর আনুগত্য করতাম এবং রাসূলের আনুগত্য করতাম' (আহযাব ৩৩/৬৬)।

রাসূলের আনুগত্য হ'ল আল্লাহর আনুগত্য। আর সুন্নাহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে সে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দলভুক্ত নয়। জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, একদল ফেরেশতা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট আসলেন। তিনি তখন ঘুমিয়ে ছিলেন। একজন ফেরেশতা বললেন, তিনি ঘুমিয়ে আছেন। অন্য একজন বললেন, চক্ষু ঘুমন্ত বটে, কিন্তু অন্তর জাগ্রত। তখন তারা বললেন, তোমাদের এ সাথীর একটি উদাহরণ আছে। সুতরাং তাঁর উদাহরণ তোমরা বর্ণনা করো। তখন তাদের কেউ বলল, তিনি তো ঘুমন্ত; আর কেউ বলল, চক্ষু ঘুমন্ত তবে অন্তর জাগ্রত। তখন তারা বলল, তাঁর উদাহরণ হ'ল সেই ব্যক্তির মত, যে একটি বাড়ী তৈরি করল। তারপর সেখানে খানার আয়োজন করল এবং একজন আহ্বানকারীকে পাঠাল। যারা আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দিল, তারা ঘরে প্রবেশ করে খানা খাওয়ার সুযোগ পেল। আর যারা আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দিল না, তারা ঘরে প্রবেশ করতে পারল না ও খানাও খেতে পারল না।

তখন তারা বললেন, উদাহরণটির ব্যাখ্যা করণ, যাতে তিনি বুঝতে পারেন। তখন কেউ বলল, তিনি তো ঘুমন্ত, আর কেউ বলল, চক্ষু ঘুমন্ত; তবে অন্তর জাগ্রত। তখন তারা বললেন, فَالذَّارُ الْجَنَّةُ، وَالذَّاعِي مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ أَطَاعَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَى مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ 'ঘরটি হ'ল জান্নাত; আহ্বানকারী হ'লেন মুহাম্মাদ (ছাঃ)। যে ব্যক্তি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আনুগত্য করল, সে যেন আল্লাহর আনুগত্য করল। আর যে ব্যক্তি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর অবাধ্যতা করল, সে যেন আল্লাহরই অবাধ্যতা করল। মুহাম্মাদ (ছাঃ) হ'লেন মানুষের মাঝে পার্থক্যের মাপকাঠি'।^{৩৫৭}

অন্যত্র তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি আমার সুন্নাহ হ'তে মুখ ফিরিয়ে নিল, সে আমার দলভুক্ত নয়'।^{৩৫৮}

রাসূলের সুন্নাহ তথা হাদীছের অনুসরণকে ওয়াজিব করে আল্লাহ কুরআনের অনূন ৪০ জায়গাতে বর্ণনা করেছে।^{৩৫৯} আক্বীদা ও আহকাম সকল বিষয়ে হাদীছ হ'ল চূড়ান্ত সিদ্ধান্তদানকারী।^{৩৬০} হাদীছের অনুসরণ ব্যতীত ইসলামের অনুসরণ কল্পনা করা যায় না। সুতরাং রাসূল (ছাঃ) আমাদের সম্মুখে যে সুন্নাহ পেশ করেছেন, তা কোনরূপ বিকৃত ও বিরোধিতা না করে সঠিকভাবে গ্রহণ করা ওয়াজিব। মহান আল্লাহ বলেন, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا 'আর রাসূল তোমাদের যা দেন তোমরা তা গ্রহণ করো এবং যা কিছু নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাক' (হাশর ৫৯/৭)।

সুন্নাহর বিরোধিতা ও তা বিকৃত করা কুফুরী (আলে ইমরান ৩/৩২)। তাছাড়া পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ পৃথিবীর সকল মুমিন বান্দার জন্যে আমানত স্বরূপ। হযরত হুযায়ফা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَنَّ الْأَمَانَةَ نَزَلَتْ

৩৫৭. বুখারী হা/৭২৮১; মিশকাত হা/১৪৪, 'কুরআন-সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ।

৩৫৮. বুখারী হা/৫০৬৩; মুসলিম হা/১৪০১; মিশকাত হা/১৪৫; নাসাঈ হা/৩২১৭।

৩৫৯. হাদীছের প্রামাণিকতা, পৃঃ ৮।

৩৬০. তদেব, পৃঃ ১১।

কোন ছহীহ হাদীছকে বিকৃত কিংবা সামান্যতম পরিবর্তন করা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের পরিপন্থী। সেই সাথে ঐ সকল ব্যক্তির আমলে ছালেহ বিনষ্ট হয় এবং ইস্তিকামাতের রাস্তাচ্যুত হয়ে গোমরাহীর পথে পরিচালিত হয়। অতঃপর তার শেষ পরিণাম হয় অত্যন্ত ভয়াবহ স্থান জাহান্নাম। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করল, সে স্পষ্ট পথভ্রষ্টতার মধ্যে পতিত হ'ল' (আহযাব ৩৩/৩৬)।

যারা আল্লাহর বিধানের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে এবং আলোর বিনিময়ে অন্ধকার ও উত্তমের বিনিময়ে মন্দকে ক্রয় করে থাকে, তারা ই অধিক পথভ্রষ্ট। আল্লাহ তা'আলা বলেন, اللَّهُ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ 'আল্লাহ নাযিল করেছেন সত্যপূর্ণ কিতাব। আর যারা কিতাবের মাঝে মতবিরোধ সৃষ্টি করেছে, নিশ্চয়ই তারা যিদের বশবর্তী হয়ে (ভ্রষ্টপথে) অনেক দূরে চলে গেছে' (বাক্বারাহ ২/১৭৬)। এদের পরিচয় দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন, أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالََةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ 'এরাই হ'ল সে সমস্ত লোক যারা হেদায়াতের বিনিময়ে গোমরাহী এবং ক্ষমা ও অনুগ্রহের বিনিময়ে আযাব খরিদ করেছে' (বাক্বারাহ ২/১৭৫)। সুন্নাহর বিরোধিতা করলে দুনিয়া ও আখেরাতে ফিৎনায় পড়া অবশ্যম্ভাবী। আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ 'যারা রাসূলের আদেশ-নিষেধের বিরোধিতা করে, তারা যেন এ বিষয়ে ভয় করে যে, তাদেরকে (দুনিয়াবী জীবনে) গ্রেফতার করবে নানাবিধ ফিৎনা এবং (পরকাল জীবনে) গ্রেফতার করবে মর্মান্তিক আযাব' (নূর ২৪/৬৩)।

সুন্নাহর সিদ্ধান্ত মেনে না নেওয়া মুনাফিকের লক্ষণ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ . وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ.

'তারা বলে আমরা আল্লাহ ও রাসূলের উপরে ঈমান এনেছি ও তাঁর আনুগত্য করি। অতঃপর তাদের মধ্যকার একদল লোক পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে। বস্তুতঃ তারা মুমিন নয়।' 'অনুরূপভাবে যখন তাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ফয়ছালার দিকে আহ্বান করা হয়, তখন তাদের মধ্যকার একদল লোক মুখ ফিরিয়ে নেয় (নূরা ২৪/৪৭-৪৮)। অন্যত্র তিনি বলেন, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا 'যখন তাদেরকে বলা হয় যে, তোমরা এস ঐ সত্যের দিকে, যা আল্লাহ নাযিল করেছেন এবং এস রাসূলের দিকে, তখন আপনি মুনাফিকদের দেখবেন যে, তারা আপনার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে (বা আপনার নিকটে আসা থেকে লোকদের পথ রুদ্ধ করে দেবে)' (নিসা ৪/৬১)।

ঐ সকল ব্যক্তিকে সুন্নাহ বিকৃত করা থেকে নিবৃত্ত হ'তে বললে, তারা বাপ-দাদার রায়কে সঠিক বলে মনে করে এবং তাদের পৈতৃক বিধানের উপর অবিচল থাকে। আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তা'আলা বলেন, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا 'যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান এবং রাসূলের দিকে এসো, তখন তারা বলে, আমাদের জন্যে তাই যথেষ্ট যার উপর আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে পেয়েছি' (মায়দা ৫/১০৪)। আবার তাদেরকে কুরআন ও সুন্নাহর প্রতি আকৃষ্ট হ'তে বললে, তারা নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে থাকে এবং অনুমানের ভিত্তিতে কথা বলে।

পক্ষান্তরে আল্লাহর ভালবাসা ও ক্ষমা লাভের জন্য রাসূল (ছাঃ)-এর আনুগত্যের কোন বিকল্প নেই। মহান আল্লাহ বলেন, قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ 'বলো, যদি

তোমরা আল্লাহকে ভালবাসতে চাও, তবে আমার অনুসরণ করো, তাহ'লে আল্লাহ তোমাদের ভালবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন। কারণ আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালবান' (আলে ইমরান ৩/৩১)। অন্যত্র তিনি বলেন, فَإِنَّ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّكَ يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ، 'অতঃপর তারা যদি তোমার কথায় সাড়া না দেয়, তবে জানবে, তারা শুধু নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। আল্লাহর হেদায়াতের (কুরআন ও সুন্নাহ) পরিবর্তে যে ব্যক্তি নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, তার চাইতে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে?' (কাছছ ২৮/৫০)। কোন কোন সময় মানুষ সংখ্যাধিক্যের দোহাই দিয়ে কুরআন-হাদীছের শিক্ষা ও সিদ্ধান্তকে উপেক্ষা করে। অথচ সংখ্যা কখনও হকের মানদণ্ড নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَإِنْ تَطَّعَ أَكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ 'যদি তুমি দুনিয়ার অধিকাংশ লোকের কথামত চলো, তবে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে দিবে। তারা তো শুধু ধারণার অনুসরণ করে এবং তারা কেবল অনুমানভিত্তিক কথা বলে' (আন'আম ৬/১১৬)। অথচ সত্যের মুকাবিলায় ধারণার কোন মূল্য নেই' (নাজম ৫৯/২৮)।

হকু কথার পর সবই ভ্রান্ত। যে ব্যক্তি নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে অনুমানের ভিত্তিতে কথা বলে, সে সুন্নাহ থেকে বেরিয়ে পথভ্রষ্ট হয়। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) বলেন, তোমরা দ্বীনের ব্যাপারে 'রায়' অনুযায়ী কোন কথা বল না। তোমাদের কর্তব্য হ'ল সুন্নাহর অনুসরণ করা। যে ব্যক্তি সুন্নাহ থেকে বেরিয়ে গেল, সে পথ ভ্রষ্ট হ'ল।^{৩৬৩}

দ্বীন আমাদের নিকটে পৌঁছেছে পূর্ণাঙ্গরূপে। তাতে কোন কিছু যোগ-বিয়োগ করার প্রয়োজন নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন, الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ, 'আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম' (মায়দা ৫/৩)। পূর্ণতা বলতে কুরআন ও সুন্নাহর সকল ইলম। বিশিষ্ট তাবেঈ ইবনে সীরীন (৩৩-১১০হিঃ) বলেছেন, إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ فَانظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ

৩৬৩. হাদীছের প্রামাণিকতা, পৃঃ ৩৮ গৃহীতঃ শা'রানী, মীযানুল কুবরা ১/৬৩ পৃঃ।

'নিশ্চয়ই কুরআন-সুন্নাহর জ্ঞানটাই হ'ল দ্বীন। অতএব তোমরা দেখ, কার নিকট থেকে দ্বীন গ্রহণ করছ'।^{৩৬৪}

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। তার প্রমাণ হ'ল বিদায় হজ্জের ভাষণে সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে রাসূল (ছাঃ)-এর ভাষণ। তিনি বললেন,

وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ. قَالُوا نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ. فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَابَةَ يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيُنْكِهَهَا إِلَى النَّاسِ اللَّهُمَّ اشْهَدِ اللَّهُمَّ اشْهَدْ.

'কিয়ামতের দিন আমার সম্পর্কে তোমাদের প্রশ্ন করা হবে। সেই দিন কি জবাব দিবে? সকলে সম্মুখে বলল, আমরা স্বাক্ষর দিচ্ছি, আপনি আল্লাহর আহকাম রিসালা ও নবুওয়াতের হকু আদায় করেছেন এবং সকল বিষয়ে উপদেশ দান করেছেন। নবী করীম (ছাঃ) স্বীয় শাহাদাত আপুল আকাশের দিকে উঠিয়ে মানুষের দিকে ঝুঁকতে ঝুঁকতে বললেন, হে আল্লাহ! স্বাক্ষী থাকুন, স্বাক্ষী থাকুন, স্বাক্ষী থাকুন'।^{৩৬৫} সুতরাং দ্বীনের মধ্যে কোন রকম সংযোজন-বিয়োজনের প্রয়োজন নেই।

এরপরেও যারা দ্বীন (কুরআন ও সুন্নাহ) নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হবে আল্লাহ তাদেরকে আযাব ও গযবের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে সতর্ক করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتَجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ 'আল্লাহর দ্বীন মেনে নেয়ার পর যারা সে সম্পর্কে বিতর্কে প্রবৃত্ত হয়, তাদের বিতর্ক তাদের পালনকর্তার কাছে বাতিল, তাদের প্রতি আল্লাহর গযব ও তাদের জন্য রয়েছে কঠোর আযাব' (শূরা ৪২/১৬)।

হাদীছের কিয়দংশও বিকৃত হ'লে কিংবা বিরোধিতা করলে ফিতনায় পড়া অবশ্যজ্ঞাবী। যেমন আল্লাহ বলেন, الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ 'যারা রাসূলের আদেশ-নিষেধের বিরোধিতা করে, তারা

৩৬৪. মুফাদ্দামা মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৩ 'ইলম' অধ্যায়।

৩৬৫. মুসলিম হা/১২১৮ 'বিদায় হজ্জ' অনুচ্ছেদ; মিশকাত হা/২৫৫৫।

যেন এ বিষয়ে ভয় করে যে, তাদেরকে (দুনিয়ায়) আক্রান্ত করবে নানাবিধ ফিৎনা এবং (পরকালে) গ্রাস করবে মর্মান্তিক আযাব' (নূর ২৪/৬৩)।

রাসূল (ছাঃ) আমাদের নিকটে পূর্ণাঙ্গ পরিচ্ছন্ন দ্বীন নিয়ে এসেছেন, এতে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের কোন কারণ নেই। জাবির (রাঃ) বলেন, ওমার (রাঃ) একদা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এসে বললেন, আমরা ইয়াহুদীদের নিকট তাদের অনেক ধর্মীয় কথাবার্তা শুনে থাকি। এসব আমাদের কাছে অনেক ভালো মনে হয়। এসব কথার কিছু কি লিখে রাখার জন্য আমাদেরকে অনুমতি দিবেন? তিনি বলেন, **أَمْتَهُوْ كَوْنِ أَنْتُمْ كَمَا تَهُوْكَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى! لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِهَا بَيِّنَاتٍ** 'ইয়াহুদী ও নাসারাগণ যেভাবে

দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে, তোমরাও কি দ্বীনের ব্যাপারে সেভাবে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছ? আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের নিকটে এসেছি, একটি স্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন দ্বীন নিয়ে। আজ যদি মূসা (আঃ) দুনিয়ায় বেঁচে থাকতেন, তিনিও আমার অনুসরণ ব্যতীত তাঁর পক্ষেও অন্য কোন উপায় ছিল না'।^{৩৬৬}

এ দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছু সৃষ্টি করতে তিনি কঠিনভাবে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, **وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بَدْعَةٌ وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ** 'আর দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছু সংযোজনের ব্যাপারে সাবধান থাকবে। কারণ প্রতিটি নতুন সংযোজনই বিদ'আত। আর প্রতিটি বিদ'আতই গোমরাহী'।^{৩৬৭}

দ্বীনের মধ্যে নতুন কোন কিছু সৃষ্টি করা রাসূলের প্রতি মিথ্যারোপের শামিল। এর পরিণতি হ'ল জাহান্নামে নিষ্কিণ্ড হওয়া। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, **مَنْ يَقُلْ**

عَلَى مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ 'যে ব্যক্তি আমার নামে এমন কোন কথা বলে, যা আমি বলিনি, সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে করে নেয়'।^{৩৬৮}

ছাহাবীগণ জীবিত থাকা অবস্থায় দ্বীনের মধ্যে নতুন নতুন মত ও প্রথা চালু হয়েছিল। যেমন একদা আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) ইবনু মাসউদ (রাঃ)-কে

৩৬৬. আহমাদ হা/১৫১৯৫; বায়হাকী, মিশকাত হা/১৭৭; হাসান ছহীহ।

৩৬৭. আবুদাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মিশকাত হা/১৬৫, সনদ ছহীহ।

৩৬৮. বুখারী হা/১০৯; ইবনু মাজাহ হা/৩৪ ও ৩৫; আহমাদ হা/১০৫২০।

মসজিদে ডেকে দেখালেন কিছু লোক দলে দলে বসে কংকর নিয়ে ১০০ বার তাকবীর, তাসবীহ, তাহমীদ গণনা করেছে। তা দেখে তিনি বললেন, হে মুহাম্মাদের উম্মত! ধিক, তোমাদের ধ্বংস আসন্ন। এখনও নবীর ছাহাবীগণ জীবিত। আল্লাহর কসম! আজ মনে হচ্ছে তোমরা মুহাম্মাদের দ্বীন (কুরআন ও সুন্নাহ) হ'তে আরও বেশী সঠিক পথে আছ কিংবা ভ্রষ্টতার দ্বার খুলে দিয়েছ। ঐ সকল ব্যক্তির বলল, আমরা এর মাধ্যমে উত্তম আমল করারই ইচ্ছা পোষণ করেছি। তিনি বললেন, এমন কতক ব্যক্তি আছে, যারা কল্যাণ চায় বটে, কিন্তু কল্যাণ লাভ করতে পারে না।^{৩৬৯}

অন্যত্র এসেছে, মারওয়ান মদীনার গভর্ণর থাকাবস্থায় ঈদের ছালাতের পূর্বে মিম্বারে দাঁড়িয়ে খুৎবা দেয়ার প্রচলন করেন। কিন্তু আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) এই পদ্ধতির প্রতিবাদ করেছিলেন। কেননা এটা সুন্নাহ বিরোধী আমল এবং দ্বীন ইসলামে তা বিদ'আত।^{৩৭০} বিদ'আদ সম্পর্কে ইবনে আববাস (রাঃ) বলেছেন, **من أحدث رأياً ليس في كتاب الله ولم تمض به سنة من رسول الله**

অর্থাৎ যে ব্যক্তি (দ্বীনের মধ্যে) এমন বিষয় উদ্ভাবন করল, যা আল্লাহর কিতাবে নেই এবং রাসূলের সুন্নাতে পাওয়া যায় না, আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎকালে তার স্থান কোথায় হবে সে তা জানে না।^{৩৭১} এছাড়া বিদ'আতী ব্যক্তি সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেন, **وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحَدَّثًا** 'যে ব্যক্তি কোন বিদ'আতীকে আশ্রয় দেয়, আল্লাহ তাকে অভিশাপ দেন'।^{৩৭২} অন্যত্র

বলেন, **إن الله احتجر التوبة على كل صاحب بدعة** 'নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রত্যেক বিদ'আতীর তওবা প্রত্যাখ্যান করেন'।^{৩৭৩} অন্যত্র তিনি বলেন, **فَمَنْ أَحَدَّثَ** 'যে

৩৬৯. সিলসিলা ছহীহাহ হা/২০০৫; দারেমী হা/২০৪।

৩৭০. বুখারী ২/৯০৮, 'মিম্বর না নিয়ে ঈদগাহে গমন' অনুচ্ছেদ।

৩৭১. দারেমী হা/১৫৮, সনদ ছহীহ; আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের পরিচিতি, পৃঃ ৩০।

৩৭২. মুসলিম হা/১৯৭৮; মিশকাত হা/৪০৭০; নাসাঈ হা/৪৪২২; ছহীছুল জামি' হা/৫১১২।

৩৭৩. ছহীছুল জামি' হা/১৬৯৯।

ব্যক্তি কোন বিদ'আতী কর্মে লিপ্ত হয় অথবা কোন বিদ'আতীকে আশ্রয় দেয়, তার উপর আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা মঞ্জলীর ও সমগ্র মানব জাতির লানাত'।^{৩৭৪}

সুন্নাত ও বিদ'আত সম্পর্কে সালাফে ছালেহীনের উক্তি :

- (১) খলীফা আবু বকর (রাঃ) বলেছেন, 'সুন্নাতই হ'ল আল্লাহর মযবূত রজ্জু'।
- (২) ওমর (রাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি সুন্নাত ত্যাগ করল, সে কুফরী করল। অন্যত্র তিনি বলেন, 'যারা নিজ রায়ের ভিত্তিতে কথা বলে, তারা সুন্নাতের শত্রু।...তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং অন্যদেরও বিপথগামী করেছে।
- (৩) আববাস (রাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি সুন্নাতের বিরোধিতা করে, সে নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, যদিও তার গলা কাটা যায়'।
- (৪) ইবনে আববাস (রাঃ) বলেন, 'প্রতি বছরই লোকজন একটি বিদ'আত চালু করেছে এবং একটি সুন্নাতকে মেরে ফেলছে। শেষ পর্যন্ত বিদ'আতই জীবন্ত হবে এবং সুন্নাত মৃত্যু বরণ করবে'।^{৩৭৫}

অতএব দ্বীনের মূলনীতির কোন বিকৃতি করা চলবে না। যদি কেউ তা করে, তবে সে স্পষ্ট কুফরী করবে।

৪. অবশেষে জাহান্নামী হওয়া :

কুরআন ও সুন্নাতের বিরোধিতায় জাহান্নাম অবধারিত। যারা কুরআন ও সুন্নাতের নির্দেশ মোতাবেক ফায়ছালা করে না, তারা আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি যুলুম করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ 'যারা আল্লাহর দেয়া বিধান অনুসারে ফায়ছালা করে না, তারা কাফের' (মায়দা ৫/৪৪), তারা যালেম (মায়দা ৫/৪৫), তারা ফাসেক (মায়দা ৫/৪৭)।

আল্লাহর বিধান অমান্যকারী কাফের, যালেম ব্যক্তির আবাসস্থল জাহান্নাম। মহান আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا

৩৭৪. বুখারী হা/৬৭৫৫; মুসলিম হা/১৩৭০; মিশকাত হা/২৭২৮; তিরমিযী হা/২১২৭।

৩৭৫. আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের পরিচিতি, পৃঃ ৪২-৫৫।

أَبْدًا 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসূলের নাফরমানী করল, তার জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত হ'ল। সেখানে সে চিরস্থায়ীভাবে অবস্থান করবে (জ্বিন ৭২/২৩)। তাতে উনিশজন কর্মচারী নিয়োজিত রয়েছে (মুদাছছির ৭৪/৩০)। তাদেরকে বলে দাও, গ্রীষ্মের প্রখর তাপ অপেক্ষা জাহান্নামের আগুন আরও কঠিন ও ভয়াবহ। যদি তারা বুঝত (তওবা ৯/৮১), এটি অতীব নিকৃষ্ট আবাসস্থল (বাক্বারাহ ২/২০৬; আলে ইমরান ৩/১৬২, ১৯৭)।

আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য হ'ল- পবিত্র কুরআন ও সুন্নাত হতে যা কিছু আদেশ করা হয়েছে তা কোনরূপ বিকৃত না করে পালন করা এবং যা নিষেধ করা হয়েছে তা মেনে চলা। এ মর্মে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَخُذُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَانْتَهُوا 'যখন আমি তোমাদেরকে কোন কিছুর হুকুম করি, তখন সেটা যথাসাধ্য পালন কর, আর আমি যখন কোন কিছু নিষেধ করি, তখন তোমরা সেটা থেকে বিরত থাক'।^{৩৭৬} যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করল, সে জান্নাতে যাবে। আর যে অমান্য করল সে জাহান্নামের চিরস্থায়ী বাসিন্দা হবে এবং আফসোস করে তারা বলবে, হায় আফসোস! আমি যদি রাসূলের সাথে পথ অবলম্বন করতাম। হায় আমার দুর্ভাগ্য! আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম (ফুরকান/২৭-২৮)।

এ সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، إِلَّا مَنْ أَبِي. قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ يَأْبَى قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى 'আমার প্রত্যেক উম্মত জান্নাতে যাবে। কেবল তারা ব্যতীত, যারা অসম্মত হবে। জিজ্ঞেস করা হ'ল অসম্মত কারা? তিনি বললেন, যারা আমার অবাধ্যতা করবে, তারা হ'ল অসম্মত'।^{৩৭৭} এই অবাধ্য ব্যক্তির রাসূলের সুন্নাতকে পরিবর্তন করে এবং তাতে নতুন নতুন কথা, কাজের উদ্ভাবন করে। অথচ এই নতুন সৃষ্টি থেকে বেঁচে থাকার জন্য রাসূল (ছাঃ) নির্দেশও দিয়েছেন। তিনি

৩৭৬. মুসলিম হা/১৩৩৭; ইবনু মাজাহ হা/২; মিশকাত হা/২৫০৫।

৩৭৭. বুখারী হা/৭২৮০; মিশকাত হা/১৪৩।

وَأَيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بَدْعَةٌ وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ বলেন, 'তোমরা প্রত্যেক নতুন সৃষ্টি হ'তে বেঁচে থাক। কেননা প্রত্যেকটি নতুন সৃষ্টিই বিদ'আত এবং প্রত্যেক বিদ'আতই গোমরাহী। আর প্রত্যেক গোমরাহী জাহান্নাম'।^{৩৭৮}

দ্বীনের নামে ছওয়াবের আশায় কিংবা নিজের ইচ্ছামত আমলকারী বিদ'আতী ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর শাফা'আত থেকে বঞ্চিত হবে। এ সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'সাবধান হয়ে যাও, আমার উম্মতের কিছু লোককে ধরে আনা হবে তাদেরকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। তখন আমি বলব, হে আমার রব! এরা তো আমার উম্মত। জওয়াবে আমাকে বলা হবে, তুমি জান না তোমার (ওফাতের) পরে এরা কত নতুন (হাদীছ) কথা তৈরী করেছিল। আমি তখন আল্লাহর সৎ বান্দা (ঈসার) মত বলব, 'যতদিন আমি তাদের মধ্যে ছিলাম, ততদিন আমি ছিলাম তাদের রক্ষণাবেক্ষণকারী। কিন্তু আমার পরে তুমিই তাদের সাক্ষী। তখন বলা হবে, তুমি এদের কাছ থেকে প্রত্যাবর্তন করার পর, এরা (তোমার দ্বীন তথা কুরআন-সুন্নাহ থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিয়ে উল্টো পথে চলেছিল'।^{৩৭৯}

শুধু তাই নয়, ঐ সমস্ত বিদ'আতী ব্যক্তির হাউষে কাউছারের পানি পান করতে পারবে না। তৃষ্ণার্ত অবস্থায় তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لَيْرِدَنَّ عَلَيَّ الْحَوْضَ رِجَالٌ مِمَّنْ صَاحِبِي حَتَّى إِذَا رَأَيْتَهُمْ وَرَفَعُوا إِلَيَّ اخْتَلَجُوا دُونِي فَلَأَقُولَنَّ أَيْ رَبِّ أَصِحَّابِي أَصِحَّابِي. فَلَيَقَالَنَّ لِي إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحَدْتُوا بَعْدَكَ.

'নিশ্চয়ই হাওয়ের পাশে এমন কতিপয় লোক আসবে যারা পৃথিবীতে আমার সাহচর্য পেয়েছিল। এমন কি যখন আমি তাদের দেখতে পাব এবং তাদেরকে আমার সামনে নিয়ে আসা হবে, তখন আমার কাছে আসতে তাদের জন্য

৩৭৮. আবুদাউদ হা/৪৬০৯; মিশকাত হা/১৬৫; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৭৩৫।

৩৭৯. বুখারী হা/৪৩৭৯ 'যেমন আমি প্রথম সৃষ্টি করেছিলাম' অনুচ্ছেদ।

প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে। অতঃপর আমি বলব, হে আমার প্রতিপালক! এরা আমার সঙ্গী, এরা আমার সাথী। তখন আমাকে বলা হবে, নিশ্চয়ই আপনি জানেন না, আপনার পর এরা কীভাবে দ্বীনের মধ্যে নব উদ্ভাবন করেছে'।^{৩৮০} কুরআন ও সুন্নাহ উভয়ের বাহক ও প্রচারক হ'লেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)। অতএব সুন্নাহকে অস্বীকার করা কিংবা নতুন কিছু উদ্ভাবন করার উদ্দেশ্যই হ'ল রাসূল (ছাঃ)-কে পরোক্ষভাবে অস্বীকার করা (নাউযুবিল্লাহ)। যার পরিণাম জাহান্নাম।

পরিশেষে, আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একমাত্র তাঁর ইবাদত করার জন্য এবং তাঁর সাথে যেন কোন কিছুকে শরীক মনে না করি। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ 'আমি সৃষ্টি করেছি জিন এবং মানুষকে এজন্য যে, তারা আমারই ইবাদত করবে' (যারিয়াত ৫১/৫৬)। তিনি অন্যত্র বলেন, لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ 'আমরা তো নূহকে পাঠিয়েছিলাম তার সম্প্রদায়ের নিকটে এবং সে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহর ইবাদত করো, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন ইলাহ নেই। আমি তোমাদের জন্য মহাদিবসের শাস্তির আশংকা করছি' (আ'রাফ ৭/৫৯)। অন্যত্র তিনি বলেন, وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ 'তোমার মৃত্যু উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত তুমি তোমার প্রতিপালকের ইবাদত করো' (হিজর ১৫/৯৯)। ইবাদতের মাধ্যমে দ্বীনের সঠিক বুঝ গ্রহণ করতে হবে।

ইলমে দ্বীন ক্রমান্বয়ে দুর্বল রশির মত ক্ষয়ে চলেছে। ইলমের ধারক-বাহক আলেম সমাজকে অবশ্যই সাবধান হ'তে হবে। কেননা 'আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

৩৮০. মুসলিম হা/২৩৪০; মিশকাত হা/৫৫৩৫; আহমাদ হা/২৩৩৩৮।

إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِرَاعًا ، يَنْتَرِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ
الْعُلَمَاءِ ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا ، اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَالًا فَسُئِلُوا ، فَأَفْتَوْا
بِغَيْرِ عِلْمٍ ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا.

‘শেষ জামানায় আল্লাহ তা‘আলা ‘ইলম’ বা জ্ঞানকে তাঁর বান্দাদের অন্তর থেকে টেনে বের করে উঠিয়ে নিবেন না। বরং (জ্ঞানের অধিকারী) ‘আলিমদেরকে দুনিয়া হ’তে উঠিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে ‘ইলম বা জ্ঞানকে উঠিয়ে নিবেন। তারপর দুনিয়াতে যখন কোন ‘আলিম অবশিষ্ট থাকবে না, তখন লোকজন অজ্ঞ মূর্খ লোকেদেরকে নেতাক্রমে গ্রহণ করবে। অতঃপর তাদের নিকট (মাসআলা-মাসায়িল) জিজ্ঞেস করা হবে। তখন তারা বিনা ‘ইলমেই ‘ফাৎওয়া’ জারী করবে। ফলে নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে, অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে’।^{৩৮১}

অতএব আসুন, আমরা সকলে কুরআন-সুন্নাহকে দৃঢ়তার সাথে আঁকড়ে ধরি এবং আল্লাহ আমাদের সকলকে সেই তাওফীক দান করুন- আমীন!

রামাযান পরবর্তী করণীয়

(প্রবন্ধটি দ্বিমাসিক ‘সোনামণি প্রতিভা’ পত্রিকায় ৩৬তম সংখ্যা জুলাই-আগস্ট ২০১৯ইং-তে প্রকাশিত)

রামাযান মাস হলো ইবাদতের মাধ্যমে তাকওয়া অর্জন, আল্লাহর রহমত, মাগফিরাত ও নৈকট্য হাছিল এবং জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ ও জান্নাত লাভের সুযোগ। মানব জীবনে দু’টি ধারা প্রবাহিত হয় এক. সুপ্রবৃত্তি দুই. কুপ্রবৃত্তি। আমাদের সমাজ জীবনে সম্প্রীতি-মৈত্রী, ঐক্য-সংহতি, নৈতিক সংস্কৃতি দৃঢ় করণের মাধ্যমে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পথে অবিচল থাকতে বিশেষ ভূমিকা রাখে সুপ্রবৃত্তি। অপরদিকে আমাদের সুষ্ঠু সুশীল সমাজ ব্যবস্থা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে অনৈক্য-সহিংসতা, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, অনৈতিক সংস্কৃতি তথা পাপের পথে আহ্বান করে কুপ্রবৃত্তি। আর কুপ্রবৃত্তি ভঙ্গিভূত করার জন্যই এ দুনিয়ায় মহান আল্লাহ রামাযানের বিশেষ প্রশিক্ষণের প্রবর্তন করেছেন, যাতে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে একজন মুসলমান এ বিশ্বে তার প্রকৃত স্থান নির্দিষ্ট করতে পারে এবং আল্লাহর প্রতিনিধি হিসাবে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারে। আর আমরা কী রামাযান মাসের ইবাদতের মাধ্যমে তাকওয়া অর্জন, আল্লাহর রহমত, মাগফিরাত ও নৈকট্য হাছিল এবং জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ ও জান্নাত লাভের সুযোগ গ্রহণের প্রশিক্ষণ নিতে পেরেছি? নাকি আমাদের নাক মাটির সাথে মিশে গেছে এসম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ. (ছাঃ) ‘সেই ব্যক্তির নাক মাটিতে মিশে যাক, যে রামাযান পেল, অথচ নিজেকে ক্ষমা করে নিতে পারল না’।^{৩৮২}

রামাযান মাস প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। যে যেমন এই মাসের প্রতি যত যত্নশীল, পরবর্তী এগারো মাস সে তেমন সফল হবে ইন’শাআল্লাহ। এই প্রশিক্ষণের ধরন হ’ল আত্মিক, শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক সমন্বয়ে পরিচালিত হয়েছে। রামাযান মাসের ছিয়ামের মাধ্যমে মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক, মানসিক ও শারীরিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রভাবগুলো অতিশয় প্রভাব বিস্তার

করেছে। বাদশা-ফকির, আমীর-প্রজা, ধনী-দরিদ্র, সকলের সুখ-দুঃখের মিলন মেলা ছিল রামায়ান মাসে। আত্মশুদ্ধির মাস রামায়ান বিদায় নিয়েছে। আমাদের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে তা রামায়ান পরবর্তী আমল ও আখলাকে উপলব্ধি করা যাবে। রামায়ানের সে প্রশিক্ষণ জীবনভর ধরে রেখে সব ধরনের গোনাহের কাজ থেকে নিজেদের বিরত রাখতে পারলেই সে প্রশিক্ষণ হবে স্বার্থক। রামায়ান চলে গেলেও রামায়ান পরবর্তী কিছু কাজ রয়ে গেছে। সেই সম্পর্কে নিম্নে আলোকপাত করা হলো-

১. তাকুওয়া, ইবাদতের মাধ্যমে সুদৃঢ় রাখা :

আল্লাহ সুবহানাহ্ ওয়া তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে সার্বিক তাকুওয়া বা আল্লাহ ভীতি অর্জন, বাহ্যিক ভাবে প্রতিফলন ঘটে। তাকুওয়া হলো প্রকৃতপক্ষে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের অন্যতম মাধ্যম। তাকুওয়া লাভের জন্য ছিয়াম ছিল অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। পাপাচার ও ভীতিপ্রদ মন্দ বিষয় থেকে আত্মরক্ষা করার নাম তাকুওয়া। রামায়ান মাসে ছিয়ামের মাধ্যমে তাকুওয়ার অনুশীলন বেশী হয়। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন-
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ -
 - آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
 'হে মুমিনগণ! তোমাদের জন্য ছিয়াম ফরয করা হয়েছে, যেমন ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপরে। অবশ্যই তোমরা মুত্তাকী হ'তে পারবে' (বাক্বারাহ ২/১৮৩)। মহান আল্লাহর যাবতীয় আদেশ বিষয় সমূহ যথাযথ পালন ও নিষিদ্ধ বিষয় সমূহ সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করার মাধ্যমে তাকুওয়া অর্জিত সম্ভব। আর এ মাসে সকল মুসলমান তা যথাযথ পালন করার সঠিক পথ ও পদ্ধতির প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে।

আর এই তাকুওয়ার খুটি সুদৃঢ়ভাবে মজবুত রাখার জন্য প্রয়োজন ইবাদত। শিরক মুক্ত খালেছ নিয়তে সকল ইবাদত করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দার উপর যে সমস্ত ইবাদত ফরয করেছেন, একজন মুসলমানের জন্য সেসমস্ত ইবাদত পালন করা আবশ্যিক। আর ঈমান আনয়নের পরে যেসমস্ত ইবাদত ফরয তন্মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হ'ল ছালাত। আর এই ছালাত সম্পর্কে যাবতীয় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছি রামায়ান মাসে এবং এর প্রতিফলন হবে বাকী এগারো মাসে। ছালাতের গুরুত্ব সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ فَإِنْ صَلَحَتْ صَلَحَ لَهُ سَائِرُ عَمَلِهِ
 وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ -

'কিয়ামতের দিন বান্দার সর্বপ্রথম হিসাব হবে ছালাতের। যার ছালাত ঠিক হবে তার সব আমল সঠিক হবে। আর যার ছালাত বিনষ্ট হবে, তার সব আমল বিনষ্ট হবে'।^{৩৮৩} এমাসে ছালাতের রুকন, শর্তাবলী ও ওয়াজিব সহ সময়মত মসজিদে জামা'আতে ছালাত আদায় করার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে ছায়েম বাকী এগার মাস তা সেই মোতাবেক পালন করে। মহান আল্লাহ যুদ্ধরত অবস্থায় ও ভীতির সময়ও জামা'আতে ছালাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন (নিসা ৪/১০২)। জামা'আতে ছালাত আদায়ের ছওয়াব বহুগুণ হয়। এসম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلٌ عَلَى صَلَاةِ الْفَدِّ
 'জামা'আতে ছালাত আদায় করার ছওয়াব একাকী আদায় করার চেয়ে ২৭ গুণ বেশী'।^{৩৮৪}

অন্যদিকে জামা'আত পরিত্যাগ করার পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। এব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,
 إِنَّ أَثْقَلَ صَلَاةٍ عَلَى الْمُتَأَفِّقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ وَكَوْ يَعْلمُونَ مَا فِيهِمَا لِأَتَوْهُمَا وَكَوْ حَبِوًا وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَمُرَّ بِالصَّلَاةِ فَتَقَامُ ثُمَّ أَمُرَّ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِيَ بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزْمٌ مِّنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأُحْرَقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتُهُمْ بِالنَّارِ -

'এশা ও ফজরের ছালাত আদায় করা মুনাফিকদের জন্য সর্বাপেক্ষা কঠিন। তারা যদি জানতো এ দুই ছালাতের মধ্যে কি (ছওয়াব) আছে, তাহলে তারা এ দুই ছালাতের জামা'আতে হাযির হ'ত হামাগুড়ি দিয়ে হ'লেও। আমার ইচ্ছা হয় ছালাত আদায় করার নির্দেশ দিয়ে কাউকে ইমামতি করতে বলি। আর আমি কিছু লোককে নিয়ে জ্বালানী কাঠের বোঝাসহ বের হয়ে তাদের

৩৮৩. তাবারানী, আল-আওসাতু, সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৩৫৮।

৩৮৪. নাসাঈ হা/৮৩৭; ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/৭৮৬।

কাছে যাই, যারা ছালাতে (জামা'আতে) উপস্থিত হয় না এবং তাদের ঘর-বাড়ীগুলি আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেই'।^{৩৮৫}

রামাযান মাসের চাঁদ দেখার পর সর্বপ্রথম যে ইবাদত পালন করা হয়, তা হচ্ছে তারাযীহর ছালাত। প্রত্যেক ছায়েমের জন্য তারাযীহর ছালাত আদায় করা কর্তব্য। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর উম্মতকে তারাযীহর ছালাত আদায় করার জন্য গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি বলেন, مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ 'যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও নেকীর আশায় রামাযান মাসে ক্রিয়াম করবে (তারাযীহ পড়বে) তার পূর্বকার পাপ সমূহ মাফ করে দেয়া হবে'।^{৩৮৬} আর রামাযান মাসে ক্রিয়াম করা তথা তারাযীহর ছালাত আদায়ের মাধ্যমে পরবর্তী এগার মাসের তাহাজ্জুতের ছালাত আদায়ের প্রশিক্ষণ পেয়েছি আমরা।

২. রামাযানে অর্জিত মুমিনের গুণাবলী প্রতিপালন করা :

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহর আলোকে মুমিনের ১৬টি গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে। তন্মধ্যে কুরআনে ১০টি মুমিনের গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে। প্রকৃত মুমিন হতে গেলে যে দু'টি গুণাবলী অপরিহার্য সেই সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, **إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ** - 'প্রকৃত মুমিন তারা, ১. যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে। অতঃপর তাতে কোনরূপ সন্দেহ পোষণ করে না এবং ২. তাদের মাল ও জান দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে। বস্তুতঃপক্ষে তারা হ'ল সত্যনিষ্ঠ' (হুজুরাত ৪৯/১৫)। আর সফলকাম মুমিন হতে গেলে নিচের গুণাবলীগুলো প্রত্যেক মানুষের মধ্যে থাকতে হবে এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'সফলকাম হ'ল ঐসব মুমিন' ৩. 'যারা তাদের ছালাতে গভীরভাবে মনোযোগী' ৪. 'যারা অনর্থক ক্রিয়া-কর্ম এড়িয়ে চলে' ৫. 'যারা সঠিকভাবে যাকাত আদায় করে' ৬. 'যারা নিজেদের

৩৮৫. বুখারী হা/৬২৬; মুসলিম হা/৬৫১/১৫২ (১৩৮২ 'জামা'আতে ছালাতের ফযীলত'।

৩৮৬. বুখারী হা/৩৫; মুসলিম হা/৭৬০।

লজ্জাস্থানের হেফযত করে' ৭. 'নিজেদের স্ত্রী ও অধিকারভুক্ত দাসী ব্যতীত। কেননা এসবে তারা নিন্দিত হবে না। অতঃপর এদের ব্যতীত যারা অন্যকে কামনা করে, তারা হ'ল সীমা লঙ্ঘনকারী' ৮. 'আর যারা তাদের আমানত ও অস্বীকারসমূহ পূর্ণ করে' ৯. 'যারা তাদের ছালাত সমূহের হেফযত করে'। 'তরাই হ'ল উত্তরাধিকারী'। 'যারা উত্তরাধিকারী হবে ফেরদৌসের। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে' (মুমিনুন ২৩/১-১১)। অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা বলেন, **كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ** 'তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি। তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে মানুষের কল্যাণের জন্য। ১০. তোমরা ন্যায়ের আদেশ করবে ও অন্যায় কাজে নিষেধ করবে এবং সর্বাবস্থায় আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখবে' (আলে ইমরান ৩/১১০)। অতঃপর মুমিনের গুরুত্বপূর্ণ ৬টি গুণ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, **الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ** -

'এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। (১) সে তার উপর যুলুম করবে না (২) তাকে লজ্জিত করবে না। (৩) আর যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের সাহায্যে থাকবে, আল্লাহ তার সাহায্যে থাকবেন। (৪) যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের কষ্ট দূর করবে, আল্লাহ তাকে ক্রিয়ামতের দিনের বিপদ সমূহের একটি বড় বিপদ দূর করে দিবেন। (৫) যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখে, আল্লাহ ক্রিয়ামতের দিন তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন'^{৩৮৭} **وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ** 'আল্লাহ বান্দার সাহায্যে অতক্ষণ থাকেন, যতক্ষণ বান্দা তার ভাইয়ের সাহায্যে থাকে'^{৩৮৮} (৬) যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদের স্নেহ করে না ও বড়দের মর্যাদা বুঝে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়'^{৩৮৯}

৩৮৭. বুখারী হা/২৪৪২; মিশকাত হা/৪৯৫৮।

৩৮৮. মুসলিম হা/২৬৯৯; মিশকাত হা/২০৪।

৩৮৯. তিরমিযী হা/১৯২০; আব্দাউদ হা/৪৯৪৩।

ইমাম আব্দুদাউদ (রহঃ) বলেন, ‘মানুষের দ্বীনের জন্য চারটি হাদীছ যথেষ্ট : (১) সকল কাজ নিয়তের উপর নির্ভরশীল^{৩৯০} (২) সুন্দর ইসলামের অন্যতম নিদর্শন হ’ল অনর্থক বিষয়সমূহ পরিহার করা^{৩৯১} (৩) কেউ প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য ঐ বস্তু ভালবাসে যা সে নিজের জন্য ভালবাসে^{৩৯২} এবং (৪) হালাল স্পষ্ট ও হারাম স্পষ্ট। এ দু’য়ের মধ্যে বহু বস্তু রয়েছে অস্পষ্ট। অধিকাংশ মানুষ তা জানে না। অতএব যে ব্যক্তি সন্দিষ্ট বিষয়ে পতিত হ’ল সে হারামে পতিত হ’ল’।^{৩৯৩} ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন,

أَتَى السَّيِّئَاتِ، وَأَزْهَدُ، وَدَعَا مَا + لَيْسَ يَعْنِيكَ، وَأَعْمَلَنَّ بِنَيْتٍ
عُمْدَةَ الدِّينِ عِنْدَنَا كَلِمَاتٌ + أَرْبَعٌ قَالَهُنَّ خَيْرُ الْبِرِّيَّةِ

‘আমাদের নিকট দ্বীনের উত্তম বস্তু হ’ল চারটি কথা। যা বলেছেন সৃষ্টির সেরা ব্যক্তি (অর্থাৎ রাসূল (ছাঃ)) : (১) মন্দ থেকে বেঁচে থাক (২) দুনিয়াত্যাগী হও (৩) অনর্থক বিষয় পরিহার কর এবং (৪) সংকল্পের সাথে কাজ কর’।^{৩৯৪} আমরা রামায়ান মাসে উপরোক্ত গুণাবলী অর্জন করেছি এবং তা আমাদের সার্বিক জীবনে বাকী মাসগুলোতে প্রফিলন ঘটাব ইনশাআল্লাহ।

৩. পাপের পথ থেকে সর্বদা বিরত থাকা :

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কথা ও কর্মের মধ্যে যেসব বিষয় হারাম করেছেন তা পরিত্যাগের মাধ্যমে পাপমুক্ত করার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছি ছায়েম অবস্থা রামায়ান মাসে। তন্মধ্যে মিথ্যা বলা, গালমন্দ করা, ঝগড়া বিবাদ করা, গীবত করা, গান বাজনা শোনা, চোগলখরী করা, প্রতারণা করা ইত্যাদি পাপ কর্ম থেকে বেঁচে থাকা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপরিহার্য। আর তা একজন মুসলমান রামায়ান মাসে ও পরবর্তী মাসগুলোতেও ওগুলো থেকে বিরত থাকার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে। মিথ্যা হ’ল সবচেয়ে বড় মহাপাপ। সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য বলা জঘন্যতম পাপ।

৩৯০. বুখারী হা/৬৯৫৩।

৩৯১. ইবনু মাজাহ হা/৩৯৭৬।

৩৯২. বুখারী হা/১৩।

৩৯৩. বুখারী হা/৫২ (দ্রঃ ভূমিকা), আওনুল মা’বুদ শরহ সুনানে আব্দুদাউদ।

৩৯৪. মিরকাত ভূমিকা অংশ ২৪ পৃঃ।

আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা’আলা বলেন, وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتِكُمْ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِيَتَفَتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ، مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ – ‘তোমাদের জিহ্বা মিথ্যা আরোপ করে বলে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করার জন্য তোমরা বলো না, এটা হালাল এবং ওটা হারাম। নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করবে তারা সফলকাম হবে না। তাদের সুখ-সম্ভোগ সামান্যই এবং তাদের জন্য রয়েছে মর্মস্তদ শাস্তি’ (নাহল ১৬/১১৬-১৭)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ‘যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপরে মিথ্যারোপ করল, সে যেন জাহান্নামে নিজের স্থান নির্ধারণ করে নিল’।^{৩৯৫} তিনি আরো বলেন, وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عَلَيْهِ كَذَابًا ‘তোমরা মিথ্যাচার পরিহার কর। কেননা মিথ্যাচার পাপের দিকে ধাবিত করে এবং পাপ জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। কোন লোক অনবরত মিথ্যা বলতে থাকে এবং মিথ্যাচারকে স্বভাবে পরিণত করে। অবশেষে আল্লাহর নিকটে তার নাম মিথ্যাবাদী হিসাবে লিখিত হয়’।^{৩৯৬} আর একজন মুসলমান রামায়ানে যেমন মিথ্যা ও ঝগড়া বিবাদ পরিহার করেছে, ঠিক তেমনি বাকী মাসগুলোতে তা পরিহার করে চলবে। এছাড়াও ধুমপান, মদপান, চুরি-ছিনতাই, হত্যাসহ সকল প্রকার ছোট বড় পাপ থেকে বিরত থাকতে হবে। রামায়ান আমাদেরকে এটাই শিক্ষা দিয়েছে।

৪. নেক কাজগুলো চলমান রাখা :

বদ ও মন্দ কাজগুলো পরিহার করার পাশাপাশি ভালো কাজগুলো বেশী বেশী সম্পাদন করা। যেমন, ইবাদত করা, দান-ছাদাকা করা, উপদেশ দেওয়া ও গ্রহণ করা, বেশী বেশী যিকির করা, মানুষকে সাহায্য করা, অসুস্থ রোগীদের

৩৯৫. বুখারী হা/১২৯১; মুসলিম হা/৪ ‘মিথ্যা হ’তে সতর্কতা’ অনুচ্ছেদ।

৩৯৬. মুসলিম হা/২৬০৭ (১০৫); আবু দাউদ হা/৪৯৮৯; হুইহ আত-তারগীব হা/১৭৯৩।

পরিচর্চা করা ইত্যাদি। দান ছাদাক্বা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَأَفِيْمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا كَيْفَ تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 'তোমরা ছালাত কয়েম কর এবং যাকাত প্রদান কর। আর যা কিছু ভাল আমল নিজের জন্য অথ্রে পাঠাবে বা সপ্তয় করবে, তা আল্লাহর নিকটে পাবে। তোমরা যা আমল কর আল্লাহ তা প্রত্যক্ষ করেন' (বাক্বারাহ ২/১১০)। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ تُبَدِّلُهَا نَارًا نَبِيْلًا وَمَا يَكْتُمُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبُوا مِنْهُ سِرًّا وَكَفًّا فَسَاءَ مَا يَكْتُمُونَ 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের উপার্জিত হালাল মালের কিছু অংশ এবং আমি যা তোমাদের জন্য যমীন হ'তে বের করেছি তার অংশ খরচ করো' (বাক্বারাহ ২/২৬৭)। অন্যত্র বলেন, كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ 'তোমরা ওই সকল ফল থেকে আহার করো, যখন তা ফলদান করে এবং ফল কাটার দিনেই তাঁর (গরীবের) হকু দিয়ে দাও। আর অপচয় করো না। নিশ্চয়ই তিনি অপচয়কারীদেরকে ভালবাসেন না। (আন'আম ৬/১৪১)। দান-ছাদাক্বা, দো'আর মাধ্যমে বিপদ আপদ থেকে বেঁচে থাকা যায়। হযরত উমামা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, دَاوُوا مَرْضَاتِكُمْ بِالصَّدَقَةِ، 'ছাদাক্বার মাধ্যমে তোমাদের পীড়ার চিকিৎসা করো, যাকাত আদায়ের মাধ্যমে তোমাদের সম্পদকে সুরক্ষিত (পরিশুদ্ধ) করো এবং দো'আর মাধ্যমে বালা-মুছীবত থেকে বাঁচার প্রস্তুতি গ্রহণ করো'।^{৩৯৭} আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি হাছিল ও তাঁর ক্রোধ থেকে নিষ্কৃতির মাধ্যমও এটি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ الصَّدَقَةَ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ 'নিশ্চয়ই ছাদাক্বাহ আল্লাহ তা'আলার ক্রোধকে নির্বাপিত করে দেয়'।^{৩৯৮}

৩৯৭. বায়হাক্বী, আস-সুনানুল কুবরা হা/৬৩৮৫; ছহীহুল জামি' হা/৩৩৫৮; হাসান হাদীছ।
৩৯৮. তিরমিযী হা/৬৬৪; সিলসিলা ছহীহা হা/১৯০৮; ইরওয়াউল গালীল হা/৮৮৫, হাদীছের উদ্ধৃত অংশটুকু ছহীহ।

সুতরাং রামায়ানে যেমন দানের হাত প্রসারিত ছিল, ঠিক তেমনি বাকী মাসগুলোতেও মুক্তহস্তে দান অব্যাহত রাখব ইনশাআল্লাহ।

৫. ক্বাযা ছিয়াম আদায় করা :

ছিয়াম ক্বাযা হওয়ার শর্তসমূহ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কুরআনে পেশ করে বলেন, وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 'আর যে ব্যক্তি অসুস্থ কিংবা মুসাফির অবস্থায় থাকবে সে অন্য দিনে গণনা পূরণ করবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান; তোমাদের জন্য জটিলতা কামনা করেন না যাতে তোমরা গণনা পূরণ করো এবং তোমাদের হেদায়েত দান করার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার মহত্ত্ব বর্ণনা করো, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করো' (বাক্বারাহ ২/১৮৫)। সফরের ছিয়াম না রাখা সম্পর্কে হাদীছে এসেছে, হামযা আসলামী (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-কে সফরে ছিয়াম রাখার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, সফরে ছিয়াম না রাখা আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি অনুগ্রহ। যে তা গ্রহণ করবে, তার জন্য এটা কল্যাণকর হবে। আর যদি কেউ ছিয়াম রাখতে পসন্দ করে, তাহ'লে তাতে কোন গুনাহ নেই।^{৪০০} মক্কা বিজয়ের সফরে রাসূল (ছাঃ) ছিয়াম অবস্থায় মক্কার উদ্দেশ্যে বের হন। অতঃপর মক্কার ৪২ মাইল আগে 'কুরাউল গামীম' নামক স্থানে পৌঁছে ছিয়াম ভেঙ্গে ফেলেন।^{৪০১}

আর অসুস্থ অবস্থায় ছিয়াম থেকে বিরত থাকতে হবে এবং অন্য মাসে তা পূরণ করে নিতে হবে। তবে অসুস্থ অবস্থায় শারীরিক অক্ষমতার কারণে প্রতি ছিয়ামের জন্য রামায়ান মাসে একজন মিসকীন খাওয়াতে হবে।^{৪০২} আর ক্বাযা ছিয়াম বাঁকী এগারো মাসের যে কোন দিনে করা যাবে, শুধু মাত্র ছিয়াম রাখার হারাম দিনগুলো ব্যতীত। তবে রামায়ানের ক্বাযা ছিয়াম বছরের যেকোন সময়ে আদায় করা যায় (বাক্বারাহ ২/১৮৫)। ব্যস্ততার কারণে আয়েশা (রাঃ)

৩৯৯. মুসলিম হা/১১২১, মিশকাত হা/২০২৯।

৪০০. মুসলিম হা/১১১৪, মিশকাত হা/২০২৭।

৪০১. বুখারী হা/৪৫০৫ 'তফসীর' অধ্যায় ২৫ অনুচ্ছেদ।

তঁর রামায়ানের ছুটে যাওয়া ছিয়াম পরবর্তী শা'বান মাসে আদায় করতেন।^{৪০২} তবে ফরযের ক্বাযা যত দ্রুত সম্ভব আদায় করাই উচিত।^{৪০৩}

৬. শাওয়ালের ছয়টি ছিয়াম পালন করা :

শাওয়ালের ছিয়াম পালনকারীর চেহারাকে আল্লাহ তা'আলা জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবেন। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে একটি ছিয়াম পালন করবে, আল্লাহ তার চেহারাকে জাহান্নামের আগুন হ'তে ৭০ বছরের পথ দূরে রাখবেন'।^{৪০৪} অন্য বর্ণনায় ১০০ বছরের পথ দূরে রাখবেন বলা হয়েছে।^{৪০৫}

শাওয়ালের ছয়টি ছিয়ামের ফযীলত হ'ল সারা বছরের ছিয়াম পালনের সমান। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ'।^{৪০৬} অন্য হাদীছে ছিয়াম পালন করল, সে যেন সারা বছর ছিয়াম পালন করল'।^{৪০৭} অন্য হাদীছে এক বছরের হিসাব রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এভাবে দিয়েছেন যে, 'রামায়ানের একমাস ছিয়াম (১০ গুণ নেকী ধরলে) ১০ মাসের সমান এবং (শাওয়ালের) ছয়টি ছিয়াম দু'মাসের সমান'।^{৪০৮} এভাবে মোট বারো মাস বা সারা বছর। এই ছিয়ামগুলো ধারাবাহিকভাবে পালন করা উত্তম। তবে আলাদাভাবেও করা যায়।^{৪০৯} শাওয়াল মাসের ছিয়াম আগে করাই কর্তব্য। কারণ শাওয়াল পার হ'লে শাওয়াল মাসের ছিয়াম পালনের সুযোগ থাকে না।

৪০২. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২০৩০।

৪০৩. মির'আত ৫/২৩।

৪০৪. বুখারী হা/ ২৮৪০; মিশকাত হা/২০৫৩, ছহীছুল জামি' হা/৬৩৩২।

৪০৫. সিলসিলা ছহীহাহ হা/২২৬৭, ২৫৬৫।

৪০৬. মুসলিম হা/১১৬৪; মিশকাত হা/২০৪৭।

৪০৭. ইবনু মাজাহ হা/১৭১৫; ইরওয়া ৪/১০৭ পৃঃ হা/৯৫০-এর আলোচনা।

৪০৮. নববী, আল মাজমূ' ৬/৩৭৯।

শেষ কথা :

রামায়ান মাস যেহেতু প্রশিক্ষণের মাস সেহেতু এই মাসের শিক্ষানুসারে বাকী এগারো মাস চলতে হবে। এমাসে মনের পশুত্বকে জ্বালিয়ে ভস্মিভূত করে দিয়ে প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে। ছিয়াম আত্মিক, সামাজিক, শারীরিক ও আর্থিক ইবাদত হেতু তা চারিদিক থেকে উপকারে আসে।

১. আত্মিক উপকার : ছিয়ামের আত্মিক উপকারে মানুষকে ধৈর্যধারণের শিক্ষা দেয় এবং চিন্তা শক্তি আখিরাতমুখী করে ছায়েমকে শক্তিশালী করে। এছাড়াও আত্মনিয়ন্ত্রণ শিক্ষা দেয় এবং এর ওপর অবিচল থাকতে সাহায্য করে। ছিয়ামের মাধ্যমে মানুষ প্রবৃত্তি ধ্বংস করে তাকুওয়া অর্জন করে এবং সর্বাবস্থায় সংযোমী মানুষ হওয়ার শিক্ষা দেয়।

২. সামাজিক উপকার : ছিয়ামের সামাজিক উপকারের মধ্যে রয়েছে এটি জাতিকে শান্তি ও শৃংখলা, ঐক্য ও একতা, সমতা ও ন্যায়পরায়নতা বজায় রাখতে সর্বদা অভ্যস্ত করে। মুমিনের মধ্যে সকল গুণাবলীর বহিঃপ্রকাশ ঘটে; ভালবাসা, রহমত, সত্যবাদিতা ও সচ্চরিত্র প্রভৃতি গুণে গুণান্বিত করে।

৩. শারীরিক উপকার : ছিয়ামের মাধ্যমে অসংখ্য শারীরিক উপকারিতা রয়েছে। ছিয়াম মানুষের শরীরের দূষিত টক্সিন দূরীভূত করে এবং পাকস্থলী সুস্থ রাখে। শরীরের অতিরিক্ত ওজন কমায় এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। মনে প্রফুল্লতা ফিরে আসে এবং পরিবারে শান্তি বিরাজ করে।

৪. আর্থিক উপকার : ছিয়ামের মাধ্যমে রামায়ান মাসে আর্থিক বিষয়টি পবিত্র এবং বেশী বেশী দান খয়রাত করা হয়। পরিবারের জন্য বেশী বেশী খরচ, গরীব অসহায়দের সাহায্য সহযোগীতা, ফেৎরা আদায়ের মাধ্যমে ইবাদতের ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য কাফফারা প্রদান, যাকাত আদায় করা হয় ইত্যাদি।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে ছিয়াম ও রামায়ান পাঠে যাজাকুমুল্লাহ খায়ের দান করুন এবং দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ দান করুন, আমীন।

লেখকের অন্যান্য বই সমূহ প্রকাশের অপেক্ষায় -

১. ফযীলতপূর্ণ দো'আ ও যিকির। (প্রকাশিত)
২. মানব জীবনে ষড়রিপু। (অপ্রকাশিত)
৩. নারীর তিনটি ভূমিকা। (অপ্রকাশিত)
৪. প্রগতির নামে প্রহসন। (অপ্রকাশিত)
৫. অধিকাংশ মানব সমাচার। (অপ্রকাশিত)
৬. যে দেহে ঈমান থাকে না। (অপ্রকাশিত)

বই প্রাপ্তিস্থান

১। আল-মাহমুদ এন্টারপ্রাইজ

৭ নং ইসলামিক কমপ্লেক্স মার্কেট (পশ্চিম পার্শ্ব),
নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭৮৮-৬২৫৮৭৮।